CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 3 April, 2021 ■ আগরতলা, ৩ এপ্রিল ২০২১ ইং ■ ২০ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বর্তমান সরকার স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে তিন বছরে ১.২ লক্ষ জনকে চাকুরী দিয়েছে, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২ এপ্রিল (হি. স.) : পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার ১২ বছরে সাড়ে চার চাকুরী দিয়েছিল। সেই তুলনায় বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার তিন বছরে স্থায়ী, অস্থায়ী মিলিয়ে এক লক্ষ দুই হাজার মানুষকে চাকুরী দিয়েছে। শুধু তাই নয়, রেগায় শ্রম দিবস পূর্বতন সরকারের তুলনায় অনেক বেড়েছে। এডিসি নির্বাচন উপলক্ষ্যে কাঞ্চনপুর-এ নির্বাচনী জনসভায় বিরোধীদের কাজ নেই, খাদ্য নেই অভিযোগের এভাবেই কড়া ভাষায় জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, কমিউনিস্ট শাসনের অবসান হতে-ই ত্রিপুরায় মানুষ মুক্তি পেয়েছেন।

এদিন এডিসি নির্বাচন উপলক্ষে কাঞ্চনপুরের রোড শোয়ে তারুণ্যের উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হয়েছে। বাদ্যযন্ত্র সহযোগে মিছিলে দেখা গেল বিজয়ের আত্মবিশ্বাস। কার্যকর্তাদের শরীরী ভাষাতে মনে হচ্ছে এবার এডিসিতে বিজেপি-আইপিএফটি জোট ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

তিনি বলেন, কাঞ্চনপুর পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। তাঁর দাবি, কাঞ্চনপুর-এ সার্বিক উন্নয়নের জন্য এই সরকার এখনও পর্যন্ত ২৭৬ কোটি টাকা খরচ করেছে। এই এলাকায় সামাজিক ভাতা দেওয়া হয়েছে ৮,২৭৯ জনকে। তিনি বলেন, এখন ত্রিপুরার মানুষের রোজগার ৩০ শতাংশ বেড়েছে।

কাঞ্চনপুরে নির্বাচনী জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

ত্রিপুরায় কাজ নেই, খাদ্য নেই বলে অভিযোগকে ঘিরে মুখ্যমন্ত্রী আজ বিরোধীদের এক হাত নিয়েছেন। তিনি বলেন, পূর্বতন সরকার ১২ বছরে মাত্র সাড়ে চার হাজার স্থায়ী চাকরি দিয়েছিল। কিন্তু, বর্তমান সরকার তিন বছরে স্থায়ী, আউটসোর্সিং মিলিয়ে এক লক্ষ দুই হাজার জনকে চাকরি দিয়েছে। তিনি বলেন, আগে মনরেগার কাজ নিয়ে বিগত সরকার কৃতিত্ব দাবি করত। তখন শ্রমদিবস তৈরি হত ৩৭টি। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮২টিতে। তাঁর দাবি, অ্যাসপিরেশনাল ব্লকে ৯৬ শ্রমদিবস কাজ দিয়েছে বর্তমান সরকার। তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, কমিউনিস্ট শাসনের অবসান হতেই ত্রিপুরার মানুষ মুক্তি পেয়েছেন।

আজ দৃঢ়তার সাথে বলেন, ২০২২ সালের মধ্যে নতুন ত্রিপুরা পেয়ে যাবেন রাজ্যবাসী। এই সময়ের মধ্যে আগরতলা শহরে বড় বড় বহুতল বাড়ি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঋণের জ্বালায় আত্মহত্যার পথ নিলেন ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। ঋণে জর্জরিত হয়ে অবশেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল এক ব্যবসায়ী। ঘটনা কুমারঘাট এর সোনাইমুড়ী এলাকায়।কুমারঘাট থানাধীন সোনাইমুড়ি এলাকায় এক ব্যাক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। আত্মঘাতি ব্যাক্তির নাম সনত দেবনাথ। পেশায় ছিল একজন কাপড় ব্যবসায়ী।মৃতের পরিবার সুত্রে জানা গেছে বুধবার দুপুরে নিজ বাড়ি থেকে নিখোঁজ ছিল ঐ ব্যাক্তি।পরের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার বাড়ির পাশের একটি গাছে তারা সনত দেবনাথকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান।পরে পুলিশে খবর দিলে পুলিশ মৃতদেহ নিয়ে যায় ফটিকরায় হাসপাতালের মর্গে।মৃতের এক ছেলে মেয়ে এবং স্ত্রী রয়েছে। বাড়ির লোকজন এবং এলাকাবাসীর ধারনা ব্যবসায় আর্থিক মন্দা এবং ঋণের চাপে জর্জরিত হয়েই এই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে ঐ ব্যক্তি।

ট্রান্সফরমারের সংস্পর্শে গিয়ে গুরুতর শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ এপ্রিল।। ট্রান্সফরমারের সংস্পর্শে এসে ৪ বছর বয়সি এক শিশুর হাত সম্পূর্ণ ঝলসে যায়। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন তুইমধু এলাকায় মঙ্গলবার দুপুরে।ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বিদ্যুৎ নিগমের উদাসীনতায় ৪ বছরের শিশু বিপদাগ্রস্ত। আহত শিশুর নাম সুলতান মিয়া(৪)। আহত শিশু সুলতান মিয়া কে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে চিকিৎসাও করানো হয় তার পরিবারের পক্ষ থেকে। যদিও পরিবারটি অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছলত থাকার কারণে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও করাতে পারছ না আহত শিশুর পরিবার। এদিকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লকআপে যুবককে মারধর মেডিকেল রিপোর্টে জারিজুরি আদালতে মুখ পুড়ল পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। লেফুঙ্গা থানার লকআপে বিনয় সরকার নামে এক যুবককে বেধড়ক মারধর করার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। সদর উত্তরের মোহনপুরের লেফুঙ্গা থানার পুলিশ বিনয় সরকার নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে। তাকে যথারীতি ডাক্তারি পরীক্ষার পর ৩০ মার্চ আদালতে সোপর্দ করা হয়। আদালতে বিনয় সরকার নামে অভিযোগ করেছিল তাকে মারধর করা হয়েছে।

বিচারক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ করেন যে মেডিকেল রিপোর্ট পুলিশ জমা দিয়েছে তাতে বিনে সন্তানের শরীরে কোন ধরনের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে উল্লেখ নেই। অথচ আদালতে সোপর্দ করার পর বিনয় সরকারের শরীরে আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। মেডিকেল রিপোর্ট এর সঙ্গে যেহেতু বিনয় সরকারের শরীরে আঘাতের কোনো সম্পর্ক নেই সেহেতু আদালত তৎক্ষণাৎত বিনয় সরকার কে আইজিএম হাসপাতালে পরীক্ষা করানোর জন্য নির্দেশ দেয়।

সে অনুযায়ী বিনয় সরকারকে আইজিএম হাসপাতালে ডাক্তারি পরীক্ষা করানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। বিনয় সরকার এর শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে আইজিএম হাসপাতাল থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। জিবি হাসপাতাল থেকে ডাক্তারি পরীক্ষার পাচ পাতার রিপোর্ট আদালতে পেশ করা হয়। বিনয় সরকার নামে ওই যুবককে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে মেডিকেল রিপোর্টে প্রমাণিত হয়। লেফুঙ্গা থানার লকআপে বিনয় সরকারের ওপর অমানুষিক নির্যাতনের বিষয়ে উচ্চ আদালতে মামলা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইনজীবী প্রসেনজিৎ দেবনাথ।এদিকে আদালত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশা সামগ্রী সহ এক পাচারকারী আটক

আগরতলা, ২ এপ্রিল (হি. স.) : নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ব্রাউন সুগার সহ এক পাচারকারী-কে আটক করেছে এনসিসি থানার পুলিশ। রাজধানী আগরতলায় অভয়নগর-এ পুলিশ ওই অভিযান চালিয়েছিল।

সম্প্রতি যুব সমাজ-র একাংশ নেশার কবলে মারাত্মকভাবে জড়িয়ে পড়েছে। কারণ, রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলী এলাকায় নেশা কারবারিদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। এনসিসি এসডিপিও প্রিয়া মাধুরী মজুমদারের নেতৃত্বে ভোররাতে পুলিশ সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে অভয়নগরে হানা দিয়ে একটি গাড়ি আটক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতে নতুন করোনা আক্রান্ত ৮১,৪৬৬ জন মৃত্যু বেড়ে ১৬৩,৩৯৬

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল (হি.স.): কোভিদের বাড়বাড়ন্তে চিন্তা বাড়ছে ভারতে। হু হু করে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণের হার। বৃহস্পতিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮১,৪৬৬ জন, এ বছরের মধ্যে সর্বাধিক। বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে মৃত্যুর সংখ্যা ৪৬৯, মৃত্যুর সংখ্যাও সর্বাধিক। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যাও বাড়তে বাড়তে ৬.১৪-লক্ষের (৫ শতাংশ) গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যে সেরে ওঠাও স্বস্তি দিচ্ছে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৫০,৩৫৬ জন করোনা-রোগী। ফলে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,১৫,২৫,০৩৯ জন করোনা-রোগী (৯৩.৬৮ শতাংশ)।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে ৮১,৪৬৬ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিনের ছাউনি দেওয়া কাঁচা বাড়ির মালিকরাও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর পাবেন

আগরতলা, ২ এপ্রিল (হি. স.) : টিনের ছাউনি দেওয়া কাঁচা বাড়ি এখন থেকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে। শুধু মাত্র ত্রিপুরার আবেদনে সাড়া দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ওই অনুমোদন দিয়েছে। তাতে প্রথম পর্যায়ে ৭০ হাজার পরিবার উপকৃত হবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

শুক্রবার তিনি সাংবাদিক-দের মুখোমুখি হয়ে বলেন, টিনের ছাউনি দেওয়া যাদের বাড়ি রয়েছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় তাদের ঘর দেওয়ার কোন নিয়ম ছিল না। কিন্তু, ত্রিপুরা সরকার এ-ধরনের বাড়ি যোজনায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাতে সম্মতিও মিলেছে। তাঁর দাবি, ইতিমধ্যে ত্রিপুরায় এমন বাড়ি রয়েছে তার জরিপ শুরু হয়ে গেছে। প্রথম পর্যায়ে ৭০ হাজার পরিবার উপকৃত হবেন। সাথে তিনি যোগ করেন, আরো ১ লক্ষ ৮০ হাজার ঘরের জরিপ চলছে।

তিনি বলেন, গরিব অংশের মানুষ তাতে পাকা বাড়ি পাবেন। ঝড় বৃষ্টি-তে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবেন। এদিন তিনি দাবি করেন, সারা দেশে শুধুমাত্র ত্রিপুরা ওই সুবিধা পাচ্ছে।

সরিষার মধ্যেই ভূত, পুলিশকর্মীর বাড়িতে উদ্ধার বিস্তার নেশা সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। পুলিশ কর্মীর বাড়ি থেকে নেশা সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনায় জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনা রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন এডি নগরের নন্দিটিলা এলাকায়। এডিনগরের নন্দী টিলা এলাকার অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মী দিলীপ ঘোষের বাড়ি থেকে শুক্রবার নেশা সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। উনার ছেলে টিএসআর জওয়ান। পুত্রবধূও পুলিশ কর্মী। ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান গত বেশ কিছুদিন ধরেই এক যুবক বাইক নিয়ে ওই বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা করতো। তাতে স্থানীয় যুবকদের মধ্যে সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করে। খোঁজ খবর নিয়ে যুবকরা জানতে পারেন বাইক নিয়ে ঘুরাঘুরি করতে থাকা ওই যুবক নেশা কারবারের সঙ্গে জড়িত।স্থানীয় যুবকরা তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মীর বাড়ি থেকে সে নেশা সামগ্রী নিয়ে যায়। তার কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মীর বাড়িতে হানা দিয়ে তারা প্রচুর পরিমাণ নেশা সামগ্রী ও আপত্তিকর জিনিসপত্র উদ্ধার করেন। খবর পাঠানো হয় এডি নগর থানার পুলিশকে।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।পুলিশ ওই বাড়ি থেকে বেশ কিছু পরিমাণ ব্রাউন সুগার খালি কৌটা সহ অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করে। ওই বাড়ি থেকে এক যুবক ও এক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ এপ্রিল।। কীটনাশক ঔষধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা এক ১৩ বছর বয়সী এক সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রের। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমাঘাটের রঙ্গিয়াটিলা শিবিরে।ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মুঙ্গিয়াকামি থানাধীন চাকমাঘাটের রঙ্গিয়াটিলা শিবির এলাকার বাসিন্দা সুরেন দেববর্মার ১৩ বছর বয়সী ছেলে সঞ্জয় দেববর্মা তার পরিবারের লোকজন পড়াশোনা না করায় জন্য বকা-ঝকা করায় অভিমানে কীটনাশক ঔষধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। যদিও পরিবারের লোকজন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থদের দুইদিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দেবে রাজ্য সরকার

আগরতলা, ২ এপ্রিল (হি. স.) : কালবৈশাখীর ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ-দের দুইদিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। তাতে, নির্বাচন আচরণ বিধি কোন প্রভাব ফেলবে না। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ-কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

প্রসঙ্গত, মুখ্যসচিব মনোজ কুমার বৃহস্পতিবার বিকেলে খোয়াই মহকুমার তুলাশিখর রকের আশারামবাড়ির বিভিন্ন এলাকায় কালবৈশাখীর তান্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মুখ্যসচিবের সাথে ছিলেন জেলাশাসক স্মিতা মল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজীব সেনগুপ্ত, মহকুমা শাসক অসিত কুমার দাস, এস ডি পি ও রাজীব সুত্রধর সহ কৃষি ও কৃষক কল্যাণ কার্যালয়ের জেলা আধিকারিক, ডি ডব্লিউ এস, বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিক, তুলাশিখর ব্লকের বিডিও নবকুমার জমাতিয়া প্রমুখ।

মুখ্যসচিব সহ প্রশাসনিক প্রতিনিধিদলটি প্রথমে আশারামবাড়ি বাজার পরিদর্শন করেন। এরপর আশারামবাড়ির থানাবস্তি এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত থানাবস্তি জুনিয়র বেসিক স্কুল, কৃষ্ণমা বস্তির ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন। এরপর আশারামবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের অস্থায়ী শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। এই শিবিরে ১১ পরিবারের ৪৫ জন রয়েছেন। পরে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে প্রশাসনিক দলটি কৃষ্ণমা বস্তি জে বি স্কুলের অস্থায়ী শিবির পরিদর্শন করেন। এই শিবিরে ১৬ পরিবারের ৬৮ জন রয়েছেন। প্রতিনিধিদলটি শিবিরে আশ্রিতদের সাথে কথা বলেন ও স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন বিষয়ে খোজ খবর নেন। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনের সময় মুখ্যসচিব মনোজ কুমার বিভিন্ন দপ্তরের জেলা আধিকারিকদের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় যে সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা নিরুপনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে নির্দেশ দেন।

মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ৭টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ঘর মেরামতের জন্য ৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে ও ২০টি পরিবারকে ঘর মেরামতির জন্য ৩ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। এই ২টি অস্থায়ী শিবিরে ২৭টি পরিবারের মধ্যে শিশু খাদ্য সহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীও সরবরাহ করা হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ১টি চিকিৎসক দল নিযুক্ত করা হয়েছে বলে মহকুমা শাসক অসিত কুমার দাস জানান। তাছাড়া পানীয়জল ও স্বাস্থ্য বিধি দপ্তরের পক্ষ থেকে ২টি শিবিরেই ট্যাংকারে করে পানীয়জল সরবরাহ করা হয়েছে। এদিকে বিদ্যুৎ নিগমের এ জি এম স্বপন দেববর্মা জানান, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাতে ঘুর্ণিঝড়ে ৮৭টি বিদ্যুৎ খুঁটি ও ২টি ট্রান্সফরমার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে আগরতলায় একটি গির্জায় খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের বিশেষ প্রার্থনা সভা। ছবি নিজস্ব।

নানা অনুষ্ঠানে রাজ্যেও পালিত পবিত্র দিন গুড ফ্রাইডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। গুড ফ্রাইডে খ্রিস্টান ধর্মালম্বীদের অন্যতম পবিত্র দিন। ধর্মীয় বিশ্বাস মতে এদিন প্রভু যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন। রাজ্যেও গুড ফ্রাইডে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করেন।সকালে এ উপলক্ষে আগরতলা শহরের কৃষ্ণনগর সিটি ব্যাপ্টিস্ট চার্জে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।সকালে প্রার্থনা সভার মধ্য দিয়ে দিনটির সুচনা হয়।ধর্মীয় প্রার্থনা সভায় উপস্থিত ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী আবাল-বৃদ্ধ -বনিতারা।

গুড ফ্রাইডে তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বিস্তারিত আলোচনা করেন উদ্যোক্তারা। গুড ফ্রাইডে মূলত খ্রিষ্টানদের দ্বারা পালিত একটি ধর্মীয় ছুটির দিন। খৃষ্টীয় ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী যিশু খ্রিষ্টের ক্রুসবিদ্ধকরণ, মৃত্যু ও সমাধিমন্দির থেকে তাঁর পুনরুজ্জীবনের স্মরণে এই উৎসবটি পালিত হয়। পবিত্র সপ্তাহে ইস্টার রবিবারের আগের শুক্রবারে প্যাস্কাল ট্রিডামের অংশ হিসেবে এই উৎসব পালিত হয়। যিশুর বিচারের শাস্ত্রীয় বিবরণীগুলি থেকে জানা যায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরের আলেক মিয়া হত্যা মামলায় ধৃত আরও এক অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। উদয়পুর এর পূর্ব গোপালপুরে আলেক মিয়া হত্যাকান্ডে জড়িত আরো একজনকে গ্রেফতার করেছে রাধাকিশোর পুর থানার পুলিশ।গত ২৬ মার্চ শুক্রবার উদয়পুর মহকুমার পূর্ব গকুলপুর এলাকার আলেক মিয়াকে গাছের ডাল দিয়ে আঘাত করার পর নিজ বাড়িতেই আলেক মিয়া নিহত হন।

ঘটনার খবর পেয়ে রাধা কিশোর পুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে জানতে পারে তারই শ্যালক ফরিদ মিয়া তাকে হত্যা করেছে। আলেক মিয়ার পরিবারের লোকজন রাধা কিশোর পুর থানায় একটি মামলা করেন।যার নম্বর ৫৫/২১ ভারতীয় দন্ডবিধি ৩০২ আইপিসি ধারায় মামলা হয়।এদিকে গত ২৯ শে মার্চ সোমবার রাধা কিশোর পুর থানার ওসি রাজীব দেবনাথের কাছে খবর আসে মূল আসামী ফরিদ মিয়া পূর্ব গকুলপুরে অবস্থান করছে। সঙ্গে সঙ্গে ওসি সহ পুলিশ বাহিনী গিয়ে ফরিদ মিয়াকে গ্রেপ্তার করে।

এদিকে শুক্রবার দুপুরে ফরিদ মিয়ার স্ত্রী নূর জাহান বিবিকেও রাজারবাগ থেকে গোপন খবরের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করে। সাব ইন্সপেক্টর দেবব্রত বিশ্বাস এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান।আলেক মিয়া হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

রাজধানীর প্রতাপগড়ের যুবক পিন্টু মিয়ার গাড়ি জালিয়াতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ এপ্রিল।। জালিয়াতি করে গাড়ি বিক্রির অভিযোগ উঠল রাজধানীর প্রতাপগড়ের জনৈক যুবক পিন্টু মিয়ার বিরুদ্ধে। গত ৫ মাস আগে বিশালগড় যুবক জাকির মিয়া পিন্টু মিয়ার কাছ থেকে দুইজন সাক্ষী কে সামনে রেখে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা দিয়ে একটি সিলভার কালার মারুতি ভ্যান ক্রয় করেছিল সাক্ষীদের মধ্যে কাশেম মিয়া এবং সেন্টু মিয়া সাক্ষী হিসেবে ছিল।

গাড়ির নম্বর টিআর ০১ই ৩৫৮৮ বিক্রির কয়েকদিনের মধ্যে গাড়ির মালিকানা পরিবর্তন করার কথা দিয়েছিল বিক্রেতা পিন্টু মিয়া কিন্তু গত পাঁচ মাস ধরে আজ নয় কাল করতে করতে রীতিমত হয়রানি করছে পিন্টু এমনই অভিযোগ ক্রেতা জাকির মিয়ার। জাকির মিয়া জানায় দিনের পর দিন এভাবে তারিখ বদলানোর ঘটনায় বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ জাগে। পরে খবর নিয়ে জানতে পারে গাড়িটি তার নামে নয় রাজধানীর নাগেরজলা এলাকার দীপঙ্কর দেবনাথ এর নামে রেজিস্ট্রিকৃত তখনই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মত অবস্থা হয় ক্রেতা জাকির মিয়ার, তিনি জানান এখন কোনোভাবেই গাড়ী বিক্রেতা পিন্টু মিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। এমনকি মোবাইল সুইচ অফ বাড়ি গিয়েও দেখা পাওয়া যায় না। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের অভাবে গাড়িটি এখন ঘরবন্দি রাস্তায় বের করতে পারছে না, তাছাড়া গত পরশু রাতে অজানা একটি নম্বরে ফোন করে হুমকি দেয় যে বিষয়টি নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে প্রাণে মেরে ফেলে গাড়িটি নিয়ে যাবে এমনই অভিযোগ জাকির মিয়ার। জানা গেছে অভিযুক্ত পিন্টু মিয়া দীর্ঘদিন ধরে গাড়ি ও বাইক পাচার চক্রে জড়িত জাকির মিয়া বিষয়টি নিয়ে পরিবহনমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৭১ ▫ ৩ এপ্রিল ২০২১ ইং ▫ ২০ চৈত্র ▫ শনিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

অধিকার খণ্ডন

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়াছে যে, যৌন হেনস্থার মামলায় নিম্ন আদালত যেন বিষয়ের গুরুত্ব বিচার করিয়া নিজেদের রায় সংযত ভাষায় লেখে যাহাতে আবেদনকারীর চরিত্র, উদ্দেশ্য ইত্যাদি নিয়া অযথা মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা যায়। মহামান্য শীর্ষ আদালত এই প্রসঙ্গে সাত দফা নির্দেশিকা জারি করিয়াছে। উচ্চতম আদালতের এই সংবেদনশীল ভূমিকা অবশ্যই প্রশংসনীয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারা অনুযায়ী ধর্ষণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে তাহা প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ, স্বামী যদি স্ত্রীর অমতে তাঁহার সঙ্গে যৌনতায় লিপ্ত হন, তবুও তাহাকে কিছুতেই ধর্ষণ বলা যাইবে না। স্ত্রী এই হিংসা থেকে প্রতিকার চাইলে তাহাকে দণ্ডবিধির ৪৯৮-এ ধারায় গার্হস্থ হিংসার অভিযোগ আনিতে হইবে, বা ক্ষেত্রবিশেষে ১৯৬১'র পণ নিরোধক আইনের উপর নির্ভর করিতে হইবে। এই দুই আইনে হিংসার সাজা থাকিলেও স্বামীকে ধর্ষক প্রতিপন্ন করিবার কোনও উপায় নাই। এহেন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আগেও জানানো হইয়াছে। কখনও নারীবাদী আন্দোলনের ভিতর থেকে, কখনও কোনও নৃশংস অপরাধের প্রেক্ষাপটে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে বৈবাহিক ধর্ষণকে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করার দাবি উঠিয়াছে। যে দেশে গার্হস্থ হিংসা দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হইয়াছে, সেখানে স্ত্রীর অসম্মতিতে এই জাতীয় যৌন হিংসার ক্ষেত্রে স্বামীকে আইনি রক্ষাকবচ দেওয়াটা কত দূর সমীচীন, তাহা নিয়া বিতর্ক থাকিবেই স্ত্রীকে বিবাহপূর্বে পিতা ও বিবাহের পর স্বামীর 'দায়' হিসাবে গণ্য করা হয়। স্ত্রীর কোনও আলাদা সত্তা থাকে না। তিনি তাঁহার স্বামীর সত্তায় বিলীন হইয়া যান। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় তাঁহার স্থান সম্পত্তির সমান। তাই বিবাহ স্থায়ী থাকিলে কোনও মহিলা তাঁহার স্বামীকে তাহার 'সম্পত্তির ভোগ থেকে বঞ্চিত' করিতে পারেন না। বিবাহ একটি সামাজিক চুক্তি, যাহার মধ্যে নিহিত আছে সম্মতি, বিশেষত যৌনতার ক্ষেত্রে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী নিজেকে সমর্পণ করেন স্বামীর কাছে, স্বামী যাহার বদলে তাঁহার ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই দুই তত্ত্বের মাধ্যমে ব্রিটিশ সমাজে বৈবাহিক ধর্ষণ মান্যতা পায় নাই।আর আজকেও তাহা ভারতীয় আইনে ব্যতিক্রম হিসেবেই গণ্য। সপ্তদশ শতকের এক ব্রিটিশ আইন আজও ভারতীয় নারীদের অধিকার খণ্ডন করিতেছে।

গত কয়েক বছরে উচ্চতম আদালতের বিভিন্ন রায়ে যে সাংবিধানিক কাঠামো প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে এই আইনের অবলুপ্তি স্রেফ সময়ের অপেক্ষা বলিয়াই মনে করেয়াছিল ওয়াকিবহাল মহল। এই প্রসঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কে এস পুত্তাস্বামী বনাম ভারত সরকার মামলা, নবতেজ জোহর বনাম ভারত সরকার মামলা এবং জোসেফ শাইন বনাম ভারত সরকার মামলায় শীর্ষ আদালত যে রায়গুলি দিয়াছে, সেগুলির কথা উল্লেখ করা যায়। সংবিধানের ১৪, ১৯ এবং ২১ ধারায় উল্লিখিত মৌলিক অধিকারের সম্পূর্ণ বিপরীত এই বৈবাহিক ধর্ষণের ব্যতিক্রমটি। সংবিধানের ২১ নম্বর ধারার অন্তর্গত ব্যক্তিস্বাধীনতা নাগরিকের সর্বোত্তম অধিকার যাহা জরুরি অবস্থাতেও নিষ্ক্রিয় করা আইন বিরুদ্ধ। যে কোনও যৌন সংস্রব বৈধতা পায় দুই পক্ষের স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে এক পক্ষের অনিচ্ছায় যৌন সম্পর্ক সর্বতোভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা লঙ্ঘনকারী। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি-ইচ্ছা এবং তার বৈধ প্রকাশভঙ্গি সাংবিধানিক কাঠামোয় রক্ষা করিবার কথা ১৯ নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে, যা ন্যাশনাল লিগাল সার্ভিস অথরিটি বনাম ভারত সরকার মামলায় ২০১৪ সালের রায়ে আদালত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি ন্যায়সঙ্গত কারণে ব্যক্তি-ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা আছে শুধু রাষ্ট্রের, কোনও ব্যক্তিবিশেষকে সেই অধিকার দেওয়া হয়নি।

সংবিধানের ১৪ ও ১৫ নম্বর ধারা অনুসারে, সমতা এক মৌলিক অধিকার রূপে প্রতিষ্ঠিত এই ধারা ব্যবহার করিয়া যে কোনও বৈষম্যমূলক আইন রদ করিবার ক্ষমতা আছে উচ্চ আদালতের। ধর্ষণ যদি আইনত দণ্ডনীয় হয়, এবং একই আইনে বৈবাহিক ধর্ষণ যদি অপরাধ গণ্য না হয়, সে ক্ষেত্রে আইনের চোখে ধর্ষণের হিংসার থেকেও ধর্ষকের পরিচয় মুখ্য হইয়া যাইতেছে স্রেফ বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে। এই ব্যতিক্রমটির মাধ্যমে অবিবাহিত এবং বিবাহিত নারীর অবস্থান আলাদা করা হইয়াছে। ফলে, এই আইন অবিবাহিত নারীর ইচ্ছার মর্যাদা দিয়াছে।, কিন্তু বিবাহিত নারীর ক্ষেত্রে তাহা দিতেছে না যা সর্বার্থেই বৈষম্যমূলক এবং অসাংবিধানিক।

গণতান্ত্রিক দেশে আইন পাল্টাইবার প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ এবং রাজনীতির বাধ্যবাধকতার দ্বারা নির্ধারিত, এই সত্য মানুষ বুঝিয়াছে। কিন্তু, আদালতের কাছে মানুষের প্রত্যাশা বেশি। ভারতের বিবাহিত মহিলারা তাই আদালতের দিকেই চাহিয়া রহিয়াছেন।

শশী থারুরজি, প্লেবয় হওয়ার চেষ্টা বন্ধ করুন

আর কে সিনহা

উল্টোপাল্টা মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছেন কংগ্রেস সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শশী থারুরের মধ্যে। এজন্য এখন সংবাদ মাধ্যম ও জনগণও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন না তাঁকে। তাঁর মতো একজন শিক্ষিত মানুষের ভাবমূর্তি বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক মন্তব্যই ধরা যাক, খুব সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরের সময় বেপরোয়া ও আলটোপিকাকা মন্তব্য করেছিলেন শশী থারুর। কোনও রকম তথ্য ছাড়াই মন্তব্য করেছিলেন তিনি। ঢাকায় নিজের ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অংশ নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন মোদী। থারুর বলতে শুরু করেন, প্রধানমন্ত্রী নাকি ইন্দিরার উল্লেখই করেননি। গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীর নীতির সমালোচনা করা স্বাভাবিক। কিন্তু, নিন্দা করা বাঞ্ছনীয় নয়। রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে দাভোসে বিশ্ব ইকোনমিক ফোরামে প্রধানমন্ত্রীর হিন্দি ভাষণ নিয়েও বিরোধিতা করেছিলেন থারুর। প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজেরও নিন্দা করেছিলেন থারুর, যখন রাষ্ট্রপুঞ্জে হিন্দিতে ভাষণ দিয়েছিলেন তিনি। থারুর একদিকে হিন্দির বিরোধিতা করেন পাশপাশি নিজের প্রতিটি বই অবশ্যই হিন্দিতে অনুবাদ করান। শশী থারুর নিজের "অন্ধকার যুগ : ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য" নামক বইতে উল্লেখ করেছেন, দোভাসে হিন্দিতে কথা বলায় তাঁর কথা বিশ্বজুড়ে মিডিয়াতে স্থান পায়নি। কিন্তু, আসলে দেখা গিয়েছে, মোদীর ভাষণ দারুণ কভার করেছিল নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, বিবিসি।

শশীকে আয়না দেখিয়েছিলেন সুষমা

সুষমা স্বরাজ তো একবার বলেছিলেন, শশী থারুর কী নিজেকে একজন মহান চিন্তাবিদ এবং বিদ্বান মনে করনে? তিনি নিজে এটাও জানেন না তিনি হিন্দির পক্ষে নাকি বিপক্ষে। এখন দেখা যাচ্ছে কৃষকদের স্বার্থেও কথা বলছেন শশী থারুর। তিন প্রজন্ম ধরে কলকাতা ও মুম্বইয়ে গোটা জীবন কাটানো, থারুর কীভাবে কৃষক দরদী হয়ে গেলেন? কৃষকদের কল্যাণের স্বার্থে তিনিও জ্ঞান দিচ্ছেন। তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কেন্দ্রকে আক্রমণ করে শশী থারুর বলেছিলেন, মোদী সরকার দেশ ও কৃষকদের হতাশ করেছে। থারুরজি এটাও বলে দিন, আপনি এতদিন কৃষকদের জন্য কী কী করেছেন? আপনি যদি সত্যি করে কৃষকদের কথা ভাবতেন তাহলে সিংঘু এবং টিকরি এলাকায় তাঁবু খাটিয়ে বসে থাকতেন। কৃষকদের সঙ্গে আপনাকে রাতে ঘুমানো উচিত। আসলে আপনি এমনটা মোটেও করবেন না, কারণ আপনি একজন সুবিধাবাদী। এটা তো পরিষ্কার সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীর মন জয় করার জন্যই অকারণে এনডিএ সরকারকে আক্রমণ করে চলেছেন শশী থারুর। শশী থারুরের গোটা পরিবারের সঙ্গে আমার বহু পুরানো সম্পর্ক। সত্তরের দশকে যখন শশী থারুরের বাবা চন্দ্রণ থারুর স্টেটসম্যান পত্রিকায় উঁচু পদে আসীন ছিলেন, তখন থেকেই আমি তাঁকে জানি। যখন বাংলাদেশ যুদ্ধের কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে নিজের কাজ শেষে আমি কলকাতায় ফিরেছিলাম, তখন বাংলার ক্লাবে আমার জন্য ডিনার পার্টি দিয়েছিলেন চন্দ্রণ। পার্টিতে অন্যান্য সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। সেই সময় আমি কলকাতায় গেলেই তাঁর বাড়িতে যেতাম। আশির দশকে যখন চন্দ্রণের বড় ভাই পি পরমেশ্বরণ "রিডার্স ডাইজেস্ট"-এর সম্পাদক পদ থেকে অবসর নেন, তখন চন্দ্রণ "রিডার্স উইজেস্ট"-এর ম্যানেজিং এডিটর হয়ে মুম্বই চলে যান। পরবর্তীতে "ধর্মগুরু" মুম্বইয়ের জন্য লাগাতার লেখালেখি করতে থাকি। ফলে আমারও মুম্বই যাওয়া শুরু হয়ে যায়।

গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার কাছে ছিল "রিডার্স ডাইজেস্ট"-এর দফতর। আমার মতো একজন সাধারণ বন্ধুকে তিনি অত্যন্ত সম্মান দিতেন। তাঁর সঙ্গে কথা বললে সহজেই বোঝা যেত তিনি কেরলের একজন সংস্কারি ব্রাহ্মণ। এমন একজনের সন্তান শশী থারুর সোনিয়া-রাহুলের তোষামদ করছেন, তা মেনে নেওয়া যায় না। শশী থারুর যেহেতু কংগ্রেসে আছেন, তাই দল-বিরোধী কিছু তিনি করতে পারবেন না, এটা তো স্বাভাবিকই। দলের নিন্দাও করতে পারবেন না তিনি। কিন্তু, এটা কী ঠিক কিছু না জেনেও দেশের প্রধানমন্ত্রীকে বারবার নিন্দা করা? আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী যদি হিন্দিতে কথা বলেন, তাতে শশী থারুরের কী সমস্যা? ভারতের কোটি কোটি নাগরিকের ভাষা হিন্দি, হিন্দিতে বক্তৃতা দেওয়া কেন ভুল? বিরোধী দলের শক্তিশালী নেতা হওয়ার জন্য থারুরের মধ্যে অপার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে দেশ। তিনি উচ্চ শিক্ষিত, ভালোভাবে ইংরেজিতে কথা বলতে পারেন। কিন্তু, নিজের ক্ষমতাকে দেশের স্বার্থে লাগানো উচিত থারুরের। (লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

ভ্যাকসিনের দামের তফাত হবেই

নবকুমার বসু

বছরখানেক ধরে পৃথিবার যে কোনও আলোচনার সিংহভাগ জুড়ে ছিল করোনা ভাইরাস এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সম্প্রতি সেই আলোচনার কিঞ্চিৎ দিকবদল হয়েছে। করোনার চেয়েও বেশি করে এখন আলোচনার কেন্দ্রে এসে পড়ছে করোনার টিকা বা ভ্যাকসিন। নতুন বছরের গোড়া থেকেই তা শুরু হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু এবং তারপরও কোটি কোটি অসুস্থ এসবের পর বিপন্ন মানুষকে উদ্ধরের কোনও উপায় যদি হাতে এসে যায় অর্থাৎ আবিষ্কৃত হয় স্বাভাবিকভাবেই তা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠবে। আমরা এখন জেনে গিয়েছি পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশের গবেষণাগার থেকে উদ্ধারের উপায়।

আরও একটি কথা বলে রাখা ভাল। আকস্মিকভাবে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ফলে পৃথিবীর প্রায় সব দেশকেই বহু কোটি টাকা খরচ করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। আয় বন্ধ অথচ এই বিপুল পরিমাণ ব্যয়ের দরুন অধিকাংশ দেশই অর্থনৈতিকভাবে বিপন্ন হচ্ছে। কিন্তু আমাদেরমনে রাখতে হবে ভ্যাকনি এসে গেলে তার জন্যও একটা বিশাল খরচের ধাক্কা আসসবে সব দেশের উপর। আবার কোনও কোনও দেশ তার থেকে লাভবানও হতে পারে। ভ্যাকসিন শুধু তৈরি করা তো নয় তাই নিয়ে বা দিয়ে ব্যবসা ও বেচাকেনাও হবে, যেহেতু করোনা ভ্যাকসিনই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রোডাক্ট বা কমোডিটি। সেকথা থাক এখন। ভ্যাকনি বিষয়টি সম্বন্ধে আগে একটু জেনে নেওয়া যাক।

ভ্যাকনি শব্দটি আদতে ইংরেজিতে ব্যবহৃত বহু লাতিন শব্দের মধ্যে একটি। ওই ভাষার গরু অর্থাৎ ইংরেজির কাউ বিশেষ্যের বিশেষণ হিসাবে লাতিন ভাষার ভ্যাকসিন শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে কেননা লাতিনরা গরুকে বলে ভ্যাক্কা

১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড জেনার প্রথম গরুর বসন্তের গুটি (যাকে বাংলায় মসুরিও বলা হত) থেকে জীবাণুর সংগ্রহ করে মানুষের শরীরে প্রয়োগ করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাঁরাই উদ্ভাবিত এক বিচিত্র চিকিৎসাপদ্ধতির নিরীক্ষা। যাকে বলা যেতে পারে বিষে বিষক্ষয়। এই পদ্ধতিতে সামান্য বিষ অর্থাৎ রোগ-জীবাণু শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে শরীরেরই স্বাভাবিক প্রতিরোধক্ষমতা বা ইমিউন সিস্টেমকে উত্তেজিত করে দেওয়া বা উস্কে দেওয়া যায়। তার ফলে যেটা হয় মানুষের ইমিউন সিস্টেম সেই বিশেষ রোগ -জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য আগে থেকেই তৈরি থাকে এবং তাকে পর্যুদস্ত করে দেয়।

এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য এডওয়ার্ড জেনার অবশ্য নোবেল পুরস্কার পাননি কেননা তখন ও নোবেল পুরস্কার চালু হয়নি। কিন্তু ভাইরাস থেকে এই প্রতিষেধক শুরু হলেও কালক্রমে ব্যাকটিরিয়া, প্যারাসাইট,ফাঙ্গাস, সব ধরনের বিধ্বংসী রোগ -জীবাণুর ক্ষেত্রেই এমন প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে। ক্যানসার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তেমন সম্ভাবনা আছে কি না তা নিয়ে গবেণা এখনও শেস কথা বলেনি।

সাধাণভাবে এখন প্রতিষেধকেরই নাম হয়ে যায় 'ভ্যাকসিন'-আর একটি কথা। 'ভ্যাকসিন' শব্দটি এক সময় বিশেষণ বা লাতিন অ্যাডজেকটিভ হিাবে ব্যবহৃত হলেও (যেমন ক্যানাইন, ফিলাইন বোভাইন ইকুইন) এখন তা বিশেষ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং এর একটি বাংলা প্রতিশব্দও আছে যা এখন বিলুপ্তপ্রায়। শব্দটি হচ্ছে 'গোমসুর্যাধান' সন্ধি বিচ্ছেদ করলে, 'গো-মসুরি আধান।' 'আধান' শব্দের অর্থ আরোপন বা নিবেশন।

এবার করোনা প্রসঙ্গে কথা বলা যাক। আমরা জানি করোনা ভাইরাস আক্রমণের ব্যাপকতা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে কোথাও একটা অ-চিন রহ্য ক্রিয়াশসীল ছিল। কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকায় তার সংকেতও অনুভূত হয়েছিল প্রবলভাবে। কেননা, 'প্রতিষেধক' বলে হাতে কিছু ছিল না তখন। সুতরাং চিকিৎসা করা হচ্ছিল যাকে বলে 'সাপোর্টিভ থেরাপি' দিয়ে। আর তখন থেকেই 'কোভিড ১৯' ভাইরাসের উপযুক্ত প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল বেশ কিছু দেশ। বলা বাহুল্য যে তার মধ্যে ইংল্যান্ড-জার্মানি বেলজিয়াম এবং এশিয়ার দিক থেকে দক্ষিণ কোরিয়া আর জাপান ছিল প্রধান। শেষ পর্যন্ত আমেরিকার 'ফাইজার' কোম্পানি বায়াটেক ল্যাবরেটারি এবং ইংলান্ডের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষকরা অ্যাস্ট্রাজেনেকা কোম্পানির মাধ্যমে প্রথম এবং প্রায় একই সময়ে সফল প্রতিষেধক হিসাবে করোনা ভ্যাকসিন বের করে ফেলে।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, 'ফাইজার' কোম্পানির তরফে এই ভ্যাকসিন আবিষ্কারের কৃতিত্ব জার্মানিতে বসবাসকারী এক দম্পতির এবং তাঁরা তুরস্কের মানুষ, তথা চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও গবেষক। ভদ্রলোকের নাম উগার সাইন এবং মহিলার নাম ওজ্‌লেম টুরেসি। প্রবল খ্যাতিমান এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের জগতে নিবেদিতপ্রাণ এই তুর্কি দম্পতি মার্কিন পৃষ্ঠাপোষকতায় জার্মানির এক প্রত্যন্ত শহরে থেকে নিভৃতে মানব সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করে চলেছে। বিগত দ বছর যাবৎ ক্যানারের ভ্যাকনি আবিষ্কারের জন্যও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রলোকের বয়স যথাক্রমে ৫২ এবং ৫৫। গত বছরের নভেম্বর মাসেই ফাইজার এবং অক্সফোর্ড দু' জায়গার ভ্যাসসিনকেই মানুষের উপর ব্যবহারের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা ছাড়পত্র দেয়। তার আগে অবশ্যই ট্রায়াল করা হয় কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবীর উপর। সর্বপ্রথম করোনাভ্যাকসিন চিকিৎসা হিসাবে ব্যবহৃত হয় ইংল্যান্ডে ডিসেম্বর মাসের ৮ তারিখ। যাঁকে দেওয়া হয় তার নাম মার্গারেট কিনান, বয়স ৯১। আমেরিকাতেই শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তখনও প্রেসিসডেন্টের ক্ষমতায় থাকা ডোনাল্ড ভ্যাকসিন ব্যবহারে। যা-ই হোক 'ফাইজার' এবং অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকার প্যাপাশি কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আরও যেসবহ কোম্পানি নিজেদের পেটেন্ট অনুযায়ী ভ্যাকসিন বের করেছে তারা হল 'মডার্না', 'জনন অ্যান্ড জনসন' এবং 'নোভাম্যাক্স'। এগুলো সবই মার্কিন ওষুধ তথা ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারী সংস্থা হলেও আসলে এরা বহুজাতিক বা মাল্টিন্যাশনাল প্রতিষ্ঠান। পৃথিবীর অনেক দেশেই এদের অফিস এবং ফ্যাক্টরি আছে। সম্প্রতিক খবর হচ্ছে পৃথিবার দুই-তৃতীয়াশ দেশ (১৭০টি কেন্দ্র তার মধ্যে) এই মূহূর্তে উপরোক্ত কোনও না কোন একটি বহুজাতিক সংস্থার পেটেন্ট অনুযায়ী করোনা ভ্যাকসিন তৈরি করছে। গড়পড়তা দাম পড়ছে পঁয়ত্রি থেকে এমনকী তিন ডলার পর্যন্ত (মডার্না পঁয়ত্রিশ অক্সফোর্ড তিন)। কিন্তু দামের এই বিপুল পার্থক্য তৈরি হয়েছে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্যের উপর নির্ভর করে। যেমন আমেরিকায় যে ক্যাপসুলের দাম ১,৫০০ টাকা আমাদের দেশে তা ১৫০ টাকায় পাওয়া যায় (কোয়ালিটির কথা তুলছি না) পৃথিবীব্যাপী করোনা ভ্যাকসিন এখন যে সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক সামগ্রী এবং তা সসরকারি বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই তার আভা দিতেই দামের উল্লেখ করেছি।

আমাদের দেশের সেরাম ইনস্টিটিউট (পুণে) অক্সেফোর্ডের পেটেন্ট অনুযায়ী যে 'কোভ্যাকসিন' তৈরি বা উৎপাদন করছে বিপুল পরিমাণে তাহিদা আছে বিশ্বের নানা দেশে। স্বদেশে তো বটেই। কোটি কোটি দেশবাসীর ক্ষেত্রে তা কতটা কার্যকর হবে কিংবা হবে না প্রয়োজনই বা কতখানি তা সময় বলবে। তবে দামের ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই স্বদেশ বিদেশে তফাত হবে।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত ক্রমশ চিন্তা ফেলেছে পুণেতে নৈশ কার্ফু কার্যকর, চিন্তায় আছে পশ্চিমবঙ্গও

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল (হি.স) : করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত ক্রমশ চিন্তা ফেলেছে ভারতকে। হু হু করে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণের হার। বৃহস্পতিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮১,৪৬৬ জন, এ বছরের মধ্যে সর্বাধিক। বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে মৃত্যুর সংখ্যা ৪৬৯, মৃত্যুর সংখ্যাও সর্বাধিক। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যাও বাড়তে বাড়তে ৬.১৪-লক্ষের (৫ শতাংশ) গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যে সেরে ওঠাও স্বস্তি দিচ্ছে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৫০,৩৫৬ জন করোনা-রোগী। ফলে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,১৫, ২৫,০৩৯ জন করোনা-রোগী (৯৩.৬৮ শতাংশ)।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৮১,৪৬৬ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১,২৩,০৩,১৩১-তে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪৬৯ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৬৩, ৩৯৬ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ১৪ হাজার ৬৯৬ জন (৫ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ৩০,৬৪১ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৬ কোটি ৮৭ লক্ষ ৮৯ হাজার ১৩৮ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৩৬,৭১,২৪২ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। ভারতে ২৪.৫৯-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১ এপ্রিল সারা দিনে ১১,১৩,৯৬৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২৪,৫৯, ১২,৫৮৭-এ পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৮১,৪৬৬ জন।

থামার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, ভারতে বেড়েই চলেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ৩০,৬৪১ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৫০,৩৫৬ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৬৩, ৩৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৩৩ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪৬৯ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১, ১৫,২৫,০৩৯ জন (৯৩.৬৮ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, ৩০, ৬৪১ জন বেড়ে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ৬,১৪,৬৯৬ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (৫ শতাংশ)।এদিকে করোনা সংক্রমণ রুখতে পুণেতে সন্ধ্যা ৬টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত কার্ফু কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিল প্রশাসন। শনিবার থেকে এক সপ্তাহের জন্য এই কার্ফু কার্যকর থাকবে। পরের শুক্রবার ফের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বসবে প্রশাসন। পরবর্তী পদক্ষেপ তারপরে ঠিক করা হবে। এই এক সপ্তাহ শহরে বন্ধ থাকবে শপিং মল, ধর্মীয় স্থান, পানশালা, হোটেল এবং সিনেমা হলও। শুধু চালু থাকবে হোম ডেলিভারি। ওষুধ, খাবার থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলবে আগের মতোই।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে সংক্রমণের নিরিখে মহারাষ্ট্রের সবচেয়ে আক্রান্ত শহরগুলির মধ্যে মুম্বইয়ের পাশাপাশি রয়েছে পুণে। বৃহস্পতিবার পুণেতে ৮ হাজার ১১ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বুধবারের থেকে যা সংখ্যা সামান্য কম হলেও আতঙ্ক তাতে কমছে না। পুণের মেয়র মুরলীধর মোহল বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে ৮০ শতাংশ শয্যা করোনা চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত রাখতে বলেছেন। যদিও তিনি জানিয়েছেন, এখনও শহরে লকডাউন ঘোষণা করার মতো পরিস্থিত হয়নি। বদলে টিকাকরণ, পরীক্ষার মতো বিষয়গুলিতে জোর দিতে বলেছেন তিনি। তবে বলেছেন, "এই পদক্ষেপগুলিতে কাজ না হলে পরবর্তীতে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হতে পারে প্রশাসন।"

পুণের পাশাপাশি খারাপ অবস্থা মুম্বইয়েরও। বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে নতুন করে ৮ হাজার ৬৪৬ জন আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যায় যা রেকর্ড। সংক্রমণ ঠেকাতে অনেকগুলি ব্যবস্থা নিয়েছে প্রশাসন। বিভিন্ন স্থান, যেমন বাসস্ট্যান্ড, শপিং মলে শুরু হয়েছে করোনার র‍্যান্ডম টেস্ট। যারা স্বাস্থ্যবিধি ভাঙছেন, তাঁদের কড়া জরিমানাও করছে মুম্বই পুর প্রশাসন। মুম্বইয়ের মেয়র কিশোরী পেদনেকর জানিয়েছেন, সংক্রমণ বৃদ্ধির ফলে শহরের হাসপাতালে শয্যার আকাল দেখা দিতে পারে। এরমাঝে পশ্চিমবঙ্গে চলছে বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ পর্ব। তারই মাঝে দ্বিগুণ আতঙ্ক বাড়িয়ে একদিনে লাফিয়ে বাড়ল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১২৭৪ জন। বৃহস্পতিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী গত ২৪ ঘন্টায় ১২৭৪ করোনা আক্রান্ত হওয়ায় রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৫ লাখ ৭১ হাজার ৩৪৫ জন। একদিনে মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। যার জেরে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ১০,৩২৯। একদিনে সুস্থ হয়েছেন ৫৩৪। যার জেরে রাজ্যে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৭.১৬শতাংশ। এখনও পর্যন্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫৩০৩। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা পরীক্ষা হয়েছে ২৫,৭৬৬।

মঙ্গলবার রাজ্যে করোনার নিম্নমুখী গ্রাফ স্বস্তি ফিরিয়েছিল। কিন্তু বুধবার থেকেই সেই গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। বুধবারই দৈনিক সংক্রমণ প্রায় হাজার ছুঁয়েছিল। এদিন করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন ৯৮২ জন, প্রাণ হারিয়েছিলেন ২ জন। বৃহস্পতিবার সেই সংক্রমণের হার বাড়ল আরও বেশ কয়েকগুন।রাজ্যে দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হাজার পার করা নিয়ে রীতিমত উদ্বিগ্ন বিশেষজ্ঞ মহল। সংক্রমণে অবিলম্বে রাশ টানতে না পারলে আরও বড় বিপদের পড়তে পারে বাংলা, আশঙ্কা তাঁদের।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই দু'দফার ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। তবে ৬ দফা বাকি। ফলে রাজনৈতিক দলগুলি জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছে। সভাগুলিতে জমায়েত করছেন হাজার হাজার মানুষ। এছাড়া ট্রেনে-বাসে রীতিমতো বাদুরঝোলা হয়ে যাতায়াত করছে আমজনতা। অর্থাৎ দূরত্ব বিধি কার্যত শিকেয়! মাস্ক ছাড়াই পথে নামছেন অনেকে। আর এরই মাঝে লাফিয়ে বাড়ছে মারণ করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। স্বাস্থ্যদফতরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, একদিনে রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৭৩৩ জন। তার মধ্যে ৫১৩ জনই কলকাতার। অর্থাৎ সংক্রমণের নিরিখে প্রথম স্থানে তিলোত্তমা। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাড়ছে সংক্রমিতের সংখ্যা।

যা আতঙ্ক ছড়িয়েছে শহরবাসীর মনে। দ্বিতীয় স্থানে উত্তর ২৪ পরগনা। গত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত সেখানকার ৩৩১ জন। তৃতীয় স্থানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সেখানে সংক্রমিত ১৭৩ জন। চতুর্থ স্থানে হাওড়া। এই একদিনে করোনা থাবা বসিয়েছে সেখানকার ১৫৯ জনের শরীরে। কালিম্পং ও ঝাড়গ্রাম বাদে বাকি সব জেলা থেকেই নতুন আক্রান্তের হদিশ মিলেছে। ফলে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫,৮৯,৯২২। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা প্রাণ কেড়েছে রাজ্যের ৪ জনের। তাঁদের মধ্যে দু'জন কলকাতার ও বাকিরা হাওড়ার।সংক্রমণের পাশাপাশি সামান্য হলেও বেড়েছে করোনাজয়ীর সংখ্যাও। ২৪ ঘন্টায় করোনাকে পরাস্ত করে হাসিমুখে ঘরে ফিরেছেন রাজ্যের ৫৫০ জন। তাঁদের মধ্যে ১৭৩ জন কলকাতার। অর্থাৎ সুস্থতার নিরিখেও প্রথম স্থানে তিলোত্তমা। এখনও পর্যন্ত করোনা জয় করেছেন রাজ্যের মোট ৫, ৭১, ৮৯৫ জন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

করোনা-আক্রান্ত হলেন অভিনেত্রী আলিয়া ভট্ট

মুম্বই, ২ এপ্রিল (হি.স.): যাবতীয় গুঞ্জনই সত্যি হয়ে গেল, কোভিড পজিটিভ হলেন অভিনেত্রী আলিয়া ভট্ট। বৃহস্পতিবার রাতে ইনস্টাগ্রামে অভিনেত্রী নিজেই জানিয়েছেন, 'আমি করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছি, বাড়িতেই কোয়ারেন্টাইনে থাকব।' আলিয়া জানিয়েছেন, চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে যাবতীয় সেফটি প্রোটোকল অনুযায়ী চলছেন তিনি।
২৮ বছর বয়সী আলিয়া ভট্ট ইনস্টাগ্রামে জানিয়েছেন, 'আমি করোনায় সংক্রমিত হয়েছি, তৎক্ষণাৎ নিজেকে আইসোলেশনে রাখি এবং বাড়িতেই কোয়ারেন্টাইনে রয়েছি। চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে যাবতীয় সেফটি প্রোটোকল অনুযায়ী চলছি। সকলের ভালোবাসা ও সাপোর্টের জন্য ধন্যবাদ। সুস্থ থাকুন এবং নিজেদের যত্ন নিন।' কিছুদিন আগেই করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন রণবীর কাপুর। গত ১১ মার্চ টেস্ট করালে, আলিয়ার সেই রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। কাজেও যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু, আলিয়াও কোভিড পজিটিভ হলেন।

২৪ ঘন্টায় করোনায় মৃত ৯৫২ জন, আমেরিকায় নতুন করে আক্রান্ত ৭৬,৭৮৬

ওয়াশিংটন, ২ এপ্রিল (হি.স.): আমেরিকায় করোনাভাইরাসের প্রকোপে রাশ টানাই যাচ্ছে না। মার্কিন মুলুকে ফের বাড়ল করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা, ঊর্ধ্বমুখী আক্রান্তের সংখ্যাও। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৬,৭৮৬ জন। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৯৫২ জনের। ফলে বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় ৩১,২৪৪,৬৩৯-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৯৫২ জন বেড়ে আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৬৬ হাজার ৬১১ জনের।
জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৬ হাজার ৭৮৬ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৯৫২ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩১,২৪৪,৬৩৯-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৩, ৭৫৪,৩৯১ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬৯ লক্ষ ২৩ হাজার ৬৩৭ জন।

করোনা-সংক্রমণে ফের রেকর্ড, ৩,৬৭৩ বেড়ে ব্রাজিলে ৩.২৫ লক্ষাধিক মৃত্যু

রিও ডি জেনেইরো, ২ এপ্রিল (হি.স.): দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের চিন্তা বাড়াল ব্রাজিলে, নতুন করোনা-আক্রান্তের পাশাপাশি মৃত্যুর সংখ্যাও হু হু করে বাড়ছে ব্রাজিলে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা কেড়ে নিয়েছে ৩ হাজার ৬৭৩ জনের প্রাণ, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৯,৪৫৯ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ৩ লক্ষ ২৫ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার) ব্রাজিলে নতুন করে ৩ হাজার ৬৭৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৫৫৯-তে পৌঁছেছে। করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যাও ঊর্ধ্বমুখী ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৮৯,৪৫৯ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে ব্রাজিলে ১২,৮৪২,৭১৭ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১১,২৩৯,০৯৯ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১২,৭৮,০৫৯ জন।

ভাঙড়ে ফের উদ্ধার প্রচুর বোমা, আইএসএফ-কে অভিযুক্ত করল তৃণমূল

ভাঙড়, ২ এপ্রিল (হি.স.): ভোটের আবহে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে আবারও বিপুল পরিমাণে বোমা উদ্ধার করল পুলিশ। ভাঙড় থানার অন্তর্গত পদ্মপুকুর এলাকার ঘটনা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার ভোরে ভাঙড় থানার বিশাল পুলিশবাহিনী পদ্মপুকুরের একটি মাঠে হানা দেয়, ফাঁকা মাঠের মাঝখানে বোমা মজুত করে রাখা ছিল। উদ্ধার করা হয়েছে ৪১টি তাজা বোমা।
পুলিশ সূত্রের খবর, বিশেষ সূত্রে খবর পাওয়া যায় ভাঙড় থানার অন্তর্গত পদ্মপুকুর এলাকায় বোমা তৈরির কাজ চলছে। সমস্ত বোমা বেঁধে পদ্মপুকুরের ওই মাঠে মজুত করা হচ্ছিল। শুক্রবার ভোরে মাঠে হানা দিয়ে ৪১টি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই বোমা উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভোটের আগে রাজনৈতিক পারদ ফের চড়ছে ভাঙড়ে। বোমা উদ্ধারের ঘটনায় আইএসএফ কর্মীরা জড়িত বলে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। এলাকার তৃণমূল নেতা বাহারুল ইসলামের দাবি, ভোটের আগে এলাকায় অশান্তির পরিবেশ তৈরি করার জন্য বোমা তৈরি করে তা মজুত করা হচ্ছিল। এই কাজ আইএসএফ কর্মীরাই করছিল বলে দাবি এই তৃণমূল নেতার। কিন্তু, তাদের অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা তৃণমূলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছেন আইএসএফ নেতা মিন্টু শিকারি।

পূর্ব তাইওয়ানে লাইনচ্যুত ট্রেন, মৃত্যু কমপক্ষে ৩৬ জনের

তাইপেই, ২ এপ্রিল (হি.স.): পূর্ব তাইওয়ানে সুড়ঙ্গের ভিতরে লাইনচ্যুত হয়ে গেল একটি ট্রেন। শুক্রবারের এই ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৩৬ জনের, এছাড়াও ৭২ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার একটি ট্রাককে ধাক্কা মারার পর সুড়ঙ্গের ভিতরেই লাইনচ্যুত হয়ে যায় ট্রেনটি। তাইতুং অভিমুখে যাচ্ছিল ট্রেনটি, হুয়ালিয়েনের উত্তরে ট্রাকে ধাক্কা মারার পর সুড়ঙ্গের ভিতরে ট্রেনটি বেলাইন হয়ে যায়। ট্রেনের বেশ কয়েকটি বগি সুড়ঙ্গের দেওয়ালে ধাক্কা খায়।
তাইওয়ানের পর্যটন মন্ত্রক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ট্রেন দুর্ঘটনায় মোট ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৭২ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৬০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনটি প্রায় ৩৫০ জন যাত্রী ছিলেন। ট্রেনের প্রথম চারটি বগি থেকে ৮০-১০০ জনকে উদ্ধার করা হয়। পঞ্চম থেকে অষ্টম বগি খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রচারের সময় হামলা, আহত ডায়মন্ড হারবারের বিজেপি প্রার্থী দীপক হালদার

ডায়মন্ড হারবার, ২ এপ্রিল (হি.স.): নির্বাচনী প্রচারের সময় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হামলায় আহত হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারের বিজেপি প্রার্থী দীপক হালদার। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ডায়মন্ড হারবারের হরিদেবপুর এলাকায়। ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় বিজেপি প্রার্থী দীপক হালদারকে উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিজেপি প্রার্থীকে হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, শুক্রবার সকালে যখন বিজেপি প্রার্থী হরিদেবপুর এলাকায় ভোটের প্রচার সারছিলেন, সেই সময় বিজেপি প্রার্থীর উপর আচমকাই হামলা হয়। এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল জড়িত বলেই দাবি বিজেপির। যদিও এ বিষয়ে তৃণমূলের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি।

সমাজের দর্পণ হচ্ছে গণমাধ্যম
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা, এপ্রিল ০২।। বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, গণমাধ্যম সঠিকভাবে কাজ না করলে বহুমাত্রিক সমাজ ও গণতান্ত্রিক সমাজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তিনি বলেন,আমরা একটি গণতান্ত্রিক-বহুমাত্রিক সমাজে বসবাস করি, এই সমাজের দর্পণ হচ্ছে গণমাধ্যম, গণমাধ্যম রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। সুতরাং গণমাধ্যম যখন সঠিকভাবে কাজ না করে তখন বহুমাত্রিক সমাজ ও গণতান্ত্রিক সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
মন্ত্রী শুক্রবার দুপুরে কাপ্তাই উপজেলা অডিটোরিয়ামে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া, রাউজান ও রাঙামাটি জেলার কাপ্তাই, রাজস্থলী ও কাউখালী উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য 'সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ' কর্মশালার সমাপনী দিনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।
পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদের সভাপতিত্বে ও রাঙ্গুনিয়া প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জিগারুল ইসলাম জিগারের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, রাঙামাটি জেলা প্রশাসক মো. মিজানুর রহমান, পুলিশ সুপার মীর মোদাচ্ছের হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. মামুন, কাপ্তাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুনতাসির জাহান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রওশন আরা রব, রাঙ্গুনিয়া পৌরসভার মেয়র মো. শাহজাহান সিকদার, কাপ্তাই উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহীম খলিল, চন্দ্রঘোনা খ্রিষ্টিয়ান ও কুষ্ঠ হাসপাতালের পরিচালক ডা. প্রবীর খিয়াং প্রমুখ।
ড় হাছান মাহমুদ বলেন, সাংবাদিকতা শুধু পেশা নয়, এটি অনেকের কাছে একটি ব্রত। বহু সাংবাদিক আছেন যারা সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করলে সচিব হয়ে অবসরে যেতে পারতেন। অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরি ছেড়ে সাংবাদিকতা পেশায় এসেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ভাল ছেলেরা সাংবাদিকতায় পড়াশোনা করে সাংবাদিকতাকে ভালবেসে এই পেশায় আসেন। সাংবাদিকতার নামে দুয়েকজন অপসাংবাদিকের ব্যক্তিগত দুর্নাম যাতে সামগ্রিক সাংবাদিক সমাজকে কলংকিত করতে না পেরে সেদিকে নজর রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।
তথ্যমন্ত্রী বলেন,আমরা দেশকে উন্নত করতে চাই, শুধু বস্তুগত উন্নয়ন নয়। বস্তুগত উন্নয়ন দিয়ে গত ১০০ বছরে ইউরোপের দেশগুলো অনেক উন্নত হয়েছে। কিন্তু সেখানে মানবিকতা হারিয়ে গেছে। অনেক ক্ষত্রে সেখানে মূল্যবোধ নেই। সেখানে পারিবারিক মূল্যবোধ, বন্ধন হারিয়ে গেছে। ইউরোপের সমাজে শতকরা ৩০-৫০ শতাংশ বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। আমরা সেই সমাজ চাই না। আমরা চাই এমন একটি সমাজ যেখানে বস্তুগত উন্নয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র উন্নত হবে, একটি উন্নত সমাজও হবে। যেখানে মানবিকতা, মূল্যবোধ, দেশাত্মবোধ ও মমত্ববোধ থাকবে।
সাংবাদিকদের যোগ্যতা নির্ধারণের ব্যাপারে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, আমি যখন বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের নানা প্রোগ্রামে যাই তখন অনেকে বলেন সাংবাদিকতায় প্রবেশের জন্য একটি শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করে দেওয়া প্রয়োজন। তবে, আমি ব্যক্তিগত ভাবে এর বিপক্ষে। কারণ পৃথিবীতে বহু মানুষ আছে, যাদের কোন ডিগ্রি ছিল না, কিন্তু তারা অনেক জ্ঞানী। কবিগুরু কাজী নজরুল ইসলাম মেট্রিক পাস করেন নাই। বিলগেটস বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনবার ফেল করে আউট হয়ে গেছেন। কিন্তু তাদের জ্ঞান পৃথিবীকে আলোকিত করেছে। তাদের জ্ঞান নিয়ে গবেষণা হয়, পিএইচডি ডিগ্রি হয়। ড় হাছান বলেন, এছাড়াও সারাদেশের সাংবাদিক নেতারা বলেন, সাংবাদিকতা করার ক্ষেত্রে একটি স্ট্রেটেজি নির্ধারণ করা প্রয়োজন, যাতে যে কেউ সাংবাদিকতায় ঢুকে যেতে না পারে। একটা অনলাইন খুলেই অনেকেই নিজেকে সাংবাদিক দাবি করেন। তাদের উদ্দেশ্য কিন্তু সাংবাদিকতা নয়, তাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন। এই ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।সাংবাদিকদের রাষ্ট্রের ও সমাজের দর্পন হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি আমরা যাতে উন্নত সমাজ গঠন করতে পারি, সেটির ব্যাপারেও লিখতে হবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন,একইসাথে যে কথা বলতে পারে না, যার ভাষা হারিয়ে গেছে তার জন্যও লিখতে হবে।
আলোচনাসভা শেষে চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটির উপজেলার ৩৪ জন সাংবাদিককে প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট প্রদান করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী।

করোনার টিকা নিলেন মালাইকা অরোরা

মুম্বাই, ২ এপ্রিল (হি. স.) : করোনার টিকা নিলেন মালাইকা অরোরা। টিকা নিয়ে পোস্ট করলেন ছবিও। টিকা নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি যে 'এলিজিবল' সে কথা জানাতেও ভুললেন না তিনি।
মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতাল থেকে টিকা নেওয়ার ছবি পোস্ট করে মালাইকা লেখেন, "কোভিডের টিকার প্রথম ডোজ নিলাম। এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হওয়া যাক। আপনার টিকার ডোজ নিতেও ভুলবেন না।" পাশাপাশি কোভিড যুদ্ধে ফ্রন্টলাইন যোদ্ধাদের জন্য ভূয়সী প্রশংসা তাঁর। নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও যেভাবে হাসিমুখে তাঁরা কাজ করে চলেছেন তা দেখে আপ্লুত মালাইকা।

২০২৪-এ বারাণসীতে "মোদী বনাম দিদি" টিএমসি-র টুইট চ্যালেঞ্জে মজে নেটিজেনরা

কলকাতা, ২ এপ্রিল (হি. স.) : বিজেপি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছে যে নন্দীগ্রামে হারবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আর সেটা বুঝতে পেরেই লড়ার জন্য দ্বিতীয় আসন খুঁজছেন তিনি। তৃণমূল আবার সপাটে সেই দাবি উড়িয়ে দিয়ে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছে মোদীকে। তৃণমূলের সাফ দাবি, নন্দীগ্রামে জিতছেন "দিদি-ই"। আর তাই অন্য কোনও আসন থেকে লড়ার কোনও প্রশ্ন-ই উঠছে না। একইসঙ্গে মোদীকে উদ্দেশ করে ২০২৪ লোকসভা ভোটে "বারাণসী"-তে চ্যালেঞ্জও ছুঁড়েছে তৃণমূল।
দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ শেষে বৃহস্পতিবার রাতে তৃণমূলের তরফে একটি টুইট করা হয়েছে। যে টুইটে একদিকে যেমন নন্দীগ্রামে "দিদি"র জয় নিশ্চিত বলে দাবি করা হয়েছে। অন্যদিকে তেমনই মোদীকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলা হয়েছে, 'পশ্চিমবঙ্গে মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর্ব শেষ হওয়ার আগেই, বাংলার মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা থেকে এবার ক্ষান্ত দিন। নইলে আপনার মিথ্যে দেখে ফেলবে বাংলার মানুষ। আপনি বরং ২০২৪-এর জন্য একটা নিরাপদ আসন বেছে রাখুন। কারণ বারাণসীতে আপনাকে চ্যালেঞ্জ করা হবে।'
তৃণমূলের তরফে এই টুইট করতেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। ২০২৪ লোকসভা ভোটে বারাণসীতে "মোদী বনাম দিদি" কল্পনা করে টুইট ও ফেসবুকের যুদ্ধে মজেছেন নেটিজেনরা। ফেসবুকে অয়নদীপ নন্দী লিখেছেন, "মমতাকে আর কেউ চায় না"। কৃষ্ণ নাথ লিখেছেন, "জয় শ্রী রাম।" চিরঞ্জিত কর লিখেছেন, "আগে তো নন্দীগ্রামে জেত!" সুদীপ্ত দাস লিখেছেন, "মাথার চিকিৎসার আশু প্রয়োজন।" অমিতাভ ব্যানার্জী লিখেছেন, "পিসি-কে কেউ একটা রাঁচীর টিকিট কেটে দে।" দীপিকা ঘোষ দে লিখেছেন, "বাপরে বাপ! পিসির হুমকি তে আমি ভয়ে ফেসবুক খুলতে পারিনা।"সুবীর বিশ্বাস লিখেছেন, "টিএমসি নাকি মোদীকে বাংলায় দাঁড়াতে বলছেন। মোদী দাঁড়াতেই পারেন। জিতবেনই। কারন ১৮ জন সাংসদ জিতলে উনিও জিতবেন। মমতার বাংলার বাইরে ভোটে দাঁড়াতে হবে না। শুধু নিজের ক্ষমতায় একটা সভা করুক আর ১০ হাজার লোক জোগাড় করুক। দেখি মমতার কত মুরোদ।" শুভ্রা সাহা লিখেছেন, "হে ভগবান একে শিগগির কেউ পাগলাগারদে ভরুন! যা অবস্থা যাকে তাকে কামড়ে দিতে পারে!" নুরুজ্জামান শুভ লিখেছেন, "রিস্ক না নিয়ে দিদির আরেকটি আসনে দাঁড়ানো উচিত।" সৌরভ মিত্র লিখেছেন, "বারানসী (কাশী) তে তৃনমূল ভোটে দাড়ানোর আগে একবার কাশী বিশ্বনাথ করিডর মডেল দেখে আসুন।"সুধাংশু পাল লিখেছেন, "২ মে আসতে আসতে মমতাজ বানো পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পালিয়ে যাবেন যে। ১৩০ নিরীহ মানুষের খুন, গরীবের রক্ত বিক্রি করা টাকা চুরি, ডাকাতি, দাঙ্গা লোকের ঘর পোড়ানো। পাপের ঘরা ভরে গেছে। টিএমসি গুন্ডাদের সবগুলোকে ঝোলানো হবে।" পিকেন ভৌমিক লিখেছেন, "মোদীর দম থাকলে মমতা দিদির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে যে কোনও রাজ্যে দাড়িয়ে জিতে দেখান। দুরের মাঠ দেখতে সবুজ লাগে কাছে আসলে দেখা যায় ফাঁকা মাঠ পড়ে আছে। ঠিক তাই বাংলায় বিজেপির হাল। আলামিন শেখ লিখেছেন, "খেলা হবে দিদি চালিয়ে যাও পাশে আছি। টিএমসি জিন্দাবাদ।" দুলাল যোগী লিখেছেন, "দিদি যুগ যুগ জিও।" তাপস সিংহ লিখেছেন, "দিদি জিন্দাবাদ।" সৌরভ খামরু লিখেছেন, "মোদীর দম থাকলে বাংলা থেকে নির্বাচন লড়ুন।"

ডায়মন্ড হারবারে কোন হালদার হাল ধরবেন, উত্তর দেবে সময়

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২ এপ্রিল (হি.স.): দুই হালদারের বিরোধে দীর্ঘদিন ধরে অশান্তির বাতাবরন তৈরি হয়েছিল ডায়মন্ড হারবারে। যার সমাধান করতে রীতিমত ল্যাজেগোবরে হতে হয়েছিল খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দুই হালদারের একজন, দীপক ভোটের মুখে দলত্যাগ করে যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে। প্রার্থীও হয়েছেন। তাঁর প্রধান লক্ষ্য অপর হালদার, পান্নালালকে হারানো। আর, এই দুরূহ লড়াইয়ে পান্নালালের প্রধান অস্ত্র খোদ অভিষেক। ডায়মন্ড হারবারের 'ঘরের ছেলে' দীপকের রাজনীতির হাতেখড়ি ফিকরচাঁদ কলেজের ছাত্র হিসাবে, ৩৮ বছর আগে। '৮৫-তে বানিজ্যে স্নাতক হন। ব্লক যুব কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক থেকে ধাপে ধাপে জেলা সভাপতি, '৯৩ ও '৯৮-এ গ্রাম পঞ্চায়েতে বিরোধী (কংগ্রেস) দলনেতা, ২০০৮ থেকে '১১ পর্যন্ত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি। এর পর বিধায়ক হলেও বিতর্ক জড়িয়ে থাকে ছায়ার মত। এলাকার রাজনীতিকে হাতের তালুর মত জানেন শুভাশিস ঘটক। তাঁর কথায়, "পরিবর্তনে'র বছরে বিধায়ক হওয়ার পরে সিপিএমের হাত থেকে ডায়মন্ড হারবার বন্দরে শ্রমিক সংগঠনের দখল নেন দীপক। বিধায়কের রাজনৈতিক জীবনে কালো ছায়া নেমে আসার পিছনে ওই শ্রমিক সংগঠনই বড় ভূমিকা নেয় বলে মনে করেন জেলা তৃণমূলের একাংশ। দলের অন্দরের খবর, ডায়মন্ড হারবার বন্দর-এলাকা দখল নেওয়ার পর থেকেই বিধায়কের বিরোধী গোষ্ঠী দলে ভারী হতে শুরু করে। তখন ডায়মন্ড হারবারের পুরপ্রধান পান্নালাল হালদারের গোষ্ঠীর সঙ্গে নানা বিষয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়তে থাকেন দীপক। কিন্তু দক্ষ সংগঠক দীপকের সঙ্গে লড়াইয়ে হালে পানি পাচ্ছিল না পান্নালাল গোষ্ঠী। ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই দলীয় গোষ্ঠী রাজনীতিতে সমীকরণ বদল শুরু হয়। ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পরে পান্নালাল গোষ্ঠী দীপকের বিরুদ্ধে একের পরে এক অভিযোগ জানাতে শুরু করে। বন্দরের শ্রমিক সংগঠনের 'একচ্ছত্র' দখলদারির বিষয়টিও সাংসদকে জানানো হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল সূত্রের বক্তব্য, ডায়মন্ড হারবার বন্দরে জাহাজ থেকে মাল খালাসের জন্য দিনে শ'পাঁচেক শ্রমিক সরবরাহ করা হয়। মজুরির একটি অংশ শ্রমিক সংগঠনের তহবিলে জমা পড়ে। সব মিলিয়ে সে বাবদ শ্রমিক সংগঠনের আয় বছরে কোটির অঙ্ক ছাড়িয়ে যায়। লোকসভা নির্বাচনের পরে দীপককে কোণঠাসা করে ওই বন্দরের দেখভালের দায়িত্ব সাংসদ-ঘনিষ্ঠ সোনারপুর এলাকার বাসিন্দা তৃণমূল নেতাকে দেওয়া হয়। দীপক-ঘনিষ্ঠদের অভিযোগ, বন্দরের দখল কেড়ে নেওয়ার পরেই বিধায়ককে বিপাকে ফেলার চিত্রনাট্য তৈরি করা হয়। সরিষায় দলীয় কার্যালয়ে এক বৈঠকে ডায়মন্ড হারবার ১ ও ২ পঞ্চায়েত সমিতির কয়েক জন এবং ১৬টি পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্যেরা দীপকের বিরুদ্ধে নানা বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জমা দেন। ওই সব অভিযোগ তৃণমূল ভবনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জেলা তৃণমূলের এক নেতা ঘনিষ্ঠ মহলে মানছেন, "দীপকের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর কানেও দেওয়া হয়েছিল। তার পরেই ছক তৈরি ছিল।" কলেজে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়া মাত্রই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দীপক গ্রেফতার হন।'
২০১৫-র জুলাই মাস নাগাদ তৈরি হয়ে গিয়েছিল চিত্রনাট্য। দলে তাঁর ঘনিষ্ঠদের দাবি, প্রায় সেই ছকমাফিকই ডায়মন্ড হারবারের ফকিরচাঁদ কলেজে গোলমালের ঘটনায় গ্রেফতারের পরে দল থেকে সাসপেন্ড হন স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক দীপক হালদার। তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "দল-বিরোধী কাজের অভিযোগে বিধায়ককে দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাসপেনশন বহাল থাকবে।" শাসক দলে দীপকবাবু ছিলেন সেই মুহূর্তে চতুর্থ বিধায়ক, যাঁর উপরে সাসপেনশনের খাঁড়া নামে।'
এই ভাবেই টিঁকেছিলেন দীপকবাবু। তাই হালে বিজেপি-র পালে হাওয়া আসতেই দেরি করেননি দলবদলে। 'হিন্দুস্থান সমাচার'-এর কাছে দাবি করলেন, এবারেও জিতে হ্যাটট্রিক করবেন। কিন্তু ২০১১-র ভোটে তৃণমূলের প্রার্থী হিসাবে দীপকবাবু পান ৫৩.৩৭ শতাংশ ভোট। সিপিএম ও বিজেপি পেয়েছিল যথাক্রমে ৪০.৭২ এবং ৩.০১ শতাংশ ভোট। ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে দীপকবাবু পান ৯৬,৮৩৩ ভোট। সিপিএম ও বিজেপি পেয়েছিল যথাক্রমে ৮১,৭৯৬ ও ১৪,৬১৪ ভোট। সিপিএম হারানো জমি অনেকটাই ফিরে পেয়েছে। তাহলে কিসের ভিত্তিতে জয়ের আশা করছেন? দীপকবাবুর জবাব, "পরিবর্তনর হাওয়া। ডায়মন্ড হারবারের মানুষের ওপর গভীর আস্থা আছে আমার। আমি বিশ্বাস করি ওঁরা আমাকে জেতাবেন।' দীপকবাবুর বিশ্বাস সঠিক হয়, না চিড় খায় সেই বিশ্বাসের ভিত, সময়ই তার উত্তর দেবে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মন্ড হারবারের ভোট ৬ এপ্রিল।

পুলওয়ামা-এনকাউন্টারে নিকেশ ৩ জঙ্গি, যুবতী-সহ জখম দু"জন

শ্রীনগর, ২ এপ্রিল (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের বিরাট সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার কাকাপোরা এলাকায় সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিকেশ হয়েছে ৩ জন সন্ত্রাসবাদী, নিহত সন্ত্রাসবাদীরা লস্কর-ই-তৈইবা এবং আল-বদর জঙ্গি সংগঠনের সদস্য ছিল। নওগামে বিজেপি নেতার বাড়িতে হামলার ঘটনায় জড়িত ছিল এই ৩ জন জঙ্গি। এদিকে, কাকাপোরা এলাকায় এনকাউন্টারস্থলের কাছে সংঘর্ষে জখম হয়েছেন ২৫ বছর বয়সী একজন যুবতী-সহ দু"জন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে কাকাপোরা এলাকার ঘাট মহল্লাতে পুলিশ এবং সুরক্ষা বাহিনীর মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। ৩ জন সন্ত্রাসবাদীকে ঘিরে ফেলেন সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানরা। দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে গুলির লড়াই। পরে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে ৩ জন সন্ত্রাসবাদী। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ বিজয় কুমার জানিয়েছেন, 'বৃহস্পতিবার শ্রীনগরের উপকণ্ঠে নওগামে বিজেপি নেতার বাড়িতে হামলার ঘটনায় জড়িত জঙ্গিরা পুলওয়ামা এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে। নিহত পুলিশ কর্মীর ছিনতাই হয়ে যাওয়া রাইফেলও উদ্ধার করা হয়েছে।' আইজিপি জানিয়েছেন, 'নিহত সন্ত্রাসবাদীরা লস্কর-ই-তৈইবা এবং আল-বদর জঙ্গি সংগঠনের সদস্য ছিল। ২৪ ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে বিজেপি নেতার বাড়িতে জঙ্গি হামলা মামলার সমাধান করেছে সেনাবাহিনী, শ্রীনগর পুলিশ, সিআরপিএফ এবং পুলওয়ামা পুলিশ।
এদিকে, কাকাপোরা এলাকার ঘাট মহল্লাতে এনকাউন্টার চলাকালীন সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন স্থানীয়রা। এই সংঘর্ষে জখম হয়েছেন বছর ২৫-এর এক যুবতী এবং ৪২ বছর বয়সী একজন ব্যক্তি। ব্লক মেডিক্যাল অফিসার, পাম্পোরে ডাঃ গুলজার আহমেদ জানিয়েছেন, দু"জনকে জখম অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল, পরে তাঁদের শ্রীনগরের হাসপাতালে রেফার করা হয়। জখমদের নাম-ইশরাত জান (২৫) এবং গুলাম নবী দার (৪২)। ডানদিকে কোমরের নীচে গুলি লেগেছে ওই যুবতীর।

ভোটের ভাল হারে সন্তোষ প্রকাশ ধনকরের

কলকাতা, ২ এপ্রিল (হি. স.) : এ রাজ্যে ভোটের ভাল হারে সন্তোষ প্রকাশ করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। শুক্রবার তিনি টুইটে লেখেন, "পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটে ৩০টি বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৪ শতাংশের ওপর ভোট পড়েছে। নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৮ শতাংশের ওপর ভোট পড়েছে। এটা প্রশংসার যোগ্য। নির্বাচনের আগামী পর্যায়গুলোয় এই ধারাবালিকতা ধরে রাখা দরকার। সবাইকে ইতিবাচক মন নিয়ে ভোট দেওয়ার আবেদন করছি। কারণ, এতে গণতন্ত্র উজ্জীবিত হয়। এখানে হিংসার কোনও স্থান নেই।" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

কিসনগঞ্জে বেপরোয়া ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত দুই বাইক আরোহী

কিসনগঞ্জ, ২ এপ্রিল (হি. স.) : জাতীয় সড়কে বেপরোয়া ডাম্পারের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন দুই বাইক আরোহী। ঘটনাটি ঘটেছে কিসনগঞ্জের নেপাল সীমান্তের পোয়াখালীর ডাকবাংলো চকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম শচীন কুমার সিনহা ও শংকর কুমার সিনহা। দুজনেরই বাড়ি বাহাদুরগঞ্জ থানার বিরনিয়া গ্রামে।
পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাতে উত্তরবঙ্গের খড়িবাড়ি এলাকা থেকে ডাম্পারটি ৩২৭ই নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে বিহারের বাহাদুরগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। ডাকবাংলো চকে দ্রুত গতিতে আসা ডাম্পারটি একটি বাইকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই দুই বাইক আরোহীর। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে। এদিকে, ঘটনার পরই ডাম্পার সমেত চালক পালিয়ে যায় বলে জানিয়েছে পুলিশ। ডাম্পারটির খোঁজ শুরু হয়েছে। ঘটনার পর থেকে এলাকায় টহলদারি শুরু করে পুলিশ বাহিনী। শুক্রবার সকালে মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য কিসনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

উত্তরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা, তাপমাত্রা বাড়ছে দক্ষিণে

কলকাতা, ২ এপ্রিল (হি. স.) : বজ্রবিদ্যুৎ সহ দু-এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই। দার্জিলিং সহ উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৪০-৫০ কিমি বেগে বইবে ঝোড়ো হাওয়া। এদিকে গরম আর অস্বস্তি অব্যাহত থাকবে দক্ষিণবঙ্গেও। এমনটাই জানাচ্ছে আবহাওয়া দফতর। তাপমাত্রা বাড়ছে পশ্চিমের জেলাগুলিতে। ইতিমধ্যেই ৪০ ডিগ্রি ছুঁয়েছে বেশকিছু জেলার পারদ। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, শুক্রবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ৫ ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৯২ শতাংশ। আগামী ৪ ও ৫ কলকাতা এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে জানাচ্ছে আবহাওয়া দফতর।হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

কলকাতার ভোটের আগে শহরে জনসভা ও রোড-শো করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

কলকাতা, ২ এপ্রিল (হি.স) : এবার নজরে তিলোত্তমা কলকাতা। কলকাতায় ভোটের ঠিক মুখে ২৩ অথবা ২৪ এপ্রিল শহরে আসবেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতায় জনসভা ও পদযাত্রা করবেন তিনি।
বিজেপির লক্ষ্য বাংলার বিধানসভা নির্বাচন। জয় নিশ্চিত করতে শেষ তিনমাসে একাধিকবার বঙ্গসফরে এসেছেন নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ সহ শীর্ষ নেতারা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সভা, রোড-শো করছেন তাঁরা। আজ শুক্রবারও রাজ্যে একাধিক সভা করছেন অমিত শাহ। দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে ১ এপ্রিলও বাংলায় এসেছিলেন মোদি। দুটো সভা করেছিলেন। এবার বিজেপির নজরে খাস কলকাতা। তিলোত্তমার ভোট ২৬ ও ২৯ এপ্রিল। তার ঠিক আগেই অর্থাৎ ২৩ অথবা ২৪-এ এপ্রিল কলকাতায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী। উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতায় একাধিক জনসভা ও রোড-শো করবেন তিনি।
জানা গিয়েছে, দু'দিনের পরিবর্তে একদিনেই সমস্ত কর্মসূচি একদিনে সারতে পারেন মোদি। পূর্বসূচি অনুযায়ী, ৬ এপ্রিল যাবেন কোচবিহার এবং সোনারপুরে। ১০ এপ্রিল যাবেন শিলিগুড়িতে। ১২ এপ্রিল কল্যাণী এবং বর্ধমানে ফের জোড়া জনসভা প্রধানমন্ত্রীর। এরপর ১৪ এপ্রিল বারাসত এবং কৃষ্ণনগরে সভা করার কথা মোদির। তারপর ১৭ এপ্রিল গঙ্গারামপুর এবং ২০ এপ্রিল মুর্শিদাবাদে সভা করবেন তিনি। ২২ এপ্রিল আসানসোল এবং মালদায় সভা তাঁর।
এবার বাংলাকে যে বিজেপি পাখির চোখ করেছে এবং বাংলায় ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী ঘনঘন বঙ্গ সফর করবেন সেকথা বহু আগে থেকেই ঠিক হয়ে রয়েছে। আসলে বাংলা দখলের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উন্নয়ন এবং তাঁর ভাবমূর্তির উপরই বাজি ধরছে বিজেপি। লোকসভারও আগে নজিরবিহীনভাবে রাজ্যে ১৭টি জনসভা করেন মোদি। ভোটবাক্সে তার ফলও পেয়েছিল বিজেপি। বিধানসভাতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চাইছে গেরুয়া শিবির। তাছাড়া রাজ্যের ভোটের সামান্য আগে ব্রিগেডে জনসভা করে নিজেদের শক্তিপ্রদর্শনও করে নিতে চায় গেরুয়া শিবির।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কমানো হল বয়স সীমা, জেনে নিন কত বছর থেকে বৈধ অ্যালকোহল পান

আইনিভাবে অ্যালকোহল পানের বয়স সীমা কমিয়ে দিল দিল্লি। আগে দেশের রাজধানীতে ২৫ বছরের নিচে কেউ অ্যালকোহল খেতে বা কিনতে পারত না। এবার সেই বয়স সীমা কমিয়ে ২১ বছর করে দিল প্রশাসন। দিল্লি মন্ত্রিসভায় নতুন একসাইজ পলিসি আসার পরই কমানো হল বয়স সীমা।

দিল্লির উপ মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া একটি সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা ঘোষণা করেছেন। সেখানে তিনি পরিবর্তিত নতুন একসাইজ পলিসির কথাও আলোচনা করেছেন। বয়স সীমা কমানো ছাড়াও দিল্লি সরকার একাধিক নতুন ঘোষণা করেছে। জানানো হয়েছে যে দিল্লি সরকার আর শহরের মধে কোনও অ্যালকোহলের দোকান চালাবে না। এর পাশাপাশি দেশের রাজধানীতে নতুন কোনও মদের দোকান খোলা যাবে না বলেও নতুন একসাইজ পলিসিতে জানানো হয়েছে। মণীশ সিসোদিয়া বলেছেন, যে অ্যালকোহলের দোকানগুলি চলছে সেগুলো সরকারের দায়িত্ব নেই। এছাড়া দিল্লিতে যে সব অ্যালকোহলের দোকানের লাইসেন্স নেই সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনে সিসোদিয়া এও বলেন, মন্ত্রিসভা এই নতুন একসাইড পলিসিতে অনুমোদন দিয়েছে। একাধিক মন্ত্রীও এক্ষেত্রে সমর্থন করেছেন। সিদ্ধান্ত হয়েছে দেশের রাজধানীতে কোনও মদের দোকান খোলা হবে না। আর সরকারিও কোনও মদের দোকান পরিচালনার ভার নেবে না। বর্তমানে ৬০ শতাংশ মদের দোকান রয়েছে দিল্লিতে। সেগুলি সরকারই পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে রাশ টানতেই নতুন এই পলিসি আনা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। নতুন একাধিক নিয়ম চালু করার পাশাপাশি আরও একটি নিয়ম চালু করেছে দিল্লি প্রশাসন।

উপ মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন অ্যালকোহলের প্রতিটি দোকান ৫০০ স্কোয়ার ফিটের হতে হবে। রাস্তার দিকে মুখ করে জানলা থাকতে হবে। নিয়মের বাইরে হলে সেই সব রেস্তর্াঁ ও হসপিটালিটি সেক্টরের লাইসেন্স বাতিল নিয়েও প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়েছে। তিনি এও জানিয়েছেন নতুন একসাইজ পলিসির এই কঠোর নিয়মের ফলে আয় ২০ শতাংশ বাড়বে। এছাড়া যাতে লিকার মাফিয়ারার এই ব্যবসা থেকে বেরিয়ে যায় তার জন্যও এই নতুন নিয়ম আনা হয়েছে বলে জানান তিনি।

শীঘ্রই বাজারে আসার সম্ভাবনা ওয়ানপ্লাস ৯ আর এর

ভারত এবং বিশ্ববাজারে আগামী ২৩ মার্চ ওয়ানপ্লাসের ৯ সিরিজগুলি লঞ্চ করতে চলেছে। এছাড়াও ওয়ানপ্লাস ৯আর ও ওয়ানপ্লাস ৯ই মডেল লঞ্চ তে পারে বলেও শোনা যাচ্ছে। এই মডেলগুলি খুব সাশ্রয়ী হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি ওয়ানপ্লাসের সিইও পেটে লাউ ওয়ানপ্লাস ৯আর-এর অস্তিত্বের কথা মেনে নিয়েছেন এবং খুব শীঘ্রয় তা বাজারে লঞ্চ করতে পারে বলে তিনি জানিয়েছেন।

সম্প্রতি এক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে ওয়ানপ্লাসের সিইও পেটে লাউ সাক্ষাৎকার দেবার সময় ওয়ানপ্লাস ৯আর ---এর কথা উল্লেখ করেছেন। পেটে লাউ কথা অনুযায়ী এই ওয়ানপ্লাস ৯আর ফোনটি কম দামে ফ্ল্যাগশিপ গ্রেড ফিচার বৈশিষ্ট সরবরাহ করতে সক্ষম হবে।

যদিও তিনি এই ফোনের ফিচার সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানাননি। তবে তিনি ৫ জির ডিভাইস থাকতে পারে বলে একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন। কারণ সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন ৫জি পরিষেবা ইন্টারনেটের গতিকে বাড়িয়ে থাকে। আর ওয়ানপ্লাসের সিইও এই কথার সুত্র ধরে মনে করা হচ্ছে ৯ সিরিজের ওয়ানপ্লাস ৯আর সিরিজটিতে থাকতে পারে ৫জি পরিষেবা।

পেটে লাউ এর কথা অনুযায়ী আসন্ন ওয়ানপ্লাসের ৯ সিরিজগুলির জন্য গেমের দিক থেকে বেশি ফোকাশ করছে কোম্পানি। তিনি জানিয়েছেন গেমের ক্ষেত্রে ভালো কন্ট্রোল, স্মুথ স্ক্রোলিং এবং সুপিরিয়র ভিউইং এক্সপ্রিরিয়েন্স মিলবে গ্রাহকদের। গ্রাহকরা সমস্ত ফ্যাগশিপ লেভেল এক্সপ্রিরিয়েন্স সাশ্রয়ী মূল্যে পাবে ওয়ানপ্লাস ৯আরে।

ওয়ান প্লাস ৯আর এর দাম নিয়ে কিছু জানাননি ওয়ানপ্লাসের সিইও পেটে লাউ। সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, এই মুহুর্তে তারা ফোনের কোনো ফিচার ব্যাক্ষা করবে না। তবে ২০২১ সাল তাদের কাছে পাইপলাইন উন্নতির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ বছর তা তিনি উল্লেখ করেছেন।

একটা গুঞ্জন উঠেছে এ ওয়ানপ্লাস ৯আর সিরিজে থাকতে পারে ৬.৫ ইঞ্চি ডিসপ্লে সঙ্গে ৯০হার্জ রিফ্রেস রেট। ফোনটি চলবে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রগন ৮৬৫ চিপসেট পেয়ার্ডের সঙ্গে ৮জিবি র‍্যাম ও ১২৮জিবি ন্যাটিভ স্টোরেজ। এই নতুন ফোনে থাকতে পারে ৫০০০ মেগাহার্জ ব্যাটারির ব্যবস্থাও। ক্যামারের জন্য থাকতে পারে ৪৮ মেগাপিক্সেল কোয়াড ক্যামারার ব্যবস্থা।

তুলসীপাতার জাদুকরী গুনাবলী

বন জঙ্গলে বিভিন্ন গাছে রয়েছে মানুষের রোগ সারানোর নানাগুণ। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ হাজারো রকমের রোগ বালাই থেকে মুক্তি পেতে ওষুধি গাছ ব্যবহার করছেন। এবার জেনে নিন রোগ সারাতে তুলসীপাতার জাদুকরী গুণ। সামান্য গরম জলে তুলসীপাতা দিয়ে সেদ্ধ করে নিয়ে সেই জল দিয়ে কুলকুচি করলে বা জল খেতে পারলে গলায় ব্যথা দ্রুত সেরে যাবে। সর্দি-কাশি প্রায় প্রত্যেকটি মৌসুমের খুব সাধারণত একটি সমস্যা যা সবাইকে কষ্ট দেয়। এই সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে তুলসীপাতা ৫ মিনিট ধরে চিবিয়ে রসটি গিলে নিন। তাহলে এই সমস্যার হাঁত থেকে সহজেই সমাধান পেয়ে যাবেন। ত্বকে ব্রণ সমস্যা সমাধানের একটি সহজলভ্য ও অন্যতম উপাদান হলো তুলসীপাতা। এছাড়াও নানারকম অ্যালার্জির সমস্যায় তুলসীপাতা অত্যন্ত কার্যকরী। তুলসীপাতার পেস্ট তৈরি করে তা ত্বকে লাগালে এই সমস্যাগুলি অনেকটাই কমে যায়। তুলসীপাতা সব থেকে বেশি যে অসুখের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবে তা হলো জ্বর। চায়ে তুলসীপাতা সেদ্ধ করে সেই পানীয় যদি পান করেন, তার ম্যালেরিয়া ডেঙ্গু প্রভৃতি অসুখ থেকে রক্ষা পেতে পারেন। আপনার পরিবারের কারো জ্বর হলে তাকে তুলসীপাতা এবং দরুচিনি মেশানো ঠাণ্ডা চা পান করান। জ্বর সেরে যাবে দ্রুত। তুলসীপাতা কিডনির বেশ কিছু সমস্যা সমাধান করে দিতে পারে।

২০২১ এর শেষে বাজারে আসবে মাইক্রোসফ ডুয়ো ২

কলকাতা: ২০২১-এর শেষে মাইক্রোসফ আনতে চলেছে তাদের নতুন ফোন। মাইক্রোসফ সাইফেস ২ ডুয়ো নতুন ফোনের কাজের প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে কোম্পানি। তথ্য অনুযায়ী, ডুয়েল স্ক্রিনের দ্বিতীয় প্রজন্ম হিসেবে এই অ্যান্ড্রয়েড ফোন আনতে চলেছে। এই ফোনে মাইক্রোসফ যুক্ত করবে কাজ করার জন্য দ্রুত প্রসেসর ও ৫জি পরিষেবা। এছাড়াও বিশেষ নজর দেওয়া হবে ফোনটির ক্যামেরার উপরে। মাইক্রোসফ তাদের এই ফোনে হার্ডওয়্যারের পাশাপাশি ব্যবহারকারীর ভালো অভিজ্ঞতার জন্য ফোনের সফওয়্যারটিতে

বিশেষ নজর দিচ্ছে। মনে করা হচ্ছে এটি মাইক্রোসফ সেরা অ্যান্ড্রয়েড ইকোসিস্টেম হবে।

উইন্ডোজের শেষ তথ্য অনুযায়ী মাইক্রোসফ সাইফেস ডুয়ো মডেলের আপডেট করতে চলেছে। মাইক্রোসফর প্রথম বাজারে আসা ডুয়েল স্কিনের অ্যান্ড্রয়েড ফোনের ফিচার হিসেবে ছিল ৩৬০ ডিগ্রি কব্জা সহ দুটি ওলেড ডিসপ্লে। মাইক্রোসফ-র সারফেস ডুয়ো পরবর্তী প্রজন্ম হিসেবে সারফেস ডুয়ো ২ বলে মনে করছে অনেকে। নয়া এই ফোনটি ২০২০ সালের মাঝামাঝি থেকে কাজ শুরু করা হয়েছিলো এবং ২০২১এর শেষের দিকে তা বাজারে আনতে পারে।

মাইক্রোসফ সারফেস ডুয়ো ২ সফওয়্যার উন্নতির দিকে বিশেষ নজর দেবে এই ফোনের জন্য কারণ এখানে ক্যামেরা অ্যাপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিছুদিন আগে মাইক্রোসফ-এর তরফে চাকরির জন্য আবেদন পত্র দিয়েছিল যা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক তথ্য অনুযায়ী মাইক্রোসফ নিজেদের ফোনের উন্নতির কাজে ইঞ্জিনিয়ের খোঁজ করছিলো। ফ্রেব্রুয়ারি তে প্রকাশিত এক রিপোর্টে উইন্ডোজস জানিয়েছিল এই সারফেস ডুয়ো ২ এর কোডনেম রাখা হয়েছে ''জেটা'' এবং ৫জি প্রযুক্তি কানেকশনের সঙ্গে এই ফোন আসবে বাজারে।মাইক্রোসফ সারফেস থাকবে ৫.৬ ইঞ্চি ওলেড(১,৩৫০অ১৮০০ পিক্সেল) ডিসপ্লে যার সঙ্গে থাকবে আরেকটি ৮.১ ইঞ্চি পিক্সেল স্ক্রিন ফ্যাশন ডিসপ্লে (২৭০০অ১৮০০ পিক্সেল)। এই ফোনে থাকবে ১১ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা সেন্সার ও ফন্টে থাকবে এফ/২.০ লেন্স। সারফেস ডুয়ো চলবে কুয়েলকম স্ন্যাপড্রগন ৮৫৫ এসওসি দ্বারা। এছাড়া থাকবে ৬ জিবি র‍্যাম ও ২৫৬ জিবি স্টোরেজ। দুটি স্ক্রিনের জন্য দুটি ব্যাটারির ব্যবস্থা রয়েছে ফোনে যা ৩,৫৭৭ মেগাহার্জ।

সাইনাস ও মাইগ্রেনের সমস্যা সমাধানের উপায়

আবার গরম বারবার স্নান করার কারণে ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

সারা রাত শুকনো কাশি, নাক দিয়ে পানিপাড়া ও ঘুমানোর সময় বন্ধ সাধারণত, শরীরে যখন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি

মিউকাস তৈরি হয়, তখনই বাড়তি মিউকাস নাকে পানির আকারে বেরিয়ে যায়। এছাড়া যারা সাইনাস ও মাইগ্রেনের সমস্যায় ভোগেন, তাদের ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা থেকে নানা ধরনের সংক্রমণ শুরু হয়।

নাকের হাড় যাদের একটু বাঁকা, সামান্য ঠাণ্ডা লাগলেই ঘুমানোর সময় প্রায়ই তাদের নাক বন্ধ হয়ে শ্বাস নিতে অসুবিধা হয়। বাজারে পাওয়া নানারকমের ড্রপ দিয়েই এই সমস্যায় সহজ সমাধান মেলে। মেডিসিন বিশেষজ্ঞের মতে, নাকের ড্রপ একটানা ব্যবহার করলে এক সময় তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। ফলে ড্রাপ কিছুতেই ঘুম আসবে না।

কী করবেন ঃ-

১) এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে রাতে ঘুমানোর আগে লবণ ও জলের টানুন নাকে। ঠাণ্ডা থাকলে গরম জলের মধ্যে লবণ দিয়ে নাক দিয়ে দিয়ে টেনে ভাপ নিন।

২) দিনে বার দুই ভেপার ও সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শে অ্যান্টি অ্যালার্জির কিছু ওষুধ খেলেই এই সমস্যা অনেকটা কমবে।

কয়েক চামচ জলেতে সামান্য লবণ যোগ করে ড্রপারে করে সেই জল নাকে দিতে পারেন।

৩) গলার খুশখুশ সারাতে ও নাক থেকে জল পড়া কমাতে উষ্ণ জলে আপেল সাইডার ভিনিগার ও মধু মিশিয়ে খান নিয়মিত।

৪) নাক বন্ধের সমস্যার মেটাতে চাইলে কাঁচা হলুদ ও দুধ মিশিয়ে ফুটিয়ে পান করুন। এক কাপ দুধে একটুখানি কাঁচা হলুদ বাটা মিশিয়ে প্রতিদিন রাতে ঘুমতে যাওয়ার আগে পান করুন।

আবহাওয়া বদলের সময়ে সাবধান

হাওয়াবদলের সময়ে জ্বরজারি বেশি হওয়ার পিছনে কিছু কারণ রয়েছে। পুজো শেষ হতো না হতেই আবহাওয়া বদলেছে। বাতাসের শিরশিরানির জন্য রাতের দিকে আর অতটা গরম লাগছে না। পাখার পয়েন্টও ফুলস্পিড থেকে কমের দিকে। এই সময়েই সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, ঘুষঘুষে জ্বর জাঁকিয়ে বসে। পুজোর হুল্লোড় শরীরও ক্লান্ত। তাতেই জীবাণুরা নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়িয়ে ফেলে। ছোট বড় সকলেই এই সময়টায় ভোগেন। হাওয়াবদলের সময়ে জ্বরজারি বেশি হওয়ার পিছনে কিছু কারণ রয়েছে। সর্দি, গলা, ব্যথা, জ্বর, পেটের অসুখের জন্য ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস দায়ী। এই আবহাওয়ায় তাপমাত্রা কমে যায় বলে কিছু ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস সক্রিয় হয়ে ওঠে। এদের দমাতে হলে চিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজন। কারণ আপনার ব্যাকটিরিয়াল ইনফেকশন হয়েছে না কি ভাইরাল সেটা একমাত্র চিকিৎসকই বলতে পারবেন। দুটির চিকিৎসা পদ্ধতিও আলাদা।

ছোটদের পাওয়ার যেহেতু কম তাই সিজনচেঞ্জের ধাক্কাটা ছোটদের সবচেয়ে বেশি লাগে। উৎসবের মরসুমে ভিড়ভাট্টার জায়গার ফলে সহজেই ইনফেকশন ছড়ায়। যদি দেখেন শিশুর সর্দি, জ্বর হয়েছে, ডাক্তারের পরামর্শ নিন। নিজের ইচ্ছেমতো ওষুধ দেবেন না। অনেক অভিভাবকরই পুরনো প্রেসক্রিপশন দেখে শিশুকে ওষুধ খাইয়ে দেন। ভুলেও এ কাজটি করবেন না। একমাত্র চিকিৎসকই বলতে পারবেন, কেন শরীর খারাপ হয়েছে এবং তার জন্য কী চিকিৎসা প্রয়োজন। আপনার দেওয়া ওষুধে সাময়িক উপশম হয়তো হবে, কিন্তু তার সঙ্গে শিশুর অন্য ক্ষতিও হতে পারে।

শিশু চিকিৎসক অপূর্ব ঘোষের কথায়, অনে বাবা-মা টেলিফোন ওষুধ জিজ্ঞেস করেন। অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার অনুরোধ করেন। বাচ্চাকে পরীক্ষা না করে কোনও ডাক্তারের পক্ষেই ওষুধ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই শিশু অসুস্থ হলে তাঁকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। আপনার শিশুর অ্যান্টি ফ্লু ভ্যাকসিন নেওয়া থাকলে জ্বরজারি উপদ্রপ খানিক কম হবে। সর্দি, কাশি ছাড়া ডেঙ্গির প্রকোপে এখনও মানুষ আতঙ্কিত। শুধু বর্ষা নয়, অক্টোবর, নভেম্বর মাসে আবহাওয়া বদলের সময়েও ডেঙ্গি ছড়ায়। সন্তানকে সাবধানে রাখা ছাড়া উপায় নেই। তাকে বেশি করে ফ্লুয়িড দিন। এই সময়ে শিশুদের খুব একটা ডায়রিয়া দেখা যায় না। তবে সাবধানের মার নেই। তেমন কিছু হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

কাবু হয়ে পড়েন বড়রাও ঃ হাওয়া বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে বড়দেরও গলা ব্যর্থা, গা ম্যাজম্যাজ শুরু হয়ে যায়। যদি দেখেন হালকা জ্বর বা গায়ে ব্যথা রয়েছে, তখন প্যারাসিটামল খেয়ে নিতে পারেন। একশোর উপরে

জ্বর লেই প্যারাসিটামল খাওয়া যাবে, এই তথ্যের কোনও ভিত্তি নেই। অ্যান্টিবায়েটিক খাওয়ার আগে ডাক্তারে পরামর্শ নিন। ভাইরাল ইনফেকশন না কি ব্যাকটেরিয়াও রয়েছে। ভুল অ্যান্টিবায়োটিকে তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অ্যাডাল্ট ভ্যাকসিনের মধ্যে অ্যান্টি ফ্লু ভ্যাকসিনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকেরা। তাতে রোগের প্রকোপ কম হয়। সিজন চেঞ্জের সময়ে অল্পবিস্তর পেটের গোলমাল দেখা দিতে পারে। একটু পেটে ব্যথা, কয়েকবার মলত্যাগ হলেই অনেকে অ্যান্টি ডায়রিয়া পিল খেয়ে ফেলেন। এটা করবেন না। শরীরের কোনও একটি অস্বস্তি থেকেই বার বার স্টুল পাস হচ্ছে। ওই ধরনের ওষুধ খেয়ে তা আটকানোর অর্থ রোগটা চেপে দেওয়া। রোগের নিরাময় নয়।

প্রতিকারের রাস্তা ঃ

এ সময়ে শরীরের জল প্রয়োজন। শরীর ডিহাইড্রেটেড হলেই গায়ে ব্যথা, মাথাধরা শুরু। সবাইকে জল খেতে হবে ভাল করে। ঠাণ্ডাতেও শরীর ডিহাইড্রেটেড হলেই গায়ে ব্যথা, মাথাধরা শুরু। সবাইকে জল খেতে হবে ভাল করে। ঠাণ্ডাতে শরীর ডিহাইড্রেটেড হতে পারে। প্রয়োজনে ও আর এস খান।

রাতের দিকে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দেয়, ছোটদের বেশি পাতলা জামা পরাবেন না।

ফ্রিজের ঠাণ্ডা জল খাবেন না। এ সময়ে একবার ঠাণ্ডা লাগে তো একবার গরম। গলা ব্যথা হলে, গার্গল করুন, গরম জল খান আর রাতের ঘুমানোর সময় গলায় ঢাকা দিন।

৩,৭০০ টাকা ছাড়ে বোটের এয়ারডোপস ৪৪১ স্পিকার

অ্যামাজনে এক বিশেষ অফারে বোটের হেডফোনে থাকছে ৩,৭০০ টাকা ছাড়। বোটের এয়ারডোপস ৪৪১ মাসাবা অ্যাডিশন টিডাব্লুএস এয়ার বাডস-স্পিকার মিলবে মাত্র ২২৯৯ টাকায়। অ্যামাজনে এই বিশেষ ছাড়ের জন্য গ্রাহক পাবে ফ্রি ডেলিভারের ব্যবস্থাও।

হেডফোনের জগতে বোট একটি জনপ্রিয় নাম। বোট নানা ধরনের হেডফোনের পাশাপাশি নানা ব্লুটুথ স্পিকার প্রস্তুত করে থাকে। বর্তমানে ব্লুটুথ হেডফোনের প্রাধান্য বেশি মানুষের মধ্যে। কারণ এই ব্লুটুথ হেডফোন ফোন থেকে ১০ মিটার অবদি দূরেও শোনা যায় বিনা বাঁধায়। আর মানুষের কাছে একটি প্রিয় বোটের এয়ারফোনের নাম বোট এয়ারডোপস ৪৪১ মাসাবা অ্যাডিশন টিডাব্লুএস এয়ার বাডস।

অ্যামাজনে এয়ারডোপস ৪৪১ মাসাবা অ্যাডিশন টিডাব্লুএস এয়ার বাডস এই ব্লুটুথ এয়ার বাডস স্পিকারের অফারে দাম রয়েছে ২,২৯৯ টাকা। গ্রাহকরা এই এয়ারডোপস ৪৪১ স্পিকারের ওপর অ্যামাজনে পাচ্ছে ৬২ ছাড়। এই অধিক ছাড়ের ফলে মানুষ সাশ্রয় করে নিচ্ছে তাদের ৩,৭০০ টাকা। বাজারে এই এয়ারডোপস ৪৪১ স্পিকারের দাম ৫,৯৯৯ টাকা। গ্রাহকরা মার্চ ২২ এর মধ্যে এই এয়ারডোপস ৪৪১ মাসাবা অ্যাডিশন টিডাব্লুএস এয়ার বাডস স্পিকার অর্ডার দিলে পাবে ফ্রি ডেলিভারির সুবিধা। অর্থাৎ এই এয়ারডোপস ৪৪১ স্পিকারের জন্য তাদের কোনও ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে না। পাশাপাশি এই বোটের স্পিকারে গ্রাহকরা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ডে পাবে ৫ অধিক ছাড়। অন্যদিকে প্রাইম মেম্বাররা পাবে ৩ অধিক ছাড়।

বোটের এয়ারডোপস ৪৪১ মাসাবা অ্যাডিশন টিডাব্লুএস এয়ার বাডস স্পিকারে ৫ ঘন্টা টানা পর্যন্ত প্লে ব্যাক সময় দেবে। এছাড়াও মাত্র ১.৫ ঘন্টায় ১০০ চার্জ হয়ে যাবে এই এয়ারডোপস ৪৪১ এ।

৫.০ ভার্সান ব্লুটুথ ব্যবস্থা রয়েছে বোট এয়ারডোপস ৪৪১ এ, যা ফোন থেকে ১০ মিটার দূর অবদি শোনা যাবে। এই এয়ারডোবস-এ আইপিএক্স৭ মার্ক যুক্ত ওয়াটার রেসিসটেন্সের ব্যবস্থা রয়েছে। বোটের এই স্পিকারে একটি মাইক রয়েছে এবং সঙ্গে রয়েছে ইন্সটেন্স ভয়েজ অ্যাসিস্টেন্স।

বোটের এয়ারডোপস ৪৪১ মাসাবা অ্যাডিশন টিডাব্লুএস এয়ার বাডস-এ রয়েছে টাচ কন্টোলের ব্যবস্থা। এই টাচ কন্টোলের ফলে খুব সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় বোটের এয়ারডোবস ৪৪১ স্পিকারটি। এই বোটের এয়ারডোপস ৪৪১ মাসাবা অ্যাডিশন টিডাব্লুএস এয়ার বাডস-এ কোম্পানি দিচ্ছে ১ বছরের ওয়ারেন্টি। এছাড়াও প্রযুক্তিগত কোনও ত্রুটি থাকলে ৭ দিনের পরিবর্তনের সুযোগও রয়েছে অ্যামাজনে।

রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে আগুন, মৃত তিন শরণার্থী

ঢাকা, ২ এপ্রিল (হি.স) : ফের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে। এই অগ্নিকাণ্ডে তিন শরণার্থীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার ভোররাতে উখিয়ার কুতুপালং বাজারে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। আগুনের লেলিহান শিখায় ৭টি কাপড়ের দোকান সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। দমকল সূত্রে খবর, শুক্রবার ভোররাতে উখিয়ার কুতুপালং বাজারে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। আগুনের লেলিহান শিখায় ৭টি কাপড়ের দোকান সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ লড়াইয়ের পর উখিয়ার ফায়ার সার্ভিসের দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ সূত্রে খবর, নিহতরা হচ্ছেন উখিয়ার ১০ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের জি-১০ ব্লকের বাসিন্দা সৈয়দ আলমের ছেলে আনছার উল্লাহ (২০), ফরিদুল ইসলাম (২৫) ও আয়াছ (২২)। আগুনে দগ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এই তিনজননের। প্রাথমিক তদন্তের পর মনে করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। তবে তদন্ত না করে পুরোপুরি বলা সম্ভব নয় বলেই মত দমকলের।উল্লেখ্য, গত ২২ মার্চ উখিয়ার বালুখালি-সহ পাঁচটি আশ্রয় শিবিরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে ৬ শিশু-সহ ১১ রোহিঙ্গা শরণার্থীর মৃত্যু হয়। পুড়ে যায় প্রায় ১০ হাজার ঘর।

প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত ডিমা হাসাওয়ের, এই জেলায় পড়েছে ৮০.৩৯ শতাংশ

হাফলং (অসম), ২ এপ্রিল (হি. স.) : প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে ডিমা হাসাও জেলার জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে তুলেছে। বৃহস্পতিবার রাতের প্রবল ঝড় আর বৃষ্টির তান্ডবে হাফলং সহ জেলার বিভিন্ন স্থানে বড় বড় গাছ ভেঙ্গে পড়েঙ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক সময় পর্যন্ত বন্ধ হয়ে পড়েছিল। হাফলং রাম নগরে বৃহৎ গাছ ভেঙ্গে যাতায়াত ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে পড়েছিল অবশেষে কয়েক ঘন্টা যাতায়াত বন্ধ থাকার পর ফের এই পথে যানবাহন চলাচল শুরু হয় তাছাড়া প্রচন্ড ঝড়ে বড় বড় গাছ ভেঙ্গে পড়ায় সদর শহর হাফলং সহ জেলার বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। জেলার বিভিন্ন এলাকা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর ১৬ নম্বর হাফলং উপজাতি সংরক্ষিত বিধানসভা আসনের প্রত্যন্ত জিনাম ভ্যালি থেকে ভোট কর্মীরা এসে সদর শহর হাফলঙে পৌঁছতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। ঝড় ও বৃষ্টির তান্ডবে বড় বড় গাছ জিনাম ভ্যালির অনেক স্থানে ভেঙে পড়ার দরুন এবং পাহাড়ি নদীতে জল বেড়ে যাওয়ার দরুন এসব এলাকার ভোট কর্মীরা শুক্রবার দুপুরে এসে হাফলং উপস্থিত হয়েছেন। এদিকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছয়টায় ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর ভোটের হার ৭৪ শতাংশ জানানো হলে ও হাফলং আসনে ভোটের হার বৃদ্ধি পেয়েছে কারন জেলার সব জায়গা থেকে ইভিএম মেশিন না আসায় সঠিক ভোটের হার জানাতে পারে নি জেলাপ্রশাসন। কারন অনেক প্রত্যন্ত এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক না থাকায় অনেক ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের ভোটের হার জানা যায়নি তাই শুক্রবার জিনাম ভ্যালির ভোট কর্মীরা ফিরে আসার পর জেলা নির্বাচনী কার্যালয় সুত্রে জানা গেছে হাফলং আসনে মোট ভোট পড়েছে ৮০.৩৯ শতাংশ।

করোনা টিকার দ্বিতীয় ডোজ নিলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল (হি.স) : এবার করোনা টিকাকরণের দ্বিতীয় ডোজ নিলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ। শুক্রবার দিল্লির এইমস হাসপাতালে তিনি ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ নিলেন। এদিন তিনি টুইট করে টিকাকরণের দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার কথা জানান।

তিনি দিল্লির এমস হাসপাতালের নির্দেশক ডাঃ রণদীপ গুলেরিয়ার এবং হাসপাতালের করোনা যোদ্ধাদের প্রশংসা করে বলেন, করোনা রোগের সংক্রমণ ঠেকাতে খুব অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন দিল্লি এমস হাসপাতালের চিকিৎসক নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা। তাঁরা সমস্ত প্রতিবন্ধকতা মধ্যে দিয়ে কাজ করছেন, যা সত্যিই প্রশংসনীয়। গোটা দেশের স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়ে আমরা গর্বিত।

করোনা-আক্রান্ত রবার্ট ভডরা, সেলফ-আইসোলেশনে প্রিয়াঙ্কা

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভডরার স্বামী রবার্ট ভডরা। স্বামী কোভিডে সংক্রমিত হওয়ায় সেলফ-আইসোলেশনে চলে গেলেন প্রিয়াঙ্কা। তবে, প্রিয়াঙ্কার করোনা-টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ। সেলফ আইসোলেশনে চলে যাওয়ায় নির্বাচনী প্রচারে আর যেতে পারছেন না প্রিয়াঙ্কা। শুক্রবার প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভডরা টুইট করে জানিয়েছেন, 'করোনা-সংক্রমণের সান্নিধ্যে আসার জন্য অসম সফর বাতিল করতে হচ্ছে আমাকে। আমার গতকালের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে, কিন্তু চিকিৎসকদের পরামর্শে আগামী কিছু দিন আইসোলেশনে থাকব। এই অসুবিধার জন্য সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আমি কংগ্রেসের জয়ের প্রার্থনা করছি।' এর আগে রবার্ট জানিয়েছিলেন, 'দুর্ভাগ্যবশত, করোনা-আক্রান্তের সংস্পর্শে আসায় আমি করোনা-আক্রান্ত হয়েছি। করোনা-গাইডলাইন্স অনুযায়ী প্রিয়াঙ্কা এবং আমি সেলফ-আইসোলেশনে থাকছি। যদিও প্রিয়াঙ্কার রিপোর্ট নেগেটিভ।

সংক্রমণ রুখতে ১২ ঘন্টা নৈশকার্ফু জারি থাকবে মহারাষ্ট্রের পুনে জেলায়

পুনে, ২ এপ্রিল (হি. স.) : করোনার দ্বিতীয় ঢেউকে আটকাতে নাজেহাল অবস্থা মহারাষ্ট্র সরকারের। সংক্রমণের হার বাড়ছে পুনেতেও। তাই এবার সংক্রমণ রুখতে শনিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত নৈশকার্ফু জারি থাকবে মহারাষ্ট্রের পুনে জেলায়। শুক্রবার প্রশাসনের তরফে ডিভিশনাল কমিশনার সৌরভ রাও নৈশকার্ফুর কথা ঘোষণা করার পাশাপাশি জানিয়েছেন, নৈশকার্ফু ছাড়াও সাতদিনের জন্য বন্ধ থাকবে জেলার সব হোটেল, বার এবং রেঁস্তোরা। তবে এই কদিন বাড়িতে বসে খাবার বা অন্যান্য সামগ্রীর ডেলিভারির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন না জেলার মানুষরা। বিবাহ এবং মৃতদেহ সৎকার ছাড়া কোনও সামাজিক অনুষ্ঠান করতে পারবেন না জেলাবাসী। তবে বিয়েবাড়ি বা শ্রাদ্ধবাড়িতেও জনসংখ্যা বেঁধে দিয়েছে প্রশাসন। মৃতদেহ সৎকারের ক্ষেত্রে ২০ এবং বিয়েবাড়িতে সর্বাধিক ৫০ জন অংশগ্রহণ করতে পারবেন বলে জানানো হয়েছে। এই সকল নিয়মাবলী আগামীকাল থেকে শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে পুনের শিবাজীনগর বিধানসভার বিধায়ক সিদ্ধার্থ শিরোল টুইট করে এদিন লিখেছেন, ''কড়া হচ্ছে পুনে প্রশাসন। আগামীকাল থেকে ৭ দিনের জন্য পুনের সব বার, শপিংমল, হোটেল, রেঁস্তোরা, সিনেমা হল, ধর্মীয় স্থান, সরকারি বাস পরিষেবা এবং সাপ্তাহিক সব্জিবাজার বন্ধ থাকবে।'' হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি /কাকলি

ভোটের মুখে ডিএমকে সুপ্রিমো স্ট্যালিনের জামাইয়ের বাড়িতে আয়কর হানা, রাজনৈতিক বিতর্ক

চেন্নাই, ২ এপ্রিল (হি.স) : এবার তামিলনাড়ুর প্রধান বিরোধী নেতা ডিএমকে সুপ্রিমো স্ট্যালিনের জামাইয়ের বাড়িতে আয়কর দফতরের হানা। স্ট্যালিনের জামাইয়ের মোট চারটি ঠিকানায় শুক্রবার হানা দিয়েছেন আয়কর দফতরের আধিকারিকরা। ভোটের মাত্র দিন চারেক আগে স্ট্যালিনের মেয়ের বাড়িতে এই আয়কর হানা নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।বিজেপির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে ব্যবহার করে বিরোধীদের দমন করার চেষ্টার অভিযোগ নতুন নয়। এর আগে খোদ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছিলেন, ভোটমুখী রাজ্যগুলিতে বিরোধীদের চাপে ফেলতে নির্লজ্জভাবে ইডি, সিবিআই, এনআইএ, আয়কর দফতরের মতো এজেন্সিগুলির অপব্যবহার করছে বিজেপি। এই মর্মে দিন দুই আগে স্ট্যালিন-সহ ১৪ জন বিরোধী নেতাকে চিঠিও লেখেন মমতা। ঘটনাচক্রে সেই চিঠি পাওয়ার পরপরই স্ট্যালিনের মেয়ের বাড়িতে এই আয়কর হানা। বৃহস্পতিবার সকালে ডিএমকে সুপ্রিমোর মেয়ের মোট ৪টি ঠিকানায় তল্লাশি চালানো হয়েছে। আয়কর দফতরের এই পদক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ করে স্ট্যালিনর দাবি, তাঁদের রাজনৈতিকভাবে দুর্বল করার চেষ্টা করছে বিজেপি। তামিলনাড়ুতে এআইএডিএমকের সরকার বাঁচাতে আয়কর দফতরের অপব্যবহার করা হচ্ছে। শুক্রবার ত্রিচি থেকে তিনি হুঙ্কার ছেড়েছেন,''আমার নাম স্ট্যালিন। এই স্ট্যালিন জরুরি অবস্থা দেখেছে, মিসা আইন দেখেছে। এই সামান্য আয়কর হানায় আমাকে ভয় দেখানো যাবে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জানা উচিত, আমরা এআইএডিএমকের নেতা নই। প্রধানমন্ত্রী এখন এআইএডিএমকের নামে সরকার বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু ওঁর জানা উচিত, এটা ডিএমকে। এভাবে আমাকে ভয় দেখানো যাবে না।'' প্রসঙ্গত, আগামী ৬ এপ্রিল তামিলনাড়ুতে নির্বাচন। জয়ললিতার অনুপস্থিতিতে দীর্ঘদিন বাদে তামিলভূমিতে ক্ষমতায় ফেরার প্রত্যাশায় ডিএমকে। তাঁদের সঙ্গে জোট রয়েছে কংগ্রেসের। অন্যদিকে, বিজেপি রাজ্যের শাসকদল এআইএডিএমকের সঙ্গে জোট করে ভোটের ময়দানে নেমেছে।

বিজেপি ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গ শুধুই উন্নয়ন হবে : অমিত শাহ

কোচবিহার, ২ এপ্রিল (হি.স.): বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজনৈতিক হিংসা-মুক্ত হবে পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গে শুধুই উন্নয়ন হবে। সরকারি পরিবহনে বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন মহিলারা। শুক্রবার কোচবিহারের জনসভা থেকে বঙ্গবাসীকে জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'মোদীজি থ্রি ভি মডেলে দেশ চালাচ্ছেন। থ্রি ভি হল বিকাশ, বিশ্বাস এবং ব্যাপার। এই তিন ভি-র উপর ভিত্তি করে কাজ করব আমরা।' এদিনের জনসভায় বিশাল সংখ্যক জনগণের উপস্থিতি দেখে আপ্লুত হয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'এই জনসভায় প্রচন্ড রোদের মধ্যেও মা এবং বোনদের উপস্থিতি এবং আমার হৃদয়ের টুকরো যুবসমাজকে ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের কাছে ক্ষমাও চেয়েনি, তাদের মাথার উপর কোন ছাউনির ব্যবস্থা না করতে পারার জন্য।' এরপরই মমতাকে কটাক্ষ করে অমিত শাহ বলেছেন, 'উত্তরবঙ্গের সঙ্গে অন্যায় করেছেন দিদি। এই জন্যই দিদি আপনাদের ভয় পায়। একবার মোদী সরকার বাংলায় আপনারা তৈরি করুন, সমস্ত রাজনৈতিক হিংসা থেকে বাংলাকে আমরা মুক্ত করব।' অমিত শাহ এদিন শীতলকুচির জনসভা থেকে দাবি করেছেন, 'বৃহস্পতিবার নন্দীগ্রামে ঠিক হয়ে গিয়েছে যে দিদি নন্দীগ্রামে হারছেন।' ১০ বছরের তৃণমূল সরকারকে খোঁচা দিয়ে অমিত শাহ বলেছেন, 'এই উত্তরবঙ্গে একটাও কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় নেই। আমরা ঠিক করেছি মোদী সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার একসঙ্গে মিলে এখানে একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় তৈরি করবে। আমরা ঠিক করেছি বিজেপি সরকার বাংলায় ক্ষমতায় এলে কোচবিহারের রাসমেলাতে আরও ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে রাসমেলাকে আন্তর্জাতিক উৎসবে পরিণত করা হবে। বিজেপি-র সরকার এলে অনেক বেশ গুরুত্ব দেওয়া হবে উত্তরবঙ্গকে। উত্তরবঙ্গে চা পার্ক বানানো হবে।'

বঙ্গবাসীকে আশ্বস্ত করে অমিত শাহ বলেছেন, '২ মে-র পর বাংলায় বিজেপি সরকার এলে বাংলার কোন মা, বোন অথবা বাংলার কোনও কন্যা সন্তানকে পয়সা খরচ করে সরকারি পরিবহনে যাতায়াত করতে হবে না। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তাদের জন্য ব্যবস্থা করবে মোদী সরকার। ১০ হাজার কোটির কাদম্বিনী গাঙ্গুলী স্বাস্থ্য পরিকাঠামো বানানো হবে। প্রত্যেক মহিলাকে কেজি থেকে পিজি পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা দেওয়া হবে।'

ফের মমতাকে কটাক্ষ করে অমিত শাহ বলেন, 'দিদি থ্রি টি মডেলের সরকার চালাচ্ছে। থ্রি টি হল তানাশাহি, তোলাবাজি, তুষ্টিকরণ। মোদীজি থ্রি ভি মডেলে দেশ চালাচ্ছেন। থ্রি ভি হল বিকাশ, বিশ্বাস এবং ব্যাপার। এই তিন ভি-র উপর ভিত্তি করে কাজ করব আমরা। আপনারা সবাই দিদিকে তো চেনেন। দিদির মনে আপনাদের জন্য কোনও চিন্তা নেই। দিদির মনে শুধু ভাইপো রয়েছে। দিদি ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রী বানাতে চান। দিদি ভাইপোর কল্যাণে বিশ্বাস করেন। আর মোদীজি উত্তরবঙ্গ কল্যাণে বিশ্বাস করেন।' কাটমানি নিয়ে খোঁচা দিয়ে অমিত শাহ বলেছেন, 'ঘর বানানোর জন্যও কাটমানি দিতে হয়। ২ মে-র পর এই কাটমানি আর সিন্ডিকেট রাজ বন্ধ করে দেব। ২ মে-র পর কাউকে কাটমানি দিতে হবে না। সিন্ডিকেট, দুর্নীতি থেকেও বাংলা মুক্তি পাবে। আর আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি সমস্ত দোষীরাও কারাগারে বন্দি হবে।' অনুপ্রবেশ-সমস্যা নিয়ে অমিত শাহ বলেন, 'আপনারা অনুপ্রবেশকারী নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন তো? দিদি থাকলে অনুপ্রবেশকারীর সমস্যা মিটবে না। বিজেপি এলে এগুলো সব বন্ধ করে দেবে।'

বাংলাদেশের প্রবীন সাংবাদিক আনোয়ার উদ্দিনের মৃত্যুতে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

মনির হোসেন,ঢাকা, এপ্রিল ০২।। বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক দিনকাল ও দৈনিক শীতলক্ষ্যার সিদ্ধিরগঞ্জ প্রতিনিধি এবং সিদ্ধিরগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি সাংবাদিক আনোয়ার উদ্দিন মিয়ার মৃত্যুতে দোয়া ও স্মরন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ওয়ার্কিং জার্নালিষ্ট ফোরামের উদ্যোগে শুক্রবার বিকাল ৪ টায় সিদ্ধিরগঞ্জপুলে সংগঠনের অস্থায়ী কার্যালয়ে এ দোয়া ও স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি ও নারায়ণগঞ্জ প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য মনির হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন, নারায়ণগঞ্জ প্রেস ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সদস্য বিল্লাল হোসেন রবিন, সিদ্ধিরগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও দৈনিক জনকন্ঠের স্টাফ রিপোর্টার মো. খলিলুর রহমান, সিদ্ধিরগঞ্জ থানা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব আহমেদুল কবির চৌধুরী, নারায়ণগঞ্জ সিটি প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি শফিকুল ইসলাম আরজু, ডেমরা-সিদ্ধিরগঞ্জ প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নুরুল আজিজ চৌধুরী, সিদ্ধিরগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাধারন সম্পাদক আবু হানিফ ইমরান, সিদ্ধিরগঞ্জ রিপোর্টাস ক্লাবের সভাপতি আব্দুল কাইউম, সিদ্ধিরগঞ্জ সাংবাদিক ক্লাবের সাধারন সম্পাদক আমির হোসেন, ওয়ার্কিং জার্নালিষ্ট ফোরামের সদস্যসহ সিদ্ধিরগঞ্জের সাংবাদিকবৃন্দ ও মরহুম সাংবাদিক আনোয়ার উদ্দিন মিয়ার পরিবারের সদস্যরা।

স্মরণ সভায় ওয়ার্কিং জার্নালিষ্ট ফোরামের সাধারন সম্পাদক মোশতাক আহমেদ শাওন সিদ্ধিরগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আনোয়ার উদ্দিন মিয়াসহ মরহুম আবুল কাশেম, সাইফুদ্দিন সবুজ এবং সিদ্ধিরগঞ্জ থানা প্রেস ক্লাবের সাবেক সহ সভাপতি সৈয়দ মোখলেসুর রহমানের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব উথাপন করলে তা সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হয়। এসময় মরহুমদের সম্মানে দাড়িয়ে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। এছাড়া নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের স্থায়ী সদস্য সাংবাদিক অহিদুল ইসলাম খান, হাফিজুর রহমান মিন্টু, সিদ্ধিরগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারন সম্পাদক মোস্তফা কামাল নয়নের আশু রোগমুক্তি কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ওয়ার্কিং জার্নালিষ্ট ফোরামের অর্থ সচিব ও দৈনিক আমাদের অর্থনীতি পত্রিকার নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি মনজুর আহমেদ অনিক। অনুষ্ঠানে পবিত্র কালামে পাক তেলোয়াত করেন দৈনিক ঢাকা টাইমস পত্রিকার সিদ্ধিরগঞ্জ প্রতিনিধি ও ওয়ার্কিং জার্নালিষ্ট ফোরামের সদস্য মো. আলাউদ্দিন। স্মরণ সভায় মরহুম আনোয়ার উদ্দিন মিয়ার বর্নাঢ্য সাংবাদিকতা জীবনের উপর স্মৃতিচারণ করেন উপস্থিত সাংবাদিকগণ।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সৌজন্যবোধ ও মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে : ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা, এপ্রিল ০২।। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এমপি করোনাভাইরাস সংক্রমণের এই দুঃসময়ে অসচ্ছল মানুষের পাশে দাঁড়াতে দেশের সামর্থবানদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

শুক্রবার বিকেলে বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক প্রয়াত মো. শাজাহানের স্মরণে আয়োজিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে তিনি এই আহবান জানান। ওবায়দুল কাদের তাঁর বাসভবন থেকে ভার্চুয়ালি এই অনুষ্ঠানে যুক্ত হন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'আমি দেশের সামর্থবানদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি, করোনার এই দুঃসময়ে অসচ্ছল মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করুন।

করোনা সংক্রমণ লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে যাওয়ায় দলীয় নেতা-কর্মীদের শতভাগ মাস্ক পরিধান ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, সারাদেশে ক্যাম্পেইন করে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এখন থেকে ঘরোয়া ভাবে সীমিত আকারে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সৌজন্যবোধ ও মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, রাজনীতিকদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস গড়ে তুলতে হবে এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে টিমওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে।

প্রয়াত শাজাহানের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, শাজাহানের মত কর্মীরাই হচ্ছে আওয়ামী লীগের প্রাণ। দুঃসময়ে সুবিধাভোগীরা যখন কেউ থাকবেনা তখন শাজাহানের মত নিবেদিত কর্মীরাই পাশে থাকে। দলে সুবিধাভোগী কর্মীদের দরকার নেই, দরকার শাজাহানের মতো নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের।

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক মো. শাহজাহান গত সোমবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তিনি স্ত্রী, ২ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন, সহকর্মী, গুণগ্রাহী ও শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন। এর আগে ধানমন্ডির আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে প্রয়াত এইচ টি ইমামের স্মরণে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় বাহিনী ভয় দেখালে সবাই মিলে প্রতিরোধ করুন', বার্তা মমতার

দিনহাটা, ২ এপ্রিল (হি. স.) : "কেন্দ্রীয় বাহিনী গ্রামে গ্রামে ভয় দেখাতে গেলে, ভয় পাবেন না। সবাই মিলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। আমি আপনারদের সঙ্গে আছি। আমি চুড়ি পরে বসে নেই।"

শুক্রবার দিনহাটার জনসভায় এই মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় দফা তথা নিজের কেন্দ্র নন্দীগ্রামের ভোট মিটতেই আবার তিনি গোটা রাজ্যে প্রচারে নেমে পড়ছেন। আর তাঁর চোখে ধরা পড়া নন্দীগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে কোচবিহারের মানুষকে সতর্ক করে দিলেন। সভা থেকে ডাক দেন, শুধু বিজেপি নেতাদের আক্রমণ করাই নয়, নির্বাচন কমিশনকেও একহাত নিয়েছেন নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী।

শুক্রবার দিনহাটায় কোচবিহারের তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে সভা করেন মমতা। সেখান থেকে তিনি ভোটের নির্ঘণ্ট নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করে বলেন, "এমন করে নির্বাচনের তারিখ করেছে যাতে আমরা মিটিং করতে না পারি।" নির্বাচন কমিশন যে বিজেপির কথায় চলছে সেই অভিযোগ ফের একবার তোলেন মমতা। কিন্তু তাঁকে আটকানোর যতই চেষ্টা হোক তিনি যে থামবেন না তাও বুঝিয়ে দেন।

এমনকী ইলেকশন কমিশন ভোট পরিচালনা করছে না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ভোট করছেন বলেও তোপ দাগেন মমতা। তবে ভোটে জিতে তিনিই ক্ষমতায় আসছেন বলে দাবি করার পাশাপাশি হুমকির সুরে বলেন, "ইলেকশন পর্যন্ত সহ্য করব। তারপর দেখব এই গুন্ডাগুলো কোথায় যায়।"

তৃণমূল কংগ্রেসকে আটকাতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার করছে বলেও বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন মমতা। এমনকী তাঁর আক্রমণ থেকে পার পাননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। শুধু বিজেপি নয়, সংখ্যালঘু ভোট যাতে আব্বাস সিদ্দিকি ভাঙাতে না পারেন, সেদিকেও নজর দেন মমতা। আব্বাসকে 'বাচাল' বলে কটাক্ষ করেন। সেই সঙ্গে আরও একবার আবেদন করেন, যাতে রাজ্যে ২০০-র বেশি আসন পায় তৃণমূল। না হলে বিজেপি বিধায়ক কিনে নেবে। আর তা হলে সব জনমুখী প্রকল্প বিজেপি বন্ধ করে দেবে বলে অভিযোগ করেন মমতা।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

দাম বাড়ায় কমেছে রান্নার গ্যাসের চাহিদা, ফাঁপড়ে বহু মানুষ

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২ এপ্রিল (হি. স.) ; দাম বাড়ায় কমেছে রান্নার গ্যাসের চাহিদা। এর ফলে ভোটের মরশুমে ফাঁপড়ে পড়েছেন উৎপাদক সংস্থা থেকে ডিস্ট্রিবিউটার, সরবরাহকারী ঠিকাদারেরাও।

সম্প্রতি গ্যাসের দাম বৃদ্ধির কারণে পশ্চিমবাংলায় মার্চে প্রায় ১০ শতাংশ বিক্রি কমেছে সিলিন্ডারের। ডিলারদের মতে, ক্রমবর্ধমান দাম বৃদ্ধির কারণে সিলিন্ডারের বিক্রি হ্রাস পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ইন্ডেন গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বিজন বিহারি বিশ্বাস জানিয়েছেন, এই হার জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কমতে শুরু করেছে।

২০১৪-তে রান্নার গ্যাসের প্রতিটি সিলিন্ডারের দাম ছিল ৪১৬ টাকা। গত বছর অর্থাৎ ২০২০ সালের মে মাসে তা বেড়ে হয় ৫৮৫ টাকা। দশ মাসে ৪৪ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৪৫ টাকা। শুক্রবার ১০ টাকা কমে হয়েছে ৮৩৫ টাকা। বিজনবাবু জানান, ''আমরা গত কয়েক দশক ধরে এই ধরনের ঘাটতি দেখিনি, সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধির কারণে মুলত পরিবারগুলি সিলিন্ডারের ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছে।''' এই দাম বৃদ্ধি ডিসেম্বর মাসে ১.৫ শতাংশ, এবং জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে যথাক্রমে ২.৫ ও ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

উল্লেখ্য, সিলিন্ডারের দাম ৪ ফেব্রুয়ারিতে ২৫৮ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাম দাঁড়িয়েছিল ৭২০.৫০ টাকা থেকে ৭৪৫.৫০ টাকা। এরপর ১৫ই ফেব্রুয়ারিতে ৫০ টাকা দাম বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭৯৫.৫০ টাকা। আবার ১ লা মার্চ আরও ৫০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাম দাঁড়িয়েছিল ৮৪৫.৫০ টাকা। আজ ১০ টাকা কমেছে।

দেশের বৃহত্তম তেল বিপণন সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েলে সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলায় প্রতি মাসে ২ কোটিরও বেশি সিলিন্ডার বুক করা হয়। কলকাতায় এই সংখ্যাটি ১৪.৫ লক্ষ। রাজ্যে মোট এলপিজি সিলিন্ডারের সংখ্যা প্রায় ২.২৭ কোটি, যার মধ্যে ১.৩১ কোটি রয়েছে ইন্ডিয়ান অয়েলের।

সাড়া দেশে 'উজ্জ্বলা' প্রকল্পে গ্রাহক আছেন প্রায় সাড়ে আট কোটি। তাঁদের একটা অংশ এখন গ্যাস নেওয়ার অবস্থায় নেই। ওঁদের একটা বড় অংশ চারপাশ থেকে সংগৃহিত শুকনো বর্জ্য ও গাছের ডালপালা, খড়কুটোয় ফিরে গিয়েছেন। তাঁদের পরিবেশ-চেতনাকে দমিয়ে দিয়েছে দারিদ্র্য। এ কথা জানিয়ে বিজনবাবু 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে জানান, ইন্ডিয়ান অয়েলের বজবজ কারখানায় সম্প্রতি শ্রমিক অশান্তি বা শিল্প-বিরোধের জেরে কিছু সমস্যা হয়। তার প্রভাবও পড়ে এ রাজ্যের গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহের ওপর।

মূল্যবৃদ্ধি ছাড়াও গৃহস্থালীর গ্যাসের চাহিদা কমে যাওয়ার আর একটা কারণ, গ্রাহকদের একাংশের আশা ছিল ভোটের কথা মাথায় রেখে কেন্দ্র সিলিন্ডারের দাম কমাবে। এই মন্তব্য করে বিজনবাবু জানান, ফলে অনেকে গ্যাসের দ্বিতীয় সংযোগ নিতে সাময়িক বিরত থেকেছেন। চাহিদা কমে যাওয়ায় ডিস্ট্রিবিউটরেরা অনেকে সিলিন্ডারের বরাত দেননি, বা কম দিয়েছেন। ফলে, সিলিন্ডারবোঝাই অনেক লরি দাঁড়িয়ে আছে বটলিং প্লান্টের সামনে। এর জন্য ডিস্ট্রিবিউটর ও ঠিকাদারদের সমস্যা হচ্ছে। শ্রমিক-কর্মীদের অনেকে ঠিকমত মজুরি বা বেতন পাবেন না। চক্রাকারে সমস্যাটা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।''হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পকে হাতিয়ার করে ফের বিজেপিকে নিশানা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২ এপ্রিল (হি.স) : তৃণমূল সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পকে হাতিয়ার করে ফের বিজেপিকে নিশানা করল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরে অভিষেক বলেন, বাংলার সকলের জন্য স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করিয়েছে তৃণমূল সরকার। এই সুবিধা বিজেপি সরকার দিতে পারবে না। কারণ মুখে আয়ুষ্মান ভারতের কথা বললেও, তা সব স্তরের মানুষের জন্য নয়। প্রতিশ্রুতি দিয়ে পালন করে না বিজেপি। কিন্তু তৃণমূল তা করে না, গত ১০ বছরে তৃণমূল রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কাজ করেছে। সেটা মানুষ দেখেছেন। বিজেপি শুধু বাংলাকে এটা দেবো সেটা দেবো ভাষণ দিতে পারে। আসলে বিজেপি বাংলার মানুষকে হাতে মারবে, ভাতে মারবে, পেটে মারবে বলে অভিযোগ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বারুইপুরের জনসভা থেকে অভিষেক অনুরোধ করেন আগামী দিনের নির্বাচনে বহিরাগতদের জায়গা দেবেন না। তাঁর আরও দাবি, ইশতেহারে তৃণমূল যে ১০টি অঙ্গীকার করেছে, তার প্রতিটি পালন করা হবে।

অভিষেক বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতাদের কটাক্ষ করে বলেন, নিজের নাম পর্যন্ত বাংলায় লিখতে পারে না বিজেপির বড় বড় নেতারা। শুধু মুখেই বড় বড় কথা বলেন তাঁরা। বিজেপি শুধু ভেদাভেদের রাজনীতি করে। সিপিএমের হার্মাদরা এখন বিজেপিতে যোগ দিয়েছে। বাংলাকে এরা ঘৃণা করে। মহিলাদের সম্মান দিতে জানে না বিজেপি।

এদের একটিও ভোট না দেওয়ার আবেদন জানান অভিষেক। তৃণমূল সাংসদের দাবি, আগামী দিনে রেশন ঘরে ঘরে পৌঁছবে। প্রত্যেকটি পরিবার বিনা পয়সায় রেশন পাবেন। এসব বিজেপি দেবে না। বাংলায় উন্নয়নের জোয়ারে ভেসে যাবে বিজেপি। বিজেপি শুধু চোরেদের আশ্রয় দেয়। দিদির ১০ অঙ্গীকার পালন করা হবে।

ইতিমধ্যেই দু দফায় ভোট হয়ে গিয়েছে। তৃতীয় দফায় ৬ এপ্রিল ৩১ টি আসনে ভোট হবে। চতুর্থ দফায় ১০ এপ্রিল ৪৪টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। পঞ্চম দফায় ৪৫টি আসনে ভোট হবে ১৭ এপ্রিল। ষষ্ঠ দফায় ভোট হবে ২২ এপ্রিল। সপ্তম দফায় ভোট গ্রহণ হবে ২৬ এপ্রিল ও অষ্টম তথা শেষ দফায় ভোট হবে ২৯ এপ্রিল। বাংলা সহ পাঁচ রাজ্যেই ভোট গণনা ২ মে।

১১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কোভিড পরিস্থিতি 'যথেষ্ট উদ্বেগজনক'

নয়াদিল্লী, ২ এপ্রিল।। ক্যাবিনেট সচিব সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সঙ্গে কোভিড পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেছেন ১১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কোভিড পরিস্থিতি 'যথেষ্ট উদ্বেগজনক' মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব এবং ছত্তিশগড়ের পরিস্থিতি উদ্বেগ বাড়িয়েছে। ক্যাবিনেট সচিব শ্রী রাজীব গৌবা আজ সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিব, পুলিশের মহানির্দেশক ও স্বাস্থ্য সচিবদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন। গত দুই সপ্তাহ ধরে ১১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কোভিড-১৯এর সংক্রমণ এবং সংক্রমিতদের মৃত্যুর দৈনিক হার যথেষ্ট বেশি হচ্ছে। বৈঠকে নীতি আয়োগের স্বাস্থ্য বিভাগের সদস্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার সচিব, আইসিএমআর-এর মহানির্দেশক এবং এনসিডিসি-র নির্দেশক উপস্থিত ছিলেন।

পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে ক্যাবিনেট সচিব বলেছেন, মার্চ মাসে কোভিড সংক্রমণের বৃদ্ধির হার ৬.৮ শতাংশ। এর আগে ২০২০র জুন মাসে বৃদ্ধির হার ছিল সর্বাধিক- ৫.৫ শতাংশ। দেশে কোভিড সংক্রমিতদের দৈনিক মৃত্যুর হার ৫.৫ শতাংশ। ২০২০র সেপ্টেম্বরে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা ছিল ৯৭ হাজার। বর্তমানে দৈনিক সংক্রমণ ৮১ হাজারে পৌঁছে গেছে।

বৈঠকে পুরো পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধির বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তথ্য ও সম্প্রচার সচিব জানিয়েছেন যথাযথ কোভিড আচরণবিধি মেনে চললে এই সংক্রমণ থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করা যাবে। নীতি আয়োগের সদস্য (স্বাস্থ্য) ডঃ ভি কে পাল রাজ্যগুলিকে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য এবং জিন বিন্যাসের জন্য পরিযোজিত ভাইরাসের স্ট্রেনের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ভাগ করে নেওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব উল্লেখ করেছেন যে ১১টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে দৈনিক সংক্রমণের হার বেশি সেখানে কন্টেনমেন্ট সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধি করা হচ্ছেনা, তিনি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্যসচিব ও পুলিশের মহানির্দেশকদের অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁরা যেন এই সংক্রমণ প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

১১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলে বৈঠকে উল্লেখ করা হয়েছে। গত ১৪ দিনে (৩১ মার্চ পর্যন্ত পাওয়া হিসেবে) দেশে মোট কোভিড সংক্রমণের ৯০ শতাংশ এবং সংক্রমিতদের মৃত্যুর ৯০.৫ শতাংশ এই ১১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেই ঘটেছে। সবথেকে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি মহারাষ্ট্রে। এর আগে সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে যে চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা মেনে চলা হয়েছিল, যার ফলে সংক্রমিত চিকিৎসাধীন এবং মৃত্যুর হার কম হয়েছিল সেইসব ব্যবস্থাপনাকে দ্রুত কার্যকর করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বৈঠকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর শহরগুলি ও আধা-শহর আধা-গ্রাম এলাকায় কোভিড সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। এইসব অঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো দুর্বল থাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে সতর্ক হতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বিস্তারিত পর্যালোচনার পর ক্যাবিনেট সচিব কোভিড সংক্রান্ত যথাযথ আচরণবিধি মেনে চলার জন্য এবং কন্টেনমেন্ট এলাকার সব নিয়ম পালন ও নজরদারি চালানোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

ভারতে ২৪.৫৯-কোটির ঊর্ধে করোনা-টেস্ট, সক্রিয় রোগী বেড়ে ৫ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে ২৪.৫৯-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১ এপ্রিল সারা দিনে ১১,১৩,৯৬৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২৪,৫৯, ১২,৫৮৭-এ পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৮১,৪৬৬ জন।

থামার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, ভারতে বেড়েই চলেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ৩০, ৬৪১ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৫০,৩৫৬ জন।

সাংবাদিকের পিতৃ-বিয়োগ

আগরতলা, ২ এপ্রিল।। আগরতলা প্রেসক্লাবের সদস্য তথা নর্থ ইস্ট কালার্স পত্রিকার সাংবাদিক প্রবীর শীলের পিতা রুহিদাস শীল শুক্রবার সকাল ছয়টা তিরিশ মিনিটে মিলন সংঘস্থিত মধ্যপাড়ায় নিজবাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি দুই পুত্র ও এক কন্যা সহ বহু গুণমুগ্ধ ও আত্মীয়পরিজন রেখে গেছেন। আগরতলা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে উনার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হচ্ছে।

চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। চলন্ত ট্রেনে পাথর ছোড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রাজ্যের কিছু নির্ধারিত স্থানে চলন্ত ট্রেনে পাথর ছোড়ার ঘটনা ঘটে চলেছে।গত ৩১ শে মার্চ সাব্রুম থেকে আগরতলাগামী রাতের ট্রেনের উপর বিশালগড় থানাধীন হরিশ নগর চা বাগান এলাকায় কিছু দুষ্কৃতিকারী এলোপাথাড়ি পাথর নিক্ষেপ করে। এতে ট্রেনের সামনের ইঞ্জিনে থাকা লুকিং গ্লাস ভেঙ্গে যায়। আহত হয় ট্রেনের কর্মীরা। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ২রা এপ্রিল ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান বিশালগড় থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার সহ আরপিএফ এর এক বিশেষ টিম। আরপিএফ এবং বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে এলাকাবাসীদের সাথে এ বিষয়ে কথা বলেন। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আরপিএফ এর আধিকারিক জানান রেলের উপর পাথর নিক্ষেপ সহ বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকান্ড রেল ট্রেক সংলগ্ন এলাকায় হয়ে থাকে। এই সমস্ত ঘটনা রোধে অতিসত্বর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।কিছুদিন পরপরই চলন্ত ট্রেনে পাথর ছোড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য যাত্রীসাধারণের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

বিদ্যুৎ নিগমের দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজে ক্ষোভে ফুঁসছেন নবীনগরবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। বিদ্যুৎ নিগমের দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজে ক্ষোভে ফুঁসছেন নবীনগর ২ নং ওয়ার্ড এলাকার মানুষজন। দীর্ঘ প্রায় তিনমস ধরে এলাকায় একটি বিদ্যুতের খুঁটি বিপদজনক অবস্থায় ঝোলে রয়েছে।বিদ্যুৎ নিগমের কাজ করবে জনগণের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। বিপদজনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে বিদ্যুতের খুঁটি। ঘটনা নবীনগর পঞ্চায়েতের ২নং ওয়ার্ডে। তিন মাস পূর্বে নবীনগর পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডে বিদ্যুতের খুটি ভেঙে যায়।বিদ্যুৎ নিগমের স্থানীয় অফিসে বেশ কয়েকবার জানানোর পরেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। স্থানীয় মানুষের বাশের ঝাড় থেকে দুটি মুলি বাঁশ কেটে এনে বিদ্যুতের খুঁটি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বিদ্যুৎ দপ্তর এর ইঞ্জিনিয়ার তুষার কান্তি রায় এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করিয়েছেন। এখানেই দায়িত্ব খালাস তুষার বাবুর। দীর্ঘ তিন মাস হতে চলেছে। বিপদজনক অবস্থায় পরে থাকা বিদ্যুতের খুঁটি সরিয়ে নতুন খুঁটি বসানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। বিপদজনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা বিদ্যুৎ খুঁটির সঙ্গে রয়েছে একটি বিদ্যালয়। রয়েছে এলাকার সমস্ত জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত একটি পুকুর। সে পুকুরে প্রতিনিয়ত গ্রামের লোকেরা স্নান করতে যান। যে কোন মুহূর্তে এই পুকুরের মধ্যে খুটি ভেঙে তার পড়ে যেতে পারে।এমনই আশঙ্কার মধ্যে দিয়ে পুকুরে স্নান করতে বাধ্য হচ্ছেন এলাকাবাসী।অবিলম্বে নবীনগর ২ নং ওয়ার্ডে বিপদজনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা বিদ্যুতের খুঁটি সারাই করে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার জন্য এলাকাবাসী দাবি জানিয়েছেন।

জলের অভাবে তরমুজ চাষীদের মাথায় হাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। জলের অভাবে তরমুজ চাষীদের মাথায় হাত।বনকুল মহামুনি এলাকায় তরমুজ চাষীরা বৃষ্টির জন্য চাতক পাখির মতো হা করে বসে আছেন।রূপাইছড়ি কৃষি মহাকুমার অন্তর্গত বনকুলের মহামুনি এলাকার তরমুজ চাষীদের এবছর জলের অভাবে তরমুজ উৎপাদন খুবই খারাপ হয়েছে। অন্যান্য বৎসর এই এলাকার তরমুজ চাষীরা তরমুজ উৎপাদন করে লাভের মুখ দেখতেন। কিন্তু এবার শুধুমাত্র জলের অভাবে মার খেতে হয়েছে তরমুজ চাষীদের। তরমুজ চাষের বিষয়ে বলতে গিয়ে তরমুজ চাষী কমলা মগ জানান যে এবছর তারা যে টাকা খরচ করেছেন তরমুজ উৎপাদন করতে গিয়ে সে টাকাও তারা তুলে আনতে পারবেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তাদের আশঙ্কা আর্থিকভাবে লোকসানের শিকার হবেন। অন্য আরো এক তরমুজ চাষীও একই কথা বলেন।এবার শুধুমাত্র জলের অপ্রতুলতার কারণেই তরমুজ চাষীদের লাভের মুখ দেখছেন না।রূপাইছড়ি কৃষি মহাকুমা অফিসের ঢিল ছোড়া দূরত্বে তরমুজ চাষীদের এ রকম অবস্থা হলেও এ ব্যাপারে রুপাইছড়ি কৃষি মহকুমার কর্তা বাবুদের কোনরকম হেলদোল নেই। আগে একটা সময় এই এলাকার উৎপাদিত তরমুজ সাবরুম এর বাইরেও বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি হতো।কিন্তু এখন তা আর সম্ভব হচ্ছে না।

কাকড়াবনে দূর্ঘটনায় আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি,উদয়পুর,২রা এপ্রিল।। আজ সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ কাকড়াবন পালাটানা কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় উদয়পুর ও কাকড়াবন সড়কের মধ্যে অটো এবং মোটর চালিত রিক্সার মধ্যে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। মোটর চালিত রিকশা চালক রঞ্জিত নট্ট ভৌমিক (৪৫ বৎসর) গুরুতর ভাবে আহত হয়। এলাকাবাসী দুর্ঘটনা দেখে কাকড়াবন অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের খবর দেয়। পরে ঘটনাস্থল থেকে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা আহত অবস্থায় রিক্সা চালক রঞ্জিত নট্ট দাস কে কাকড়াবন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায় । পরবর্তীতে বাড়ির লোকজন ও নিকট আত্মীয়রা খবর পেয়ে কাকড়াবন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছুটে যান । এদিকেস্টট্রঞ্জ৩ স্ক- ৪২৯২ নম্বরের অটো গাড়ি এবং ব্যাটারি চালিত রিক্সা দুটি কে কাকড়াবন থানায় নিয়ে আসা হয়। উদয়পুর কাকড়াবন রাজ্য সড়কে প্রায়শই দুর্ঘটনা সংগঠিত হওয়ায় জনমনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। বিশ জানুয়ারি এই সড়কের উদয়পুর খিলপাড়া বাজার সংলগ্ন এলাকায় মদমত্ত বাইক চালকের বদান্যতায় সাগর দে নামে এক বডি বিল্ডার্সের মৃত্যু, জামজুড়ি ইট ভাটা সংলগ্ন এলাকায় দিদির বাড়িতে বেড়াতে এসে ভাইয়ের মৃত্যু, পালাটানা ফরেস্ট ড্রপগেইট সংলগ্ন এলাকায় নিত্যলাল মজুমদারের সপ্তম শ্রেণীতে পড়ুয়া প্রজ্ঞা মজুমদার দুর্ঘটনায় পা ভেঙে পাঁচ মাস বাড়িতে গৃহ বন্দি। তাই এই রাজ্য সড়কে চলাচল কারী যাত্রীরা আতঙ্কগ্রস্ত।

সাঁচীরামবাড়িতে কংগ্রেসের নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২ এপ্রিল।। আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অন্যান্য রাজনৈতিক দল গুলিকে টেক্কা দিয়ে কংগ্রেস দল ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ২২-নং কাঠালিয়া মির্জা-রাজাপুর কেন্দ্রের প্রার্থী প্রনব রিয়াং , ২৬-নং বীরচন্দ্র নগর-কলসী কেন্দ্রের প্রার্থী মৃনাল কান্তি ত্রিপুরা , ২৭-নং ভুড়াতলী-পূর্ব মুহুরীপুর কেন্দ্রের প্রার্থী সুবধন ত্রিপুরা ও ২৮-নং শিলাছড়ি-মনু বনকুল কেন্দ্রের প্রার্থী দেবজানি চাকমা , কংগ্রেস দলের এই চারটি প্রার্থীর সমর্থনে আজ দুপুরবেলা সাঁচীরাম বাড়ি ধনঞ্জয় স্মৃতি ইকো পার্কের সামনে পার্ক বাজারে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে একটি নির্বাচনী সভার আয়োজন করা হলো। এই নির্বাচনী সভায় উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জি,এস, এবং পাঞ্জাবের প্রাক্তন লোকসভার সাংসদ তথা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেসের প্রভারী কুলদীপ সিংহ নাগরাজ , সর্বভারতীয় মহিলার সাধারণ সম্পাদক কিম হাওকিং , এইছাড়া উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ বিশ্বাস , ত্রিপুরা রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেসের যুব কংগ্রেস সভাপতি পুজন বিশ্বাস , প্রাক্তন মন্ত্রী লক্ষ্মীনাথ , প্রাক্তন মন্ত্রী বিল্লাল মিয়া , প্রাক্তন বিধায়ক রাজেশ্বর দেববর্মা সহ আরো বলিষ্ঠ কংগ্রেস নেতৃত্বরা। এই সভাতে কংগ্রেসের প্রভারী কুলদীপ সিংহ নাগরাজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং আইএনপিটি দলের প্রধান নেতা এনসি দেববর্মা ও তিপ্রামথা দলের নেতা মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মনকে হুঁশিয়ারি করে দিয়ে যান। তিনি আরো হুঁশিয়ারি দিয়ে যান ২০২৩ সালের নির্বাচনে ক্ষমতায় আসার পর বর্তমানে যে সমস্ত বিজেপি দলের নেতারা কংগ্রেস দলের নেতাকর্মীকে রাজনৈতিক হিংসাত্মক করে আক্রমণ করেছেন তাদেরকে কংগ্রেস সরকার গঠন হওয়ার পরেই পায়ে গন্ডা হিসাব করে জেলে পাঠাবে। কংগ্রেস কতৃক আয়োজিত আয়োজিত আজকের সভায় উপস্থিত লোকজনদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিলো লক্ষ্যনীয়।

লকআপে

● প্রথম পাতার পর

মেডিকেল রিপোর্ট পাওয়ার পর পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দিয়েছেন ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের ব্যবস্থা করার জন্য।আগামী ১৩ এপ্রিল আদালতে রিপোর্ট পেশ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অমিত শাহ

● আটের পাতার পর

গঠন হলেই অনুপ্রবেশকারী শুধু নয়, একটা পাখিও বাংলায় প্রবেশ করতে পারবে না। স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা সমস্ত কিছু থেকেই পিছিয়ে রয়েছে উত্তরবঙ্গ। উত্তরবঙ্গের মানুষের সঙ্গে দিদি অন্যায় করেছেন। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলেই আপনাদের সঙ্গে আর অন্যায় হতে দেবে না।' মমতাকে খোঁচা দিয়ে অমিত শাহ বলেন, 'কাউকে বলবেন না। এটি খুব গোপনীয় তথ্য, কিন্তু আমি মাইকে বলে যাচ্ছি যে, দিদি নন্দীগ্রামে হেরে গিয়েছেন।'

আটক

● প্রথম পাতার পর

করে। সেই গাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণ ব্রাউন সুগার সহ কুখ্যাত নেশা কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ।

এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে এসডিপিও প্রিয়া মাধুরী মজুমদার জানান, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা রাতেই তাদের কাছে খবর আসে একটি গাড়িতে প্রচুর পরিমাণে নেশা সামগ্রী মজুত রয়েছে। ওই নেশা সামগ্রী রাজ্যের বিভিন্ন পাচার করার চেষ্টা চলছে। সেই খবরের ভিত্তিতে রাত তিনটা নাগাদ এনসিসি থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালানো হয়েছে। তিনি বলেন, অভয়নগরে সন্দেহভাজন গাড়িটি খুঁজে পায় পুলিশ। ওই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ব্রাউন সুগার সহ নেশা কারবারি সুব্রত চৌধুরী ওরফে তুহিন চৌধুরী-কে আটক করা হয়েছে। তিনি জানান, উদ্ধার করা নেশা সামগ্রীর আনুমানিক বাজার মূল্য ১০ লক্ষাধিক টাকা হবে। তিনি বলেন, এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

ট্রান্সফরমারের

● প্রথম পাতার পর

এই খবর পেয়ে ১১ মহারানী তেলিয়ামুড়া কেন্দ্রের বিজেপি জোটের প্রার্থী গীতা দেববর্মা আহত শিশুকে দেখতে তার বাড়িতে ছুটে যান। পরবর্তী সময়ে আহত ৪ বছরের শিশু সুলতান মিয়া চিকিৎসার ব্যাপারে প্রার্থী গীতা দেববর্মা অর্থনৈতিক ভাবে নগদ দুই হাজার টাকা দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। কিন্তু বিদ্যুতের ট্রান্সফরমারের সংস্পর্শে এসে শিশুটি আহত হয়ে ৩ দিন পেরিয়ে গেলেও বিদ্যুৎ নিগমের কোনো কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে গিয়ে খোঁজখবর নেবার প্রয়োজনটুকুও মনে করেনি।

ভারতে

● প্রথম পাতার পর

করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১,২৩,০৩,১৩১-তে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪৬৯ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৬৩,৩৯৬ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ১৪ হাজার ৬৯৬ জন (৫ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ৩০,৬৪১ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৬ কোটি ৮৭ লক্ষ ৮৯ হাজার ১৩৮ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৩৬,৭১,২৪২ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

ঝড়ে

● প্রথম পাতার পর

ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং তা দ্রুত সারাইয়ের কাজ চলছে।

আজ মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, দুই দিনের মধ্যে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপন হয়ে যাবে। তিনি বলেন, ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ ৭০ শতাংশ বাড়িঘরে টিনের চাল উড়ে গেছে। তাদের সম্পুর্ন ক্ষতিগ্রস্থের শ্রেণী-তে অন্তর্ভুক্ত করে ক্ষতিপূরণের ৯৫ হাজার টাকা বন্দোবস্ত করা হবে। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের উপর কারোর হাত নেই। এ-ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তায় সরকার এগিয়ে আসবেই। তাতে, নির্বাচন আচরণ বিধি বাধা হবে না।

গুড ফ্রাইডে

● প্রথম পাতার পর

যে তাঁকে সম্ভবত শুক্রবারে ক্রুসবিদ্ধ করা হয়েছিল। দুটি ভিন্ন গোষ্ঠীর মতে গুড ফ্রাইডের বছরটি হল ৩৩ খ্রিস্টাব্দ। আইজ্যাক নিউটন বাইবেলীয় ও জুলিয়ান ক্যালেন্ডার এবং অমাবস্যার তিথি বিচার করে গুড ফ্রাইডের যে প্রকৃত সালটি নিরুপণ করেছেন, সেটি হল ৩৪ খ্রিস্টাব্দ। ক্রুসিফিকেশন ডার্কনেস অ্যান্ড একলিপস পদ্ধতি নামে একটি তৃতীয় পদ্ধতি হিসেব করে গুড ফ্রাইডের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ এপ্রিল, ৩৩ খ্রিস্টাব্দ।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

হবে। তিনি বলেন, সিপিএম শাসনের ২৫ বছরে দিল্লি থেকে সরাসরি ত্রিপুরাতে কোনও বিমান ছিল না। এখন প্রতিদিন ২টি করে বিমান দিল্লি থেকে ত্রিপুরায় উঠানামা করছে। এগুলিতে দৈনিক ৪০০ থেকে ৫০০ যাত্রী আসা যাওয়া করছেন।

এদিন বিদ্রুপের সুরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সিপিএম-র কথায় তাদের জমানায় ত্রিপুরায় স্বর্ণ যুগ ছিল। ক্ষমতায় আসার পর যখন আমি স্বর্ণ খুঁজতে যাই দেখি উল্টো ১৩ হাজার কোটি টাকা ঋণ রয়েছে।

কীটনাশক

● প্রথম পাতার পর

ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তাকে তড়িঘড়ি নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার চিকিৎসা শুরু করে। বর্তমানে সে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা যায় সঞ্জয় সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। পরিবারের সদস্যদের ওপর অভিমান করে সে কীটনাশক ঔষধ খায়।

নেশা সামগ্রী

● প্রথম পাতার পর

মহিলাকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। স্থানীয় যুবকরা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। এর পেছনে একটি বড় চক্র জড়িত রয়েছে বলে ধারণা করছেন পুলিশের কর্মকর্তারা। চক্রটিকে চালে তোলার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

তৃণমূল-বিজেপি উভয় দল

● আটের পাতার পর

কাউকে কাটমানি দিতে হবে না। সিন্ডিকেট, দুর্নীতি থেকেও বাংলা মুক্তি পাবে। আর আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি সমস্ত দোষীরাও কারাগারে বন্দি হবে।' অনুপ্রবেশ-সমস্যা নিয়ে অমিত শাহ বলেন, 'আপনারা অনুপ্রবেশকারী নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন তো? দিদি থাকলে অনুপ্রবেশকারীর সমস্যা মিটবে না। বিজেপি এলে এগুলো সব বন্ধ করে দেবে।'

এদিকে, এদিন আলিপুরদুয়ারের কালচিনিতে নির্বাচনী জনসভা করেছেন অমিত শাহ। এই জনসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'দিদি বাংলায় শুধু খেলা হবে, খেলা হবে বলে মানুষকে ভয় দেখাচ্ছেন। কিন্তু বাংলার মানুষ আর দিদিকে ভয় পায় না।' জনগণের উদ্দেশে অমিত শাহ বলেছেন, 'দিদি আপনাদের ভাল চান না। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ৩৫০ টাকা করবে। দিদি আদিবাসীদের কোনও উন্নয়ন করেননি। আদিবাসী এবং তাদের জমি সংরক্ষণ করেছে বিজেপি সরকার। অটল বিহারি বাজপেয়ীজী আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য একটি আলাদা মন্ত্রণালয় গঠন করেছেন।'

আলিপুরদুয়ার থেকে বঙ্গবাসীকে আশ্বস্ত করে অমিত শাহ বলেছেন, 'বাংলায় বিজেপি সরকার আপনারা গঠন করুন। আমরা এখানে এক নারায়ণী সেনা গঠন করব, যেখানে গোর্খা এবং রাজবংশী যুবকরা চাকরি পাবে। দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, তরাই, ডুয়ার্সের সমস্ত সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য প্রয়াস করবে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার। আপনারা চিন্তা করবেন না। ২ মে বাংলায় বিজেপি সরকার গঠন হলে, এখানে আয়ুষ্মান ভারত চালু করা হবে। এতদিন দিদি এটা চালু করতে দেননি। কারণ, তাঁর ভয় ছিল এতে মোদীজী খ্যাতির শীর্ষে উঠে যাবেন।'

অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'এ রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা ন্যায্য বেতন পায় না। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, এখানে বিজেপি সরকার আপনারা তৈরি করুন, সমস্ত রাজ্য সরকারি কর্মী সপ্তম বেতন পে কমিশনের ক্রমানুযায়ী বেতন পাবেন।' কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন খতিয়ান তুলে ধরে অমিত শাহ বলেছেন, 'মোদীজী ১৩ কোটি গরিব পরিবারকে গ্যাস সিলিন্ডার দিয়েছেন। ১০ কোটির অধিক মায়ের বাড়িতে শৌচালয় সুবিধা করে দিয়েছেন। আড়াই কোটির বেশি গরিব মানুষের বাড়ি তৈরি করে দিয়েছেন। ৫ কোটির অধিক গরিব বাড়িতে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা পৌঁছেছেন। ৬০ কোটি গরিব মানুষকে ৫ লক্ষ পর্যন্ত খরচ স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ করেছে মোদী সরকার। কিন্তু এই সকল সুবিধা থেকে আপনাদের বঞ্চিত করেছেন দিদি।' হুঁশিয়ারি দিয়ে অমিত শাহ বলেছেন, 'দিদির গুন্ডারা কান খুলে শুনে নিন, আপনারা ভাববেন না যে বেঁচে গিয়েছেন। ২ মে বাংলায় বিজেপি সরকার গঠন হলেই যারা দুর্নীতি করেছে, যারা বিজেপি কর্মীদের হত্যা করেছে, তাদের খুঁজে বের করে জেলে বন্দি করবো। দিদির গুন্ডারা তোলাবাজি করেছে। সিন্ডিকেট চালিয়েছে। আমফানের পয়সা লুট করেছে। ভারতীয় জনতা পার্টির ১৩০ জন কার্যকর্তাকে হত্যা করেছে। এই সব অন্যায় যারা করেছে, তারা সবাই জেলে থাকবে।' অমিত শাহ এদিন জনগণকে প্রশ্ন করেন, 'আপনারাই বলুন বাংলায় অনুপ্রবেশের সমস্যার কোনও সমাধান হয়েছে কি? দিদি কিছুই করেননি। আমি কথা দিচ্ছি, ২ মে বাংলায় বিজেপি সরকার গঠন হলেই অনুপ্রবেশকারী শুধু নয়, একটা পাখিও বাংলায় প্রবেশ করতে পারবে না। স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা সমস্ত কিছু থেকেই পিছিয়ে রয়েছে উত্তরবঙ্গ। উত্তরবঙ্গের মানুষের সঙ্গে দিদি অন্যায় করেছেন। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলেই আপনাদের সঙ্গে আর অন্যায় হতে দেবে না।' মমতাকে খোঁচা দিয়ে অমিত শাহ বলেন, 'কাউকে বলবেন না। এটি খুব গোপনীয় তথ্য, কিন্তু আমি মাইকে বলে যাচ্ছি যে, দিদি নন্দীগ্রামে হেরে গিয়েছেন।'

শুক্রবার একাধিক জনসভার পর বারুইপুর ও আরামবাগে রোড শো করেন অমিত । আরামবাগে রোড শো শেষে ভাষণে অমিত শাহ বলেন, 'সোনার বাংলা তৈরি করার জন্য নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ২০০-র বেশি আসন সহ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার তৈরি করতে হবে।

আজ বেহালা পূর্ব ও পশ্চিমের প্রার্থীদের সমর্থনে প্রার্থীদের সঙ্গে নিয়ে রোড শো করছেন টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা কেন্দ্রীয়মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় । বেহালা পূর্ব ও পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী পায়েল সরকার এবং শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় । বিশাল মিছিল করে চলছে প্রচার। বেহালা চৌরাস্তা থেকে ডায়মন্ড পার্ক পর্যন্ত চলে মিছিল।

অন্যদিকে আজ প্রচারে ঝড় তোলেন বিজেপির আর এক তারকা প্রচারক মিঠুন চক্রবর্তী। আজ পুরশুড়াতে রোড শো করছেন মিঠুন চক্রবর্তী । ৪ কিমি রাস্তায় রোড শো করবেন বিজেপির এই তারকা প্রচারক। বহু মানুষের ভিড় হয়েছে। আশেপাশের মানুষ বেরিয়ে এসেছে তাঁকে দেখার জন্য। ফুল ছুঁড়ছেন সমর্থকরা। বাজনা বাজছে, রয়েছে ব্যানার-ফ্লেক্স। কার্যত জনসমুদ্র মিঠুন চক্রবর্তীকে ঘিরে। আজ একাধিক রোড শো হাওড়া ডুমুর জেলা স্টেডিয়াম থেকে বিজেপির মধ্য হাওড়ার প্রার্থী শ্রী সঞ্জয় সিং এর প্রচারে রোড শো করেন তিনি।

অন্যদিকে আজ উত্তবঙ্গে একাধিক সভা করে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন দিনহাটার সভা থেকে উন্নয়নের বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি ফের সরকারে ফিরলে শীতলকুচিতে আইটিআই গডার প্রতিশ্রুতি দিলেন। "কোচবিহারে রাজবংশীদের জন্য কী না করেছি।" এই মন্তব্য করে শুক্রবার উত্তরবঙ্গে দিনহাটার জনসভায় রাজবংশী ও মতুয়াদের উন্নয়নে বিদায়ী রাজ্য সরকারের কাজের খতিয়ান তুলে ধরলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বলেন, "এখানে মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হয়েছে। শীতলকুচিতে নতুন আইটিআই তৈরি হচ্ছে। নতুন নতুন রাস্তা, সেতু তৈরি করেছি। পরিবহণ ব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে।" পুনরায় ক্ষমতায় আসলে তপশীলি-আদিবাসীদের ৬০ বছর বয়স পেরোলে পেনশন, বিনাপয়সায় বাড়িতে রেশন পৌঁছে দেওয়া, এমনকী সব মেয়েদের প্রতিমাসে ৫০০ টাকা করে হাতখরচ দেওয়া হবে বলেও আবারও মনে করিয়ে দিলেন মমতা।

এদিনের সভা থেকে জাত-পাতের রাজনীতি করি না বলেও কত কী করেছেন, সেই ফিরিস্তি তৃণমূলনেত্রী।

ক্রীড়াঙ্গন

রোনালদোর ছুড়ে ফেলা আর্ম ব্যান্ডের মূল্য ৬৪ হাজার ইউরো !

রাগের মাথায় ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো আর্ম ব্যান্ডটা ছুড়ে ফেলেছিলেন মাঠে। সেটাই নিলামে অজ্ঞাত পরিচয় একজন কিনে নিয়েছেন ৬৪ হাজার ইউরোয়।এই অর্থের পুরোটাই ব্যয় হবে জটিল রোগে ভোগা একটি শিশুর চিকিৎসায় ইউরোপিয়ান অঞ্চলের ২০২২ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে গত শনিবার 'এ' গ্রুপে সার্বিয়া-পর্তুগাল ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র হয়। ম্যাচের যোগ করা সময়ে রোনালদোর একটি শট গোলরক্ষকের গায়ে লেগে 'গোললাইন পেরিয়ে যায়।' শেষ সময়ে গিয়ে সার্বিয়ার এক খেলোয়াড় ক্লিয়ার করলেও পর্তুগালের দাবি, এর আগেই গোললাইন পেরিয়ে গিয়েছিল বল। কিন্তু রেফারির সাড়া মেলেনি। পরে অবশ্য ডাচ ম্যাচ রেফারি ডেনি মাকেলি নিজের ভুল স্বীকার করেন।গোল না পেয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখানোয় হলুদ কার্ড দেখেন রোনালদো। শেষ বাঁশি বাজার কয়েক সেকেন্ড আগেই মাঠ

ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আর্ম ব্যান্ড ছুড়ে ফেলেন তিনি।তখন মাঠে দায়িত্ব পালন করছিলেন স্থানীয় দমকলকর্মী জর্জ ভুকিসেভিচ। আর্ম ব্যান্ডটি তিনি তুলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় একটি স্পোর্টস চ্যানেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং এটি দুস্থদের সাহায্যের কাজে নিলামে তোলার পরিকল্পনা করেন।এএফপিকে ভুকিসেভিচ বলেন, জটিল রোগে ভোগা ছয় মাস বয়সী এক শিশুর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি; যে রোগে প্রতি ১০ হাজারে আক্রান্ত হয় একজন শিশু।ম্যাচের ছবি ও ভিডিও ফুটেজ দেখে আর্ম ব্যান্ডটির সত্যতা যাচাই করে তা নিলামে তোলে স্পোর্টস চ্যানেল স্পোর্টক্লাব।নিলামে ওঠা ৬৪ হাজার ইউরো দিয়ে শিশুটির বিশাল চিকিৎসা ব্যয়ের কিছুটা পূরণ হবে কেবল। উন্নত চিকিৎসার জন্য লাগবে প্রায় ২০ লাখ ইউরো ইউরো।

ভারতের ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ের দশ বছর পূর্তি

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল (হি.স) : আজ ২ এপ্রিল ভারতের ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ের দশ বছর পূর্তির দিন। ১০ বছর আগে এইদিনে দ্বিতীয়বার বিশ্বজয়ের স্বাদ পেয়েছিল ভারত। কপিল দেবের পর মহেন্দ্র সিং ধোনির হাতে উঠেছিল ওয়ান ডে বিশ্বকাপ।

১৯৮৩ সালের ২৫ জুন কপিলের হাত ধরে প্রথমবার বিশ্বজয়ের স্বাদ পেয়েছিল ভারত। তার প্রায় ২৭ বছর পর ধোনির হাতে উঠেছিল বিশ্বকাপ। ১০ বছর আগের ২ এপ্রিলের রাত মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম সাক্ষী ছিল ধোনির বিশ্বজয়ের। যা কাশ্মীর থেকে কন্যকুমারীকা, আসমুদ্রহিমাচল গর্জে উঠেছিল ধোনির জয়ধ্বনিতে। ভারতীয় দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ধোনি। শ্রীলঙ্কার পেসার নুয়ান কুলশেকারাকে ছক্কা হাঁকিয়ে ভারতকে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন করেছিলেন ক্যাপ্টেন ধোনি। যা ক্রিকেট বিশ্বে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৭ সেকেন্ডেই লাল কার্ড!

সিনিয়র ফুটবলে দ্রুততম সময়ে লাল কার্ডের ঘটনাগুলোর একটির সাক্ষী হয়েছে ব্রাজিলের ঘরোয়া ফুটবল। নর্থ-ইস্টার্ন কাপে প্রতিপক্ষ ত্রেজির বিপক্ষে ম্যাচের ১৭ সেকেন্ডের মাথায় লাল কার্ড দেখেন বোতাফোগোর মিডফিল্ডার কাইয়ো ভিলকের।ব্রাজিলের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত পারাইবা রাজ্যের দল দুটির মধ্যকার ম্যাচের ঘটনা এটি। গত বৃহস্পতিবারের ম্যাচটি ১-০ গোলে জেতে স্বাগতিক ত্রেজি।ম্যাচ শুরুর আট সেকেন্ডের মাথায় ত্রেজির এক ডিফেন্ডার হেডে বল ক্লিয়ার করতে গিয়েছিলেন। এসময় লাফিয়ে তার মাথা বরাবর একসঙ্গে দুই পা ছোড়েন ভিলকের। তাকে সরাসরি লাল কার্ড দেখাতে ভাবতে হয়নি রেফারিকে।এই ধরনের রেকর্ডগুলো যাচাই করা কঠিন, তবে সিনিয়র ফুটবলে এটি দ্রুততম লাল কার্ডের ঘটনাগুলোর একটি।ব্রিটিশ দৈনিক দা গার্ডিয়ানের তথ্য মতে, ১৯৯০ সালে পার্মার এক খেলোয়াড়কে আঘাত করে ম্যাচের ১০ সেকেন্ডের মাথায় লাল কার্ড দেখেছিলেন বোলোনিয়ার লরেন্সো।

হাসপাতালে ভর্তি হলেন করোনা-আক্রান্ত সচিন, শীঘ্রই বাড়ি ফেরায় আশাবাদী

মুম্বই, ২ এপ্রিল (হি.স.): হাসপাতালে ভর্তি হলেন করোনা-আক্রান্ত প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিক্রেটার সচিন তেণ্ডুলকর। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এবং চিকিৎসকদের পরামর্শে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন সচিন। শুক্রবার সচিন নিজেই টুইট করে জানিয়েছেন তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। গত ২৭ মার্চ সচিনের করোনা-রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল। কোভিড-১৯ পজিটিভ হওয়ার পর বাড়িতেই স্বেচ্ছা-নিভৃতবাসে ছিলেন সচিন। চিকিৎসকদের পরামর্শে এবার হাসপাতালে ভর্তি হলেন মাস্টার ব্লাস্টার সচিন। সচিন শুক্রবার টুইট করে লিখেছেন, 'শুভেচ্ছা ও প্রার্থনার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আমি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। আশা করছি শীঘ্রই বাড়ি ফিরব।সবাই সুস্থ ও নিরাপদ থাকুন।' ঘটনাচক্রে ১০ বছর আগে ২ এপ্রিলই বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। এদিন সেই কথা স্মরণ করে টুইট সচিন লেখেন,'আজকের দিনে ১০ বছর আগে ভারত বিশ্বকাপ জিতেছিল। সকল ভারতীয় ও আমার বিশ্বকাপ জয়ী সতীর্থদের অভিনন্দন।' উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্রে এই মুহূর্তে হু হু করে বাড়ছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ, চলচ্চিত্র জগতের অনেকেই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন, সংক্রমিত হয়েছেন ক্রীড়া জগতেরও অনেকে।

করোনা জয় করে আপাতত সুস্থ নীতিশ রানা, জানাল কেকেআর

কলকাতা, ২ এপ্রিল (হি.স) : কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্যাটসম্যান নীতিশ রানা করোনা আক্রান্ত হলেও তা জয় করে আপাতত দলে ফিরেছেন। এক বিবৃতি জারি করে জানিয়ে দিল নাইট কর্তৃপক্ষ। করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর নিয়ে নাইট শিবির কোনও অফিসিয়াল বিবৃতি না দেওয়ায় বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল সাময়িকভাবে। জানা গিয়েছে, গত ২১ মার্চ কোভিড পরীক্ষার নেগেটিভ রিপোর্ট নিয়েই নাইট শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন রানা। সেখানে বাধ্যতামূলক সাতদিনের কোয়ারেন্টাইনের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ, ২২ মার্চ এসওপি মেনে তাঁর কোভিড পরীক্ষা করা হয়। সেই পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে রানার। যদিও তাঁর শরীরে কোনওরকম উপসর্গ ছিল না বলে জানিয়েছে নাইট কর্তৃপক্ষ। এই সময়কালে কোয়ারেন্টাইনেই ছিলেন তিনি। এরপর বৃহস্পতিবার রানার কোভিড পরীক্ষার রিপোর্ট অবশেষে নেগেটিভ এসেছে। শীঘ্রই এই বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান দলের সঙ্গে যোগ দেবেন এবং মরশুমের প্রথম ম্যাচ থেকে তাঁকে পেতে কোনও অসুবিধা হবে না বলেই জানিয়েছে নাইট শিবির। দিল্লির হয়ে সাম্প্রতিক সময়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি এবং বিজয় হাজারে ট্রফি, জোড়া ঘরোয়া টুর্নামেন্টেই দিল্লির হয়ে খেলতে দেখা গিয়েছে নাইট ব্যাটসম্যানকে। বিজয় হাজারে ট্রফিতে ভালো ফর্মেও ছিলেন তিনি। সাত ম্যাচে ৬৬.৩৩ গড়ে ৩৯৮ এসেছিল রানার ব্যাট থেকে।

আজারকে এখনই খেলানোর ভাবনা নেই জিদানের

চোট কাটিয়ে অনুশীলন ফিরেছেন এদেন আজার। তবে খুব শিগগিরই ম্যাচে দেখা যাবে না তাকে। কবে নাগাদ বেলজিয়ান ফরোয়ার্ড দলে ফিরতে পারেন, তা জানেন না জিনেদিন জিদান। এ নিয়ে কোনো তাড়া নেই রিয়াল মাদ্রিদ কোচের।লা লিগায় শনিবার বাংলাদেশ সময় রাত সোয়া ৮টায় ঘরের মাঠে পয়েন্ট তালিকার ১৮ নম্বর দল এইবারের মুখোমুখি হবে রিয়াল। এর আগের দিন সকালে চোট কাটিয়ে আজার ছাড়াও দলের সঙ্গে অনুশীলনে ফিরেছেন টনি ক্রুস। মাঝে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলতে এই জার্মান মিডফিল্ডার জাতীয় দলে যোগ দিলেও অ্যাডাক্টর চোটে পড়ায় খেলতে পারেননি কোনো ম্যাচ।চোটপ্রবণ আজার সবশেষ পেশির চোটে ছিটকে গিয়েছিলেন গত মাসের মাঝামাঝি সময়ে। ২০১৯ সালে ক্লাব রেকর্ড ১০ কোটি ইউরোয় চেলসি থেকে রিয়ালে যোগ দেওয়া এই তারকা বারবার চোটে পড়ায় খুব কম সময়ই সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ের দলে নিয়মিত হতে পেরেছেন।৩০ বছর বয়সী আজারের ফেরা নিয়ে তাই কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই বলে শুক্রবার সংবাদ সম্মেলনে জানান জিদান।"আজারকে ম্যাচে ফেরানো নিয়ে আমাদের কোনো

পরিকল্পনা নেই। আমরা কোনোরকম তাড়াহুড়ো করব না।""আমরা ধাপে ধাপে এগুতে চাই। নির্দিষ্টভাবে বলতে পারব না তাকে কবে খেলতে দেখব। তিন দিনের মধ্যে হলে খুব ভালো। ১০ দিনে হলেও সমস্যা নেই। আমরা খুশি, কারণ সে আগের চেয়ে ভালো আছে।"রিয়াল মাদ্রিদ অধিনায়ক সের্হিও রামেস (ফাইল ছবি)রিয়াল মাদ্রিদ অধিনায়ক সের্হিও রামেস (ফাইল ছবি)আজার ও ক্রুসের অনুশীলনে ফেরার স্বস্তি থাকলেও নতুন ধাক্কা হয়ে এসেছে সের্হিও রামোসের পায়ের পেশির চোট। আগামী ১০ এপ্রিল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার বিপক্ষে এবং এর আগে-পরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ আটে লিভারপুলের বিপক্ষে অধিনায়ককে দলে না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি রিয়ালের। আন্তর্জাতিক বিরতিতে জাতীয় দলের হয়ে দায়িত্ব পালনের সময় চোট পান স্প্যানিশ ডিফেন্ডার রামোস। তবে এজন্য স্পেন দলের কোনো দায় দেখছেন না ফরাসি কোচ।"কারোর দোষ নেই, না স্পেনের, না রিয়াল মাদ্রিদের।ফুটবলে এই ব্যাপারগুলো ঘটে, যা কারোরই ভালোলাগার নয়। কিন্তু আমাদের মেনে নিতে হবে।""আমরা চাই, যত দ্রুত সম্ভব সে সেরে উঠুক। আমরা জানি, অধিনায়ক ও খেলোয়াড় হিসেবে দলে সে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।"তবে আপাতত এসব নিয়ে না ভেবে এইবার ম্যাচের দিকে নজর জিদানের। লিগ শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে ৬ পয়েন্টে পিছিয়ে তালিকার তিনে তার দল। ৬৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আতলেতিকো মাদ্রিদ, ৬২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে বার্সেলোনা। আসরে আর ১০ রাউন্ডের খেলা বাকি।

টেস্ট দলের মর্যাদা পেল বাংলাদেশ তালিকায় আছে আফগানিস্তান ও জিম্বাবুয়েও

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল (হি.স.) : টেস্ট দলের মর্যাদা পেতে চলেছে বাংলাদেশের মহিলা দল। বাংলাদেশের পাশাপাশি টেস্ট দলের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে আফগানিস্তান ও জিম্বাবুয়ে দলের মহিলা দলকে। শুধু তাই নয় ২০২২ সালে কমনওয়েলথ গেমসের টি-টোয়েন্টি ম্যাচগুলোকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের স্বীকৃতিও দিয়েছে আইসিসি। এতদিন কেবল ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টিই খেলেছে বাংলাদেশ প্রমীলাবাহিনী। তবে এবার ক্রিকেটের সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ ফরম্যাট টেস্ট স্ট্যাটাস পেল বাংলাদেশ। এক ভার্চুয়াল বোর্ড সভায় আইসিসির পূর্ণাঙ্গ সদস্যদের ওয়ানডে এবং টেস্ট স্ট্যাটাস দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

এক বিজ্ঞপ্তিতে আইসিসি জানায়, বোর্ড সভা আইসিসির পূর্ণাঙ্গ মহিলা দল সদস্যদের ওয়ানডে এবং টেস্ট স্ট্যাটাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত সর্বমোট ১০ টি মহিলা দল আইসিসির টেস্ট স্বীকৃতি পেয়েছে। যেখানে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং শ্রীলঙ্কার পাশাপাশি টেস্ট খেলেছে আইসিসির সহযোগী দেশ নেদারল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ড। এবার টেস্ট দলের মর্যাদা পেল বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল ও। বাংলাদেশের পাশাপাশি টেস্ট দলের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে আফগানিস্তান ও জিম্বাবুয়ে দলের মহিলা দলকে। শুধু তাই নয় ২০২২ সালে কমনওয়েলথ গেমসের টি-টোয়েন্টি ম্যাচগুলোকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের স্বীকৃতিও দিয়েছে আইসিসি।

সহজ ম্যাচ কঠিন করে জিতল পাকিস্তান

৩০ বলে প্রয়োজন ৩০ রান, হাতে পাঁচ উইকেট, ক্রিজে দুই থিতু ব্যাটসম্যান। এমন সমীকরণের ম্যাচ গড়ালো শেষ বল পর্যন্ত, ছড়াল রোমাঞ্চ। বাবর আজমের সেঞ্চুরি ও ইমাম-উল হকের ফিফটিতে গড়া দৃঢ় ভিতে দাঁড়িয়েও সহজ ম্যাচ কঠিন করে জিতল পাকিস্তান। সেঞ্চুরিয়নে শুক্রবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে ৩ উইকেটে জিতেছে পাকিস্তান। স্বাগতিকদের দেওয়া ২৭৪ রানের লক্ষ্যে তারা পৌঁছাতে পেরেছে শেষ বলে। এগিয়ে গেছে তিন ম্যাচের সিরিজে। পাকিস্তানকে জয়ের ভিত গড়ে দেওয়া বাবর খেলেন ১০৪ বলে ১০৩ রানের ইনিংস। ৭০ রান আসে ইমামের ব্যাট থেকে। দুই জনে গড়েন ১৭৭ রানের জুটি। রান তাড়ায় দ্বিতীয় উইকেটে যেকোনো দলের বিপক্ষেই এটা পাকিস্তানের সর্বোচ্চ। রেকর্ড গড়া জুটির পর ১৭ রানের মধ্যে ৪ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়া পাকিস্তান জয় দেখছিল মোহাম্মদ রিজওয়ান ও শাদাব খানের ব্যাটে। কিন্তু দুই জনই ছুড়ে আসেন উইকেট। শেষ ওভারে ৩ রানের সমীকরণ মেলানো নিয়ে এক সময় জাগে শঙ্কা। তবে ঠাণ্ডা মাথায় দলকে জয়ের বন্দরে নিয়ে যান ফাহিম। ক্যারিয়ার সেরা বোলিংয়ে ৫১ রানে ৪ উইকেট নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে খেলায় ফেরান আনরিক নরকিয়া। ১২৩ রানের অপরাজিত ইনিংসে দলকে লড়াইয়ের পুঁজি এনে রাসি ফন ডার ডাসেন। সুপারস্পোর্ট পার্কের বরাবরের চেয়ে একটু মন্থর উইকেটে টস জিতে ফিল্ডিং নেন বাবর। দক্ষিণ আফ্রিকাকে চেপে ধরেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। সপ্তম ওভারে ধরেন জোড়া শিকার। ৩ বলের মধ্যে বিদায় করেন দুই ওপেনার কুইন্টন ডি কক ও এইডেন মারক্রামকে। ব্যাট হাতে অধিনায়কত্বের শুরুটা ভালো হয়নি টেম্বা বাভুমার। ১ রান করে মোহাম্মদ হাসনাইনের বলে ক্যাচ দেন থার্ড ম্যানে। ২১ বল খেলে ১ রান করা হাইনরিখ ক্লাসেনকে কট বিহাইন্ড করেন ফাহিম আশরাফ। ৫৫ রানে ৪ উইকেট হারানো দক্ষিণ আফ্রিকা তখন খাদের কিনারে। সেখানে ত্রাতা হয়ে আসেন ফন ডার ডাসেন ও ডেভিড মিলার। দুইজনের ব্যাটে দুঃসময় কাটিয়ে এগোতে থাকে স্বাগতিকরা। ৮০ বলে ফিফটি স্পর্শ করে সেঞ্চুরিতে চোখ রাখেন ফন ডার ডাসেন। মিলারের অর্ধশতক আসে ৫২ বলে। এর পরপরই তাকে ফিরিয়ে দেন হারিস রউফ। ৫ চারে ৫০ রানে মিলার কট বিহাইন্ড হলে ভাঙে ১১৬ রানের জুটি। আন্দিলে ফেলুকওয়ায়োকে নিয়ে দলকে পথে রাখেন ফন ডার ডাসেন। হাসনাইনকে পরপর দুই বলে ছক্কা-চার মেরে পৌঁছে যান নব্বইয়ের ঘরে। ২৯ রান করা ফেলুকওয়ায়োকে রউফ ফিরিয়ে দিলে ভাঙে ৬৪ রানের জুটি। ওই ওভারেই ১২৩ বলে কাঙ্ক্ষিত তিন অঙ্কে পা রাখেন ফন ডার ডাসেন। শেষ পর্যন্ত ১২৩ রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছাড়েন ডানহাতি এই ব্যাটসম্যান। তার ব্যাটে লড়াই করার পুঁজি পায় দক্ষিণ আফ্রিকা। জবাব দিতে নেমে শুরুতেই হোঁচট খায় পাকিস্তান। তৃতীয় ওভারেই কাগিসো রাবাদার বলে বোল্ড হয়ে যান ফখর জামান। এরপর অবশ্য বাবর ও ইমামের ব্যাটে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় তারা। শুরুতে দুই ব্যাটসম্যানই ছিলেন সাবধানী। থিতু হওয়ার পর শট খেলতে শুরু করেন বাবর। বাড়ে রানের গতি। পরে যোগ দেন ইমামও। ৬১ বলে ফিফটিতে পৌঁছান বাবর, ইমামের লাগে ৬৩ বল। এরপর আরও দ্রুত রান তুলতে থাকেন বাবর। পাকিস্তান অধিনায়কের পরের পঞ্চাশ আসে কেবল ৪২ বল। নরকিয়াকে চার মেরে ১০৩ বলে সেঞ্চুরি স্পর্শ করার পরের বলে কট বিহাইন্ড হয়ে থামেন বাবর। তার অধিনায়কোচিত ইনিংসটি গড়া ১৭ চারে। ওয়ানডেতে এটি বাবরের ১৩তম সেঞ্চুরি, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম। নরকিয়া পরের তিন ওভারে একে একে ফিরিয়ে দেন ইমাম, দানিশ আজিজ ও আসিফ আলিকে। ৩ চার ও এক ছক্কায় ৭০ রান করেন ইমাম। আসিফ ও অভিষিক্ত আজিজ যেতে পারেননি দুই অঙ্কে। ছোট ধসে দিক হারানো পাকিস্তানকে কক্ষপথে ফেরান রিজওয়ান ও শাদাব। কিন্তু দুই জনই ফিরেন বাজে শট খেলে। চারটি চারে ৪০ রান করেন কিপার-ব্যাটসম্যান রিজওয়ান। ৩৩ রানে থামেন শাদাব। শেষ ওভারের প্রথম বলে শাদাবকে আউট করার পর ফাহিমকে তিনটি বল ডট খেলান ফেলুকওয়ায়ো। পঞ্চম বলে ২ রান নিয়ে দুই দলের রান সমতায় নিয়ে আসেন ফাহিম। শেষ বলে সিঙ্গেল নিয়ে দলকে এনে দেন দারুণ জয়। ২০০৫ সালের পর রান তাড়ায় এই প্রথম শেষ বলে গিয়ে জিতল পাকিস্তান।

সংক্ষিপ্ত স্কোর: দক্ষিণ আফ্রিকা: ৫০ ওভারে ২৭৩/৬ (মারক্রাম ১৯, ডি কক ২০, বাভুমা ১, ফন ডার ডাসেন ১২৩*, ক্লাসেন ১, মিলার ৫০, ফেলুকওয়ায়ো ২৯, রাবাদা ১৩*; আফ্রিদি ১০-১-৬১-২, হাসনাইন ১০-২-৫২-১, ফাহিম ৯-০-২৫-১, রউফ ১০-০-৭২-২, শাদাব ৮-০-৪৫-০, আজিজ ৩-০-১৬-০)।

পাকিস্তান: ৫০ ওভারে ২৭৪/৭ (ইমাম ৭০, ফখর ৮, বাবর ১০৩, রিজওয়ান ৪০, আজিজ ৩, আসিফ ২, শাদাব ৩৩, ফাহিম ৫*, আফ্রিদি ০*; রাবাদা ১০-১-৫১-১, এনগিডি ১০-১-৬৫-০, নরকিয়া ১০-০-৫১-৪, ফেলুকওয়ায়ো ১০-০-৫৬-২, শামসি ১০-০-৫১-০)।

ফল: পাকিস্তান ৩ উইকেটে জয়ী। সিরিজ: ৩ ম্যাচের সিরিজে ১-০ তে এগিয়ে পাকিস্তান। ম্যান অব দা ম্যাচ: বাবর আজম।

ইপিএলে মার্চের সেরা ইহেনাচো ও টুখেল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মার্চ মাসের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন লেস্টার সিটির স্ট্রাইকার কেলাচি ইহেনাচো। সেরা কোচের পুরস্কার জিতেছেন চেলসির টমাস টুখেল।লিগ কর্তৃপক্ষ শুক্রবার এই ঘোষণা দেয়। প্রথমবারের মতো প্রিমিয়ার লিগের মাস সেরা কোচ হলেন টুখেল।জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের পুরস্কার দুটি জিতেছিলেন ম্যানচেস্টার সিটির মিডফিল্ডার ইলকাই গিনদোয়ান ও কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা।গত মাসে লেস্টার সিটির হয়ে তিন ম্যাচে ৫ গোল করেছেন ইহেনাচো। শেফিল্ড ইউনাইটেডের বিপক্ষে ৫-০ গোলের জয়ে হ্যাটট্রিক করেছিলেন নাইজেরিয়ান এই ফরোয়ার্ড।লিগ টেবিলে তিন নম্বরে আছে লেস্টার সিটি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জায়গা করে নেওয়ার দৌড়ে আছে তারা।গত জানুয়ারিতে ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ডের জায়গায় টুখেলকে কোচ হিসেবে নিয়োগ দেয় চেলসি। তার কোচিংয়ে এখনও কোনো ম্যাচ হারেনি দলটি।গত মাসে লিভারপুলের মাঠে দারুণ জয়ের পর এভারটনকে হারায় চেলসি। আর লিডস ইউনাইটেডের মাঠে করে ড্র।টুখেলের কোচিংয়ে অজেয় পথচলায় দলটি পয়েন্ট টেবিলে আট নম্বর থেকে চারে উঠে এসেছে। লেস্টার থেকে ৫ পয়েন্ট পিছিয়ে তারা।

সাঁচিরামবাড়িতে ভোটের প্রচারে কংগ্রেস নেতৃত্ব। শুক্রবার তোলা নিজস্ব ছবি।

বহুজাতিক সামরিক মহড়ায় অংশ নিতে বাংলাদেশ যাবে ভারতীয় সেনা

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল (হি.স.) : বাংলাদেশ আয়োজিত বহুজাতিক সামরিক মহড়া 'শান্তির অগ্রসেনা ২০২১'-এ অংশ নেবে ভারতের সেনাবাহিনী। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর স্মরণে বহুজাতিক সামরিক মহড়া 'শান্তির অগ্রসেনা-২০২১' অনুষ্ঠিত হবে। ৪ থেকে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত আয়োজিত হতে চলা এই সামরিক মহড়ার মূল প্রতিপাদ্য 'শক্তিশালী শান্তি রক্ষা অভিযান'। এই এই সামরিক মহড়ায় অংশ নেবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ডোগরা রেজিমেন্ট। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পাশাপাশি রয়্যাল ভুটান আর্মি এবং শ্রীলঙ্কা সেনাবাহিনীও এতে অংশ নেবে। পুরো মহড়ার সময় আমেরিকা, ইংল্যান্ড, তুরস্ক, সৌদি আরব, কুয়েত এবং সিঙ্গাপুরের সামরিক পর্যবেক্ষকরাও উপস্থিত থাকবেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যাটালিয়নের অফিসার, জুনিয়র কমিশনড অফিসার এবং জওয়ানসহ ৩০ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনী এই সামরিক মহড়ায় অংশ নিতে বাংলাদেশ যাবে। ভারতীয় সেনাবাহিনী ছাড়া রয়্যাল ভুটান আর্মি এবং শ্রীলঙ্কা সেনাবাহিনী এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দলগুলি ''রোবস্ট পিস কিপিং অপারেশনস'' অনুশীলনেও অংশ নেবে। পুরো মহড়ার সময় আমেরিকা, ইংল্যান্ড, তুরস্ক, সৌদি আরব, কুয়েত এবং সিঙ্গাপুরের সামরিক পর্যবেক্ষকরাও উপস্থিত থাকবেন।

ডোগরা রেজিমেন্ট হ'ল ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি সামরিক দল, যার সদর দফতরে উত্তর প্রদেশের ফয়জাবাদে । এই রেজিমেন্টটি ১৮৭৭ সালে ব্রিটিশরা প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই রেজিমেন্ট বহুবার পাকিস্তানকে উচিৎ শিক্ষা দিয়েছে । ভারতীয় সেনাবাহিনীর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এই রেজিমেন্টের নাম দেশের সবচেয়ে বিপজ্জনক সামরিক দল হিসাবে নেওয়া হয়েছে।

আমি শুধু শান্ত আছি ভোটর জন্য হুঁশিয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দিনহাটা, ২ এপ্রিল (হি স)।। 'আমি শুধু শান্ত আছি ভোটর জন্য। ভোট পর্যন্ত সহ্য করব, তার পর টেনে টেনে সামনে আনব''। শুক্রবার কোচবিহারের দিনহাটায় প্রথম সভায় হুঁশিয়ারি দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথম দু'দফার ভোটে একাধিক তৃণমূল কর্মীকে খুন করেছে বিজেপি, এমনই দাবি করে বিজেপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন মমতা। তাঁর কথায়, ''গুন্ডামি করে বেড়াচ্ছে। কোচবিহারে আমার কত ছেলেকে মেরেছে বিজেপি। খানাকুলে, কেশপুরে করছি। লড়াই করতে আমি জানি। নির্বাচন কমিশনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলছি, ভোট পরিচালনা করছেন অমিত শাহ। জওয়ানদের সম্মান করি, কিন্তু বিজেপির নির্দেশে নন্দীগ্রামে তাণ্ডব করেছে তাঁরা। বিজেপির নামে ভোট দিন বলে অত্যাচার করছে তাঁরা। মা-বোনেদের বলছি, উলুধ্বনি-শঙ্খধ্বনি-আজানধ্বনি দিয়ে মা-বোনেরা প্রতিবাদ করুন। ছাড়বেন না।''

নন্দীগ্রামে ভোটের পরদিনই ফের ভোটের প্রচার শুরু করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার উত্তরবঙ্গে প্রচার শুরু করলেন মমতা। বললেন, ''নন্দীগ্রামের মানুষকে অভিনন্দন। নন্দীগ্রামে ভোট দেখে বলতে পারি আপনারা জয়ের দিকে তাকিয়ে থাকুন।'' এদিন বিজেপির বিরুদ্ধে ঝাঁঝালো আক্রমণ করেন মমতা। প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নাম করে আক্রমণ শুরু করেন মমতা।

এদিন ফের নাম না করে শুভেন্দু অধিকারীকে আক্রমণ করেন মমতা। তাঁর কথায়, ''এগুলো সব গদ্দার। বিজেপির নিজস্ব কোনও প্রার্থী নেই। হয় সিপিএম থেকে, নয় তৃণমূল থেকে।

মর্যাদা ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা দিতে পারবে না ডিএমকে ও কংগ্রেস ঃ মোদী

মাদুরাই, ২ এপ্রিল (হি.স.): তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ে ডিএমকে ও কংগ্রেসকে একযোগে আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদীর কথায়, আপনাদের মর্যাদা ও সুরক্ষা কোনওটারই নিশ্চয়তা দিতে পারবে না ডিএমকে ও কংগ্রেস। তাঁদের অধীনে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হবে। শান্তিকামী মাদুরাইকে মাফিয়ায় পরিণত করতে চাইছে ডিএমকে, শুধুমাত্র ডিএমকে-র প্রথম পরিবারের জটিলতার জন্য। মাদুরাইয়ের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'তাঁরা মাদুরাইয়ের নীতি সম্পর্কেই কিছু জানে না, মহিলাদের বারংবার অপমান করেই চলেছে।' জাল্লিকাট্টু নিয়ে এদিন ডিএমকে ও কংগ্রেসকে খোঁচা দিয়েছেন মোদী। তাঁর কথায়, ২০১৬ সালে তামিলনাড়ু কংগ্রেস ইস্তাহারে জাল্লিকাট্টু নিষিদ্ধ করার ডাক দেওয়া হয়েছিল। লজ্জা পাওয়া উচিত কংগ্রেস ও ডিএমকে-র। ২০১৬-১৭-তে জনগণ সমাধান চেয়েছিল এবং জাল্লিকাট্টু চালিয়ে যেতে চেয়েছিল। আমাদের সরকার তখন এআইএডিএমকে দ্বারা অর্ডিন্যান্স ক্লিয়ার করেছিল।'

মাদুরাইয়ের জনসভা প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'এই অঞ্চলের মানুষদের মন অনেক উদার, কয়েক বছর আগে গুজরাটের সৌরাষ্ট্র থেকে মানুষেরা এখানে এসেছিলেন।এসেছিলেন। মাদুরাই যেভাবে তাঁদের গ্রহণ করেছিল, তা ''এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত''-এর নিখুঁত উদাহরণ। এই ভূমি ভগবান সুন্দরেশ্বরের আশীর্বাদধন্য।' মোদী বলেন, 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস-এই মন্ত্রের সঙ্গে ১৩০ কোটি ভারতবাসীর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে কাজ করছে এনডিএ সরকার। তামিলনাড়ু, বিশেষ করে দক্ষিণ তামিলনাড়ুর জন্য অবকাঠামো, সেচ ও বিনিয়োগের দিকে আমরা মনোনিবেশ করতে চাই। এনডিএ-কে একটি ভোট মানে এই অঞ্চলে ভালো বিনিয়োগের পক্ষে একটি ভোট।'

ডিএমকে ও কংগ্রেসকে আক্রমণ করে মোদী আবারও বলেছেন, 'ডিএমকে ও কংগ্রেসের কোনও এজেন্ডা নেই। তাই মিথ্যে কথা বলা বন্ধ করা উচিত তাঁদের, কারণ মানুষ বোকা নয়। ২০১১ সালে দিল্লিতে ক্ষমতায় ছিল ইউপিএ, কেন্দ্রে ডিএমকে-র বড়বড় মন্ত্রী ছিল, ওই ইউপিএ সরকারই জাল্লিকাট্টু নিষিদ্ধ করেছিল। একজন ইউপিএ নেতা জাল্লিকাট্টুকে বর্বর আচরণ বলে বর্ণনা করেছিলেন!'

করোনা টিকার প্রথম ডোজ নিলেন অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন

মুম্বই, ২ এপ্রিল (হি.স) : করোনা টিকার প্রথম ডোজ নিলেন অমিতাভ বচ্চন। নিজের ব্লগে টিকাকরণের অভিজ্ঞতা জানালেন বিগ বি। অমিতাভ জানিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে পুরো পরিবারও করোনার টিকা নিয়েছেন। শুধু বাদ পড়ে গিয়েছেন ছেলে অভিষেক বচ্চন। কারণ, এই মুহূর্তে তিনি মুম্বইয়ের বাইরে। অমিতাভ তাঁর ব্লগে লিখেছেন, 'সম্পন্ন। টিকাকরণ সম্পন্ন। সব ঠিক আছে। পুরো পরিবার এবং কর্মচারীদের কোভিড পরীক্ষা হল। আজ ফল এসেছে। সব ঠিক আছে, সকলের ফল নেগেটিভ এসেছে। টিকাকরণও হয়ে গিয়েছে। অভিষেক ছাড়া পুরো পরিবার পরিবারই টিকা নিয়েছে। ও এখন শ্যুটিংয়ে আছে। কিছুদিনের মধ্যে ফিরে এসে ও টিকা নেবে'।

প্রসঙ্গত, গত বছর করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন অমিতাভ। অভিনেতার পরেই ছেলে অভিষেক, পুত্রবধূ ঐশ্বর্য রাই বচ্চন এবং নাতনি আরাধ্যা বচ্চনেরও আক্রান্ত হওয়ার খবর আসে। পরিবারের চার সদস্যকেই ভর্তি করানো হয়েছিল হাসপাতালে। বাকি সকলে সেরে উঠলেও প্রায় ১ মাস পর সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান অভিষেক।

মহারাষ্ট্রের সম্পূর্ণ লকডাউন হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে

মুম্বই, ২ এপ্রিল (হি.স) : মহারাষ্ট্রের সম্পূর্ণ লকডাউন হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। শুক্রবার তিনি সাংবাদিকদের জানান, যতদিন না মহারাষ্ট্রে করোনাভাইরাস-র প্রভাব কমছে, ততদিন সম্পূর্ণ লকডাউন হাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তিনি বলেন, এই মুহূর্তে লকডাউন হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, যেহেতু করোনা সংক্রমনের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তিনি আরও বলেন, এই মুহূর্তে মহারাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা বা স্বাস্থ্য পরিষেবার দিকে তাকিয়ে আমরা খুব দ্বিধা বিভক্ত হয়ে রয়েছি। এই অবস্থায় লকডাউন করা উচিত কিনা তা নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। তিনি আরও বলেন, যদি এভাবে চলে, তাহলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মহারাষ্ট্রের পরিকাঠামো ভেঙে পড়বে। এই মুহূর্তে তাই লকডাউন ঘোষণার সংকেত দেওয়া হচ্ছে, তবে ঘোষণা করা হচ্ছে না। তবে দুদিনের মধ্যে যদি পরিস্থিতির পরিবর্তন না ঘটে তাহলে আর কোন বিকল্প উপায় থাকবে না।

উত্তর থেকে দক্ষিণ বাংলাজুড়ে প্রচারে ব্যস্ত তৃণমূল-বিজেপি উভয় দল

কলকাতা, ২ এপ্রিল (হি.স.): ইতিমধ্যেই দু'দফার ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হয়েছে।এখনও বাকি আরও ছয় দফার নির্বাচন। আর এই নির্বাচনে নিজেদের প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত করতে ঝাঁপাচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলি। এই নির্বাচনে মসনদ দখলের আশায় প্রতিনিয়ত নির্বাচনী প্রচারে একে অপরকে দেওয়ার চেষ্টা করছে যুযুধান দুই দল তৃণমূল-বিজেপি। শুক্রবার রাজ্যে একাধিক সভা করেন বিজেপির প্রচারের অন্যতম প্রধান মুখ অমিত শাহ।আজ একাধিক জনসভায় মমতাকে খোঁচা দিয়ে অমিত শাহ বলেন, 'কাউকে বলবেন না। এটি খুব গোপনীয় তথ্য, কিন্তু আমি মাইকে বলে যাচ্ছি যে, দিদি নন্দীগ্রামে হেরে গিয়েছেন।' আজ একাধিক জনসভার পর বারুইপুর ও আরামবাগে রোড শো করেন অমিত । আরামবাগে রোড শো শেষে ভাষণে অমিত শাহ বলেন, 'সোনার বাংলা তৈরি করার জন্য নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ২০০-র বেশি আসন সহ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার তৈরি করতে হবে। এদিন বিজেপির তারকা প্রচারক অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীও একাধিক জনসভা করেন। তবে এই নির্বাচনে তৃণমূলের হয়ে প্রচারে নজর কারছেন মুলত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।এদিন উত্তরবঙ্গে একাধিক সভা করেন মমতা। অন্যদিকে আজ প্রচারে স্বভাবসুলভভাবেই বিজেপিকে আক্রমণ করেন অভিষেক। সেই সঙ্গে দুজনই রাজ্য সরকারের উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরেন।

শুক্রবার কোচবিহারের জনসভা থেকে রাজনৈতিক হিংসা-মুক্ত হবে পশ্চিমবঙ্গ গড়ার ডাক দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'মোদীজি থ্রি ভি মডেলে দেশ চালাচ্ছেন। থ্রি ভি হল বিকাশ, বিশ্বাস এবং ব্যাপার। এই তিন ভি-র উপর ভিত্তি করে কাজ করব আমরা।' এদিনের জনসভায় বিশাল সংখ্যক জনগণের উপস্থিতি দেখে আপ্লুত হয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'এই জনসভায় প্রচন্ড রোদের মধ্যেও মা এবং বোনদের উপস্থিতি এবং আমার হৃদয়ের টুকরো যুবসমাজকে ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের কাছে ক্ষমাও চেয়েনি, তাদের মাথার উপর কোন ছাউনির ব্যবস্থা না করতে পারার জন্য।' এরপরই মমতাকে কটাক্ষ করে অমিত শাহ বলেছেন, 'উত্তরবঙ্গের সঙ্গে অন্যায় করেছেন দিদি। এই জন্যই দিদি আপনাদের ভয় পায়। একবার মোদী সরকার বাংলায় আপনারা তৈরি করুন, সমস্ত রাজনৈতিক হিংসা থেকে বাংলাকে আমরা মুক্ত করব।' অমিত শাহ এদিন শীতলকুচির জনসভা থেকে দাবি করেছেন, 'বৃহস্পতিবার নন্দীগ্রামে ঠিক হয়ে গিয়েছে যে দিদি নন্দীগ্রামে হারছেন।' ১০ বছরের তৃণমূল সরকারকে খোঁচা দিয়ে অমিত শাহ বলেছেন, 'এই উত্তরবঙ্গে একটাও কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় নেই। আমরা ঠিক করেছি মোদী সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার একসঙ্গে মিলে এখানে একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় তৈরি করবে। আমরা ঠিক করেছি বিজেপি সরকার বাংলায় ক্ষমতায় এলে কোচবিহারের রাসমেলাতে আরও ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে রাসমেলাকে আন্তর্জাতিক উৎসবে পরিণত করা হবে। বিজেপি-র সরকার এলে অনেক বেশ গুরুত্ব দেওয়া হবে উত্তরবঙ্গকে। উত্তরবঙ্গে চা পার্ক বানানো হবে।'

বঙ্গবাসীকে আশ্বস্ত করে অমিত শাহ বলেছেন, '২ মে-র পর বাংলায় বিজেপি সরকার এলে বাংলার কোন মা, বোন অথবা বাংলার কোনও কন্যা সন্তানকে পয়সা খরচ করে সরকারি পরিবহনে যাতায়াত করতে হবে না। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তাদের জন্য ব্যবস্থা করবে মোদী সরকার। ১০ হাজার কোটির কাদম্বিনী গাঙ্গুলী স্বাস্থ্য পরিকাঠামো বানানো হবে। প্রত্যেক মহিলাকে কেজি থেকে পিজি পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা দেওয়া হবে।' ফের মমতাকে কটাক্ষ করে অমিত শাহ বলেন, 'দিদি থ্রি টি মডেলের সরকার চালাচ্ছে। থ্রি টি হল তানাশাহি, তোলাবাজি, তুষ্টিকরণ। মোদীজি থ্রি ভি মডেলে দেশ চালাচ্ছেন। থ্রি ভি হল বিকাশ, বিশ্বাস এবং ব্যাপার। এই তিন ভি-র উপর ভিত্তি করে কাজ করব আমরা। আপনারা সবাই দিদিকে তো চেনেন। দিদির মনে আপনাদের জন্য কোনও চিন্তা নেই। দিদির মনে শুধু ভাইপো রয়েছে। দিদি ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রী বানাতে চান। দিদি ভাইপোর কল্যাণে বিশ্বাস করেন। আর মোদীজি উত্তরবঙ্গ কল্যাণে বিশ্বাস করেন।' কাটমানি নিয়ে খোঁচা দিয়ে অমিত শাহ বলেছেন, 'ঘর বানানোর জন্যও কাটমানি দিতে হয়। ২ মে-র পর এই কাটমানি আর সিন্ডিকেট রাজ বন্ধ করে দেব। ২ মে-র পর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সহ চার দেশের প্রবেশ নিষিদ্ধ করল ব্রিটেন

লন্ডন, ২ এপ্রিল (হি. স.) : করোনার সংক্রমণ মারাত্মক উর্ধমুখী হয়ে ওঠায় বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ফিলিপাইন ও কেনিয়াকে লাল তালিকাভুক্ত করেছে ব্রিটেনের পরিবহণ মন্ত্রণালয়। আগামী ৯ এপ্রিল থেকে ওই চার দেশের কোনও নাগরিককে ব্রিটেনের মাটিতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। শুধু তাই নয়, গত ৩১ মার্চ যদি অন্য কোনও দেশের নাগরিক ওই চার দেশে যাত্রা করে থাকেন কিংবা ট্রানজিট করেন, তাহলে তাঁদেরও ব্রিটেনে ঢুকতে দেওয়া হবে না। প্রাণঘাতী করোনার সংক্রমণ নতুন করে থাবা বসাতে না পারে, তার জন্যই এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে ব্রিটিশ পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের এক আধিকারিক জানিয়েছেন। দেশজুড়ে করোনার টিকাদান কর্মসূচি যেভাবে চলছে, তা যাতে বিঘ্ন না ঘটে তাই এমন কড়া সিদ্ধান্তের পথে হাঁটা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশি ও পাকিস্তানিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হলেও ওই দুই দেশের সঙ্গে অবশ্য বিমান পরিষেবা চালু রাখা হচ্ছে। তবে কিছুটা ছাড় দেওয়া হচ্ছে ব্রিটিশ ও আইরিশ পাসপোর্টধারী সহ ব্রিটেনে বসবাসের জন্য যাঁদের অনুমতি রয়েছে তাঁদের। ব্রিটিশ পরিবহণ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ব্রিটিশ কিংবা আইরিশ পাসপোর্টধারী যাত্রী, এবং যাদের ব্রিটেনে বসবাসের অনুমতি রয়েছে, তারা এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ছেন না। তবে তাদেরকে সরকার অনুমোদিত কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে ১০ দিন থাকতে হবে।

উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু দুই দিনের সফরে ওডিশা

ভুবনেশ্বর, ২ এপ্রিল (হি.স.) : উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু শুক্রবার দু'দিনের সফরে ওডিশা পৌঁছেছেন। শুক্রবার একটি বিশেষ বিমানে ভুবনেশ্বরে পৌঁছলে বিজু পট্টনায়েক বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান গভর্নর অধ্যাপক গণেশিলাল এবং মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক । উপরাষ্ট্রপতির সফরের জন্য কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় কটকের সরলা ভবন ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডুর। এরপরে, আগামীকাল ৩ এপ্রিল সকাল সাড়ে দশটায় তিনি উতকল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত পঞ্চাশতম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য প্রদান করবেন।

শরণার্থীদের সম্মানের সঙ্গে নাগরিকত্ব দেবে বিজেপি, জানালেন অমিত শাহ

আলিপুরদুয়ার, ২ এপ্রিল (হি.স.): শরণার্থীদের সম্মানের সঙ্গে নাগরিকত্ব দেবে বিজেপি। একইসঙ্গে অনুপ্রবেশকারীদের রুখতেও যথাযথ ব্যবস্থা নেবে বিজেপি। শুক্রবার আলিপুরদুয়ারের জনসভা থেকে জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন আলিপুরদুয়ারের কালচিনিতে নির্বাচনী জনসভা করেছেন অমিত শাহ। এই জনসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'দিদি বাংলায় শুধু খেলা হবে, খেলা হবে বলে মানুষকে ভয় দেখাচ্ছেন। কিন্তু বাংলার মানুষ আর দিদিকে ভয় পায় না।' জনগণের উদ্দেশে অমিত শাহ বলেছেন, 'দিদি আপনাদের ভাল চান না। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ৩৫০ টাকা করবে। দিদি আদিবাসীদের কোনও উন্নয়ন করেননি। আদিবাসী এবং তাদের জমি সংরক্ষণ করেছে বিজেপি সরকার। অটল বিহারি বাজপেয়ীজী আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য একটি আলাদা মন্ত্রণালয় গঠন করেছেন।'

আলিপুরদুয়ার থেকে বঙ্গবাসীকে আশ্বস্ত করে অমিত শাহ বলেছেন, 'বাংলায় বিজেপি সরকার আপনারা গঠন করুন। আমরা এখানে এক নারায়ণী সেনা গঠন করব, যেখানে গোর্খা এবং রাজবংশী যুবকরা চাকরি পাবে। দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, তরাই, ডুয়ার্সের সমস্ত সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য প্রয়াস করবে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার। আপনারা চিন্তা করবেন না। ২ মে বাংলায় বিজেপি সরকার গঠন হলে, এখানে আয়ুষ্মান ভারত চালু করা হবে। এতদিন দিদি এটা চালু করতে দেননি। কারণ, তাঁর ভয় ছিল এতে মোদীজী খ্যাতির শীর্ষে উঠে যাবেন।'

অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'এ রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা ন্যায্য বেতন পায় না। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, এখানে বিজেপি সরকার আপনারা তৈরি করুন, সমস্ত রাজ্য সরকারি কর্মী সপ্তম বেতন পে কমিশনের ক্রমানুযায়ী বেতন পাবেন।' কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন খতিয়ান তুলে ধরে অমিত শাহ বলেছেন, 'মোদীজী ১৩ কোটি গরিব পরিবারকে গ্যাস সিলিন্ডার দিয়েছেন। ১০ কোটির অধিক মায়ের বাড়িতে শৌচালয় সুবিধা করে দিয়েছেন। আড়াই কোটির বেশি গরিব মানুষের বাড়ি তৈরি করে দিয়েছেন। ৫ কোটির অধিক গরিব বাড়িতে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা পৌঁছেছেন। ৬০ কোটি গরিব মানুষকে ৫ লক্ষ পর্যন্ত খরচ স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ করেছে মোদী সরকার। কিন্তু এই সকল সুবিধা থেকে আপনাদের বঞ্চিত করেছেন দিদি।' হুঁশিয়ারি দিয়ে অমিত শাহ বলেছেন, 'দিদির গুন্ডারা কান খুলে শুনে নিন, আপনারা ভাববেন না যে বেঁচে গিয়েছেন। ২ মে বাংলায় বিজেপি সরকার গঠন হলেই যারা দুর্নীতি করেছে, যারা বিজেপি কর্মীদের হত্যা করেছে, তাদের খুঁজে বের করে জেলে বন্দি করবো। দিদির গুন্ডারা তোলাবাজি করেছে। সিন্ডিকেট চালিয়েছে। আমফানের পয়সা লুট করেছে। ভারতীয় জনতা পার্টির ১৩০ জন কার্যকর্তাকে হত্যা করেছে। এই সব অন্যায় যারা করেছে, তারা সবাই জেলে থাকবে।' অমিত শাহ এদিন জনগণকে প্রশ্ন করেন, 'আপনারাই বলুন বাংলায় অনুপ্রবেশের সমস্যার কোনও সমাধান হয়েছে কি? দিদি কিছুই করেননি। আমি কথা দিচ্ছি, ২ মে বাংলায় বিজেপি সরকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।